~*MASUD RANA SERIES*~

Varot Nattyam By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon.gmail.com

...না-২

একখণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

ভারতনাট্যম

কাজী আনোয়ার হোসেন

কিন্তু না, সাধারণ একটা
সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন। বাংলাদেশ
কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানাকে
পাঠানো হলো ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে।
কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে
বেরিয়ে পড়লো মোলাসেস সেন্ট—
অর্থাৎ চিটাগুড়ের গন্ধ। ব্যাপার কি?
এ যে বিষাক্ত কেউটের চেয়েও ভয়ঙ্কর!
রানার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেও কি
ধোঁকা দেয়া গেল ওদের?

সতের টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

...জী আনোয়ার হোসেন

...সুদ রানা

ভারতনাট্যম

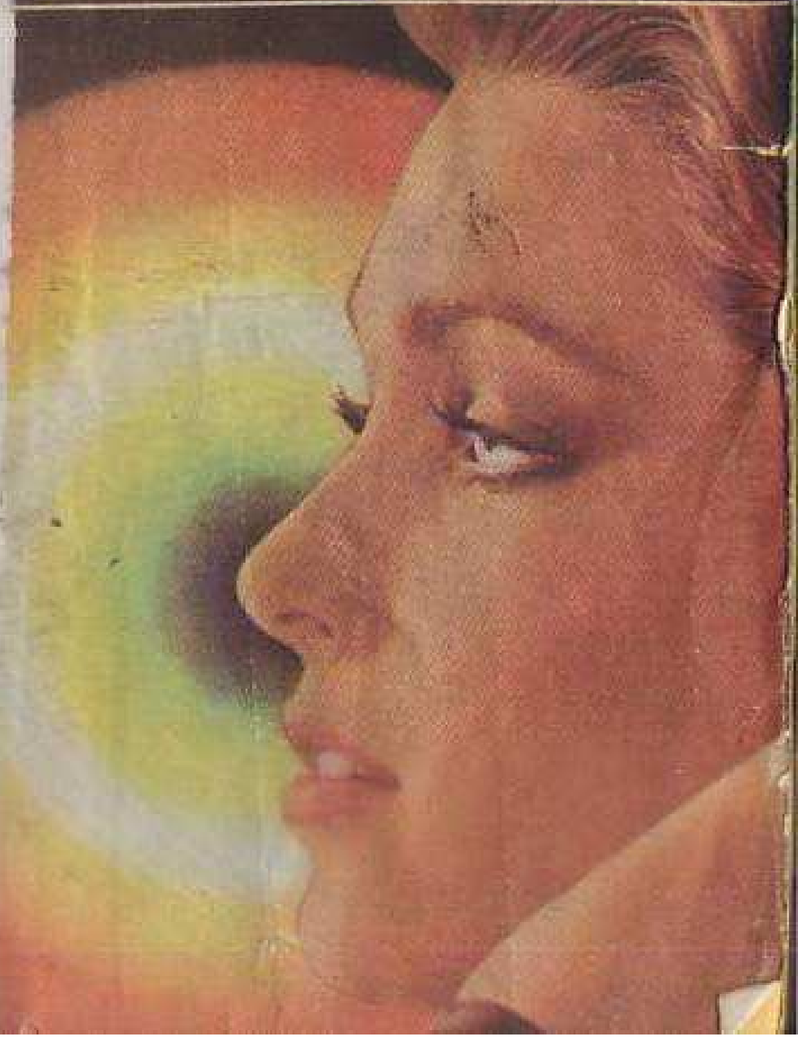

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

৩০শে আগস্ট, ১৯৬৫

'এবারে কথক নৃত্য পরিবেশন করছেন শ্রীমতী মিত্রা সেন।'

ঘোষকের মিষ্টি গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গেই গিজ্‌-গিজে ঠাসা প্রকাণ্ড হলঘরের প্রচণ্ড কোলাহল মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হলো। হল কাঁপিয়ে বেজে উঠলো তবলার তেহাই।

তিক ধা ঘিগি ঘিগি থেই | তিক ধা ঘিগি ঘিগি থেই |
তিক ধা ঘিগি ঘিগি |
ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন না |
তেটে ধিন ধিন ধা | ...

একটা একটা করে সব বাতি নিভে গেলো হলের মধ্যেকার। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠলো দর্শকবৃন্দ। নিশ্চুপ হয়ে গেলো মস্ত হল ঘরটা।

কালো স্ক্রীন সরে যেতেই প্রথমে লাল, পরে হাল্কা নীল আলো ঝিলমিল করতে থাকলো ঢেউ খেলানো সিল্কের সাদা পর্দার ওপর। তারপর সে পর্দাও ফাঁক হয়ে সরে গেলো ধীরে ধীরে। দেখা গেলো নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার সাংস্কৃতিক

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

শুভেচ্ছা মিশনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, অতুলনীয় সুন্দরী শ্রীমতি মিত্রা সেন। স্পট্ লাইটের স্বপ্নিল আলো একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মিত্রা সেনকে ঘিরে। উদ্ভিন্ন যৌবনা—ক্ষীণ কটি—কাজল-কালো হরিণ চোখ। এক শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা আধা-অশ্লীল উল্লাস ধ্বনি উঠেই মিলিয়ে গেলো।

তা তে থেই তাত | আ তেথেই তাত | থেই আ থেই আ থেই |
থেই থেই তাত তাত থা | তেরে কেটে গদি ঘেনে আ |
তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা আ | তেরে কেটে গদি ঘেনে |
ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন না |
তেটে ধিন ধিন ধা | ...

আরম্ভ হলো নাচ। শতকরা নব্বুই জন দর্শকই সেই মুহূর্তে মনে মনে স্থির করলো, যে করে হোক আগামী দিনের টিকেট জোগাড় করতে হবে—ব্ল্যাকে দশগুণ দামে হলেও।

হল ঘরের অসহ্য ভাপসা গরমে ফটোগ্রাফারের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে বসে ঘামছিলো মাসুদ রানা। আর মনে মনে পিণ্ডি চটকাচ্ছিলো ঢাকায় এয়ার-কণ্ডিশন্ড রূমে সুখে নিদ্রামগ্ন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খানের। যতোসব রদ্দি পচা কাজের ভার বুড়ো বেছে বেছে ওর কাঁধে চাপায়। কেন? আর লোক নেই? ইণ্ডিয়ার নাম শুনলেই একেবারে যেন বাই চড়ে যায় বুড়োর মাথায়। ডন কুইকজোটের মতো ক্ষেপে গিয়ে হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরাতে আরম্ভ করে দেয় একেবারে।

আরে বাবা, একদল ন্যাকা মেয়েছেলে আর তাদের সঙ্গে মেয়েলী স্বভাবের মিনমিনে কতকগুলো ননীর পুতুল এসেছে কলকাতা থেকে গায়ক-গায়িকা-নর্তকী সেজে। এদের মধ্যে তাকে ঢোকালো বুড়ো

কোন্ আক্কেলে? তাও যদি জার্নালিস্ট বা অন্য কোনও পরিচয় হতো তো এক কথা। তা নয়। তার পরিচয় কি—না ফটোগ্রাফার। এখন যে গরম লাগছে, তার কি হবে? পচা গরমে ঘামতে ঘামতে হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো রানার। সব রাগ গিয়ে পড়লো রাহাত খানের ওপর। অনেক কষ্টে জোর করে দূর করে দিলো রানা মন থেকে সব বিক্ষোভ।

ভাদ্রের প্রায় মাঝামাঝি। শরৎ কাল। কিন্তু এবারের শরৎ যেন গুমোট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। প্রিয়ার আঁখির মতো নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের অক্লেশে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া, মাঝে মাঝে উত্তর থেকে অনেক স্মৃতি জাগিয়ে তোলা মিঠে বাতাস, সন্ধ্যেবেলায় পুজোর ঘণ্টা, শিউলীর জমাট সুগন্ধ, আমেজ—সবই আছে। কিন্তু গরমটা যেন চেপে বসেছে গদির ওপর; নড়বে না কিছুতেই।

তার ওপর সিগারেটের ধোঁয়া আর এতোগুলো লোকের আড়াই ঘণ্টা ধরে অবিরাম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ভারি হয়ে উঠেছে রাজশাহী টাউন হলের বদ্ধ বাতাস। কতোক্ষণ আর সহ্য করা যায়? চোখ দুটো অল্প অল্প জ্বালা করে রানার। সম্মোহিত দর্শকবৃন্দের দিকে একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো।

রানার বাঁ কাঁধে ঝুলছে Braun Hobby EL 300 ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ গান এবং বিভিন্ন ফোকাল লেংথের Nikkor লেন্স, ফিল্টার; এক্সট্রা লেন্স-হুড; কেব্ল্-রিলিজ, একটি মোটর ড্রাইভ এবং অন্যান্য হাবিজাবিতে ভর্তি একখানা Gadget Bag; আর ডান কাঁধে টু-পয়েন্ট এইট লেন্সের একটা Rolleiflex ক্যামেরা। গলায় ঝুলছে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

একখানা বিখ্যাত Nikon-F ক্যামেরা। লেন্স-হুড্‌টা লাগানোই ছিলো তাতে। দ্রুত ফোকাস করবার জন্যে Split Image Range Finder স্ক্রীন ব্যবহার করছে সে আজ।

পাকা ফটোগ্রাফারের বেশে নিজেকে কেমন বিদঘুটে দেখাচ্ছে কল্পনা করে মুচকে হাসলো রানা। তারপর ফ্ল্যাশ-হেডটা খুলে ধীরে-সুস্থে ক্যামেরার ওপর লাগিয়ে নিলো। কেব্‌লটা ঢুকিয়ে দিলো X মার্কা কন্টাক্ট পয়েন্টে। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলো সেই ছয়জন Young Tigers-এর মধ্যেখানে বসে আছে দলপতি জয়দ্রথ মৈত্র। স্টেজের দিকে ওদের কারও চোখ নেই—চাপা গলায় কি যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। Nikon-F ক্যামেরায় অ্যাপারচার এফ্‌ এইট্‌ দিয়ে ডিস্‌ট্যান্স বিশ ফুটে সেট করে নিলো রানা। এতে ডেপ্‌থ অফ ফোকাস ৯ ফুট থেকে ৩০ পাওয়া যাবে। আধ-খাওয়া সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পিষে ফেললো সে জুতো দিয়ে। জমে উঠেছে নাচ।

ধিক তেই ধিগি তেই | ধিক তেই ধিগি তেই | ধিগি ধিগি থেই |
ধিগি ধিগি ধিক্‌ থেই | ধিগি ধিগি থেই | তা থেই তা থেই |
থেই তা থা | থেই তা থা | থেই তা | ধিক তেই ধিগি তেই |
ধিক তেই ধিগি তেই | ধিগি ধিগি থেই | ধিগি ধিগি ধিক থেই |
ধিগি ধিগি থেই | তা থেই তা থেই | থেই তা থা | থেই তা থা |
থেই তা |
থা ধিন ধিন থা | থা ধিন ধিন থা | না তিন তিন না |
তেটে ধিন ধিন থা | ...

এবার এগিয়ে গেলো রানা দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে স্টেজের সামনে বরাবর। তারপর হঠাৎ ঘুরে, যেন দর্শকদের ছবি তুলছে

এমনি ভাবে সেই ছোট্ট দলটির ছবি তুলে নিলো। অপ্রস্তুত দলটি ফ্ল্যাশ লাইটের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। তারপর জয়দ্রথ ছাড়া বাকি সবার হাত দ্রুত উঠে এসে নিজ নিজ চেহারা আড়াল করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। মৃদু হাসলো রানা।

এক, দুই করে নয় সেকেণ্ড পার হলো। জ্বলে উঠলো ফ্ল্যাশ গানের পেছনে লাল নিয়ন। রি-চারজিং সাইক্‌ল্ কমপ্লিট হয়েছে। এবার আরও কয়েকটি ছবি তুললো সে মিত্রা সেনের বিশেষ বিশেষ নৃত্য ভঙ্গিমার, বিভিন্ন দূরত্ব থেকে বিভিন্ন অ্যাপারচার দিয়ে। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছিলো রানার। ঢাকার কুখ্যাত Young Tigers পিছু ছাড়েনি তাহলে! কিন্তু এদের সঙ্গে কলকাতার সাংস্কৃতিক মিশ-নের দলপতির এই দহরম-মহরম কেন? কুষ্টিয়ায় মিত্রা সেনকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো যারা, যাদের হাত থেকে রানা রক্ষা করেছিলো মিত্রাকে কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছিলো কুৎসিত ব্যবহার, সব জেনেশুনেও তাদের সঙ্গে জয়দ্রথ মৈত্রের এই মৈত্রী কিসের? ঈশ্বরদি জংশনের রিফ্রেশমেন্ট রূমেই প্রথম রানার চোখে পড়ে এদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে জয়দ্রথ মৈত্র। কি মতলব আঁটছে সে এদের সঙ্গে? রাজশাহীতে পৌঁছে ডাকবাংলোতে মিত্রা সেনের ব্যবহারই বা এমন হঠাৎ পাল্টে গেলো কেন? ঠিক তার পাশের ঘরটা বুক করলো মিত্রা—দলপতি তাতে আপত্তি করলো না। ট্রেনে তাহলে গুলিবর্ষণ করলো কে? তাছাড়া আজ সারাদিন মনে হচ্ছিলো মিত্রা যেন কিছু বলতে চায় তাকে, কিন্তু বলি বলি করেও সুযোগ করে উঠতে পারছে না। কী সে কথা? নিশ্চয়ই কোনও ট্র্যাপ পেতেছে ওরা। সামনে বিপদের গন্ধ পেলো রানা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

হঠাৎ রানার মনে হলো মিত্রা যেন তার দিকে চেয়ে আবছা কি একটা ইঙ্গিত করলো। আশ্চর্য হয়ে গেলো রানা। শেষ বারের মতো ক্লিক করে শাটার টিপে দিলো সে। এক ঝলক তীব্র আলো ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করলো মিত্রা সেনকে। শাটারের ওপর আঙুলের চাপ পড়তেই এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো View-finder। পরমুহূর্তেই Instant Return Mirror যথাস্থানে ফিরে গিয়ে ভেসে উঠলো আবার মিত্রার ছবি। নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়লো রানা। একটা সিনিয়র সার্ভিস ধরালো। আগাগোড়া সবটা ব্যাপার ভেবে দেখা দরকার। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলো সে।

ক্রেধা আধা তেটে তেটে | কৎ তেটে ক্রেধা তেটে | ক্রেধা তেটে ধা
ক্রেধা তেটে ধা | ক্রেধা তেটে | ক্রেধা আধা তেটে তেটে |
কৎ তেটে ক্রেধা তেটে | ক্রেধা তেটে ধা | ক্রেধা তেটে ধা |
ক্রেধা তেটে | ক্রেধা আধা তেটে তেটে।
কৎ তেটে ক্রেধা তেটে | ক্রেধা তেটে ধা | ক্রেধা তেটে ধা |
ক্রেধা তেটে |
ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন না |
তেটে ধিন ধিন ধা | ...

মুখে চক্রধর বোল বলছিলো তবলচি। মিত্রা সেন এবার নাচের মুদ্রায় সে ছন্দকে মূর্ত করে তুলবে। চতুর্গুণ বেড়ে গেছে লয়। অত্যন্ত দ্রুত লয়ে চলছে নাচ।

হঠাৎ মনে হলো যেন মিত্রার পা আর মাটিতে নেই—সারাটা স্টেজময় যেন সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মুগ্ধ, চমৎকৃত দর্শকবৃন্দের করতালিতে হলের ছাদ উড়ে যাবার উপক্রম হলো। রানাও অবাক

দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো—প্রশংসা না করে পারলো না মনে মনে। সত্যিকার শিল্প দেশ-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে।

হাততালি থেমে যেতেই হলের মাঝামাঝি জায়গায় বসে এক ফাজিল ছোকরা 'ম্যা···এ্যাঁ...' করে জোরে ছাগলের ডাক ডেকে উঠলো। চাপা হাসির গুঞ্জন উঠলো। দু'একটা ধমক-ধামকের আওয়াজও এলো।

Nikon F-এর লেন্সটা খুলে ফেললো রানা। খুলে 200m. m. Auto-Nikkor f. 2.5 টেলিফটো লেন্সটা লাগিয়ে নিলো। বেয়োনেট মাউন্টের ওপর ক্লিক করে বসে গেলো লেন্সটা। এবার ক্যামেরাটা চোখে তুলে ফোকাস অ্যাডযাস্ট করতে চেষ্টা করলো সে। টেলিফটো লেন্সের ছোট অ্যাঙ্গেলের মধ্যে মিত্রা সেনকে ধরতে কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেলো। Nikkon এর উজ্জ্বল View-finder-এর পর্দায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় Nikkor লেন্সের মাধ্যমে পরিষ্কার ভেসে উঠলো এবার মিত্রা সেনের সুন্দর মুখচ্ছবি। প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা। উপলব্ধি করলো রানা, এ মুখটাও পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। কপালে চাঁদির টিপ আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝিক্ করে উঠছে, দু'চোখে টেনে কাজল পরা সুপুষ্ট লোভনীয় অধর লিপস্টিকে লাল।

সোজা তার দিকে চেয়ে আবার ইঙ্গিত করলো মেয়েটি। না, চোখের ভুল নয়। দূর হলো রানার সন্দেহ।

প্রবল করতালি এবং শেয়ালের ডাকের মধ্যে নাচ শেষ হলো। কালো পর্দাটা ধীরে ধীরে নেমে এসে আড়াল করলো মিত্রাকে হাজার দুয়েক মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি থেকে।

সবাই একসঙ্গে বেরোতে চাইছে হল থেকে। গেটের কাছে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

দারুণ ভিড় ঠেলে রানা এগোলো গ্রীনরুমের দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ হাত ঢোকালো রানার প্যান্টের পকেটে। ধরতে পারলো না রানা হাতটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো একটা লোমশ হাত সরে গেলো পেছনের ভিড়ে।

পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট কাগজ পেলো রানা। ভাবলো, বার্তা হবে কিছু।

চারকোণা ছোট কাগজের ওপর ইংরেজিতে টাইপ করা :

BEWARE GENTLEMAN, DANGER AHEAD!

প্রথমেই রানা ভাবলো; টাইপ করা যখন, তখন এটা তাকে দেবে বলে কেউ আগে থেকেই টাইপ করে এনেছে, হঠাৎ তার মাথায় আসেনি এই সাবধান বাণী—অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পিত। কিন্তু কে তাকে সাবধান করতে চায়, শত্রু না মিত্র? এবং কেন? কিসের বিপদ সামনে? ধাই হরিণীর মতো কি মিত্রা ডাকছে তাকে মৃত্যুর পথে? নাকি কেউ ভয় দেখিয়ে দূরে সরাতে চাইছে ওকে?

দুই হাত মাথার ওপর তুলে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লো রানা—যেন ওর ওপরে যে বা যারা লক্ষ্য রাখছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পায় ওর কার্যকলাপ। তারপর ওপর দিকে টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে দিলো চারদিকে। আশেপাশে সবার মাথায় ঝরে পড়লো সেগুলো পুষ্পবৃষ্টির মতো।

ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে স্টেজের পেছন দিকে চলে এলো রানা। গেটের কাছে দাঁড়ানো নীল ব্যাজ বুকে আঁটা ভলান্টিয়ার রানাকে দেখে পথ ছেড়ে দিলো। ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক চাই-তেই একটা ছোট ঘরের আধ-ভেজান দরজা দিয়ে মিত্রা সেনকে দেখতে পেলো রানা। দ্রুত কাপড় ছাড়ছে সে। স্টেজের পেছনে

অনাদর অবহেলায় পড়ে থাকা গোটাকতক ক্যানভাসের উইংস্, এলোমেলো করে ফেলে রাখা কয়েকটা বাঁশ আর কিছু নারকেলের রশি টপকে ড্রেসিংরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা।

'ভেতরে আসুন।' মিত্রার চাপা কণ্ঠস্বর।

ঢুকতে গিয়ে আবার পিছিয়ে এলো রানা। মিত্রার পরনে ব্রেসিয়ার এবং পেটিকোট ছাড়া কিছুই নেই। এতোক্ষণ একটানা নাচের পর হাঁপাচ্ছিলো সে। সেই সঙ্গে ওঠা নামা করছিলো বুকের সঙ্গে ঘামে সেঁটে থাকা একখানা দামী লকেট। সারা শরীরে স্বেদ বিন্দু। নাচের ঝলমলে পোশাক পরিচ্ছদ খুলে আয়না ভাঙা একটা ষোড়শ শতাব্দী মডেল ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা।

রানা ভাবলো, থারটি-সিক্স—টোয়েনটি-টু—থারটি-সিক্স! আইডিয়াল!

চঞ্চল হয়ে ওঠা মনটাকে সংযত করলো রানা।

'কই, দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন!'

এবার রানার টনক নড়লো। মেয়েটির চাপা খসখসে অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ধৈর্যচ্যুতির আভাস পাওয়া গেলো। এ যেন অনুরোধ নয়, আদেশ। ঢুকে পড়লো রানা ঘরের ভিতর।

'ছিটকিনি লাগিয়ে দিন দরজার। লজ্জা করার সময় এটা নয়। জরুরী কথা আছে। দোহাই আপনার,- বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি করুন—সময় নেই মোটেও এক্ষুনি ওরা সব এসে পড়বে।'

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে এমন একটা উত্তেজিত জরুরী ভাব প্রকাশ পেলো যে প্রায় চমকে উঠলো মাসুদ রানা। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো তার। অদ্ভুত কিছু শুনবার জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করে নিলো

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

সে এক মুহূর্তে।

নড়বড়ে বল্টুটা লাগানো না লাগানো সমান কথা। তবু সেটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রানা। স্থির দৃষ্টিতে আপাদমস্তক এক-বার দেখলো মিত্রাকে। ভাবলো, হঠাৎ আজ এই মুহূর্তে নিজের দলটা 'ওরা' হয়ে গেলো কেন এই মেয়েটির কাছে? কুষ্টিয়ার অনু-ষ্ঠানে তার প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা দেখতে পেয়েছে রানা মিত্রার চোখে। আজ সে-ই আপন লোক হয়ে গেলো, অন্যেরা পর—কেমন করে হয়! এর মধ্যে গোলমাল আছে কিছু। সাবধান!

রানার স্থির দৃষ্টির সামনে এবার একটু লজ্জা পেয়ে গেলো মিত্রা সেন।

চট করে ঘুরে ব্লাউজ টেনে নিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে দিলো। মুখে বললো, 'আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে কেউ?'

'বোধহয় না।' উত্তর দিলো রানা নিরাসক্ত কণ্ঠে।

কুঁচি দেয়া পেটিকোটে ঢাকা একখানা চমৎকার সুডৌল নিতম্বের ওপর চোখ পড়লো রানার মিত্রা ঘুরে দাঁড়াতেই। এঁটে বাঁধা ব্রেসি-য়ারের ফিতেগুলো পিঠের নরম-মাংসের ওপর চেপে বসে আছে।

মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে gadget bag আর ফ্ল্যাশ-গানটা নামিয়ে রাখলো রানা একটা চেয়ারের ওপর। বললো, 'কুষ্টিয়ার সেই গুণ্ডা-দের দোষ দিয়ে লাভ কি, দোষ তো তাদের নয়, দোষ আপনার। আমার মাথাটাও আজ খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে মিস মিত্রা। পৃথিবীর সব রূপ কি খোদা...'

'ভুল করুন, আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করবার জন্যে আপনাকে ডাকিনি। আপনার, আমার দুজনের সামনেই ভয়ানক বিপদ এখন।'

মিত্রাকে শাড়ি পরে নেবার সুযোগ দিয়ে গ্রীনরূমের পেছন দিকের

খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। ঠাণ্ডা এক ঝলক মুক্ত বাতাস এলো জানালা দিয়ে। বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করলো সে। তারপর চামড়া মোড়া দামী সিগারেট কেস থেকে একটা সিনিয়র সার্ভিস বের করে অগ্নি সংযোগ করলো। বাইরে প্রায় জানালাটার সঙ্গে লাগানো একটা কচুরি পানা ভর্তি পুকুর। কানায় কানায় টই-টম্বুর। মোলায়েম জ্যোৎস্নায় পুকুর পাড়ের নারকেল গাছ দুটোকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দেখতে। রানা ভাবে, 'সুন্দর' আর 'বিপদ' এই দুটো জিনিসে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ জিনিস যা সুন্দর, রানা দেখেছে তার আশেপাশে ওত পেতে থাকে বিপদ। মিত্রার চারপাশে বিপদ ঘনিয়ে আসবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

পাশে এসে দাঁড়ালো মিত্রা।

'একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছে আপনার জন্যে মিঃ...'

'আমি নগণ্য ফটোগ্রাফার—তরিকুল ইসলাম। আপনি এসব কি ভয়ঙ্কর কথা শোনাচ্ছেন?' সত্যিসত্যিই বিস্মিত হবার ভান করলো রানা।

'বাজে সময় নষ্ট করবেন না মিঃ মাসুদ রানা।' মিত্রার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট তিরস্কার। 'সেই প্রথম দিন থেকেই আমি কেন, সাংস্কৃতিক মিশ-নের প্রত্যেকটি লোকই জানে আপনার আসল নাম, আসল পরিচয়। হাতে সময় নেই, এক্ষুনি ওরা এসে পড়বে, দয়া করে আমার কথা-গুলো বলতে দিন।' কপাল থেকে একগুচ্ছ অবাধ্য চুল নিয়ে গুঁজে দিলো মিত্রা কানের পাশে। [illegible] বললো, 'আজ রাতে আপনাকে হত্যা করা হবে মিঃ রানা।'

মিত্রার মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হলো না রানা। মনে মনে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ভাবলো, আমাকে হত্যা করা হলে তোমার কি ক্ষতি সুন্দরী ? মুখে বললো, 'কেন ? আমার অপরাধ ?'

'দলপতির বিশ্বাস, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন যা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাজেই আর কোনো পথ নেই ; সরিয়ে দিতে হবে আপনাকে এই পৃথিবী থেকে। আর আপনাকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর ফাঁদে ফেলবার জন্যে আমাকে ওরা ব্যবহার করছে টোপ হিসেবে।' খুব দ্রুত কথাগুলো বলে গেলো মিত্রা। ওর চোখে মুখে স্পষ্ট উত্তেজনা।

'চক্রান্ত, ফাঁদ, মৃত্যু, এইসব শুনে মন খারাপ করছে কিন্তু টোপটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। আমি এই টোপ গিলতে রাজি আছি। যা থাকে কপালে।' হাসলো রানা।

'আপনি হাসছেন ? উঃ এর গুরুত্ব যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম !' তর্জনী ভাঁজ করে কামড়ে ধরলো অসহিষ্ণু মিত্রা সেন। 'ঐ যে ওরা সব এসে পড়েছে।'

বাইরে কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা গেলো। এগিয়ে আসছে কারা কাঠের মেঝের ওপর মচ্ মচ্ শব্দ তুলে। আর সময় নেই। রানা চেয়ে দেখলো উত্তেজনা, ভয় আর হতাশায় রক্তশূন্য হয়ে গেছে মিত্রার মুখ। বুঝলো এটা অভিনয় হতে পারে না।

হঠাৎ রানার বাঁ হাতটা তুলে নিলো মিত্রা তার হাতে। চাপা গলায় বললো, 'আমাকেও জড়িয়েছে ওরা। এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র যদি সফল হয় তবে আত্মহত্যা ছাড়া পথ নেই আমার। আমি বাঁচতে চাই মিঃ রানা। এই বিদেশে আপন কেউ নেই আমার। মৈত্র মশাই নিজেই এই চক্রান্তের উদ্যোক্তা। আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে এরা বানের জলে। রক্ষা করবে আমাকে রানা ? তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি আমি।

বলো, বাঁচাবে আমাকে ?'

আকুল মিনতি মিত্রার চোখে। রানা বুঝলো সে এমন একটা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। স্থির দৃষ্টিতে মিত্রার চোখের দিকে চেয়ে সে বুঝলো এই কাতর মিনতি অবহেলা করবার সাধ্য তার নেই। কিন্তু কি সেই চক্রান্ত যাকে মিত্রার এতো ভয় ? লোকগুলো দরজার কাছে এসে গেছে। আর সময় নেই সব কথা শুনবার।

'চেষ্টা করবো,' বললো রানা।

মিত্রার কাছে এই আশ্বাসটুকুর অনেক দাম। কৃতজ্ঞতায় দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে এলো ওর চোখ থেকে। রানার বাঁ হাতটার আলতো করে চুম্বন করলো সে উল্টোপিঠে, তারপর নরম গালের ওপর একবার চেপে ধরেই ছেড়ে দিলো। খানিকটা চোখের জল লেগে গেলো রানার হাতে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো।

'নিজেকে বড় স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছে। নিজের বিপদ উদ্ধারের জন্যে জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যু ফাঁদে পা দেবার অনুরোধ করছি। কিন্তু আমি বড় অসহায়। তুমি জানো না কতো ভয়ঙ্কর লোক ওরা।' শিউরে উঠলো মিত্রা। 'আরেকটা শেষ কথা ;—যদি দ্বিধা হয়, যদি মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে তবে বাঁচার পথও বলে দিচ্ছি—আজ রাতে কিছুতেই ঘর থেকে বেরিয়ো না। কোনো অবস্থাতেই না। আমার যা হবার হোক…'

মিত্রার খসখসে কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে প্রবল বেগে আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

'তুমি লুকিয়ে পড়ো কোথাও।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'না।' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়ে রানা দেয়ালে বসানো চার বাই তিন ফুট আলমারিটার ছোট্ট ডালা এক ঝটকায় ভেঙে ফেললো। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। ডালাটা খুলতেই দেখা গেলো একখানা জাপানী ট্রানজিস্টর টেপ-রেকর্ডার নিশ্চিন্ত মনে ঘুরছে ভিতরে বসে। ওদের কথাবার্তা সব রেকর্ড হয়ে গেছে।

ক্ষুদ্রাকৃতি স্পুল দুটো তুলে নিলো রানা টেপ-রেকর্ডার থেকে। তারপর গ্রীনরুমের পেছনের খোলা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পানা ভর্তি পুকুরের মধ্যে।

'তুমি জানতে?' আলমারির ডালাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না।'

এবার প্রবল এক ধাক্কায় ছিটকিনি ভেঙে হাঁ করে খুলে গেলো দরজা। হুড়মুড় করে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো জয়দ্রথ মৈত্র। পেছনে আরও কয়েকজন লোক।

হলুদ দৃষ্টি মেলে দুজনকে দেখলো জয়দ্রথ মৈত্র। তারপর বললো, 'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন।' পরিষ্কার বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেলো তার কণ্ঠে।

'দ্যাট্‌স্ অল রাইট।' উত্তর দিলো রানা। তারপর দৃঢ় পদ-ক্ষেপে মৈত্রকে পাশ কাটিয়ে চেয়ার থেকে [illegible] আর ফ্লাশ-গানটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। যেতে যেতে মিত্রার কৈফিয়ত কানে গেলো তার।

'উনি একটা ক্লোজ-আপ ছবি নিতে...'

'দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলে কেন?'

'আমি, মানে, উনি -'

মৃদু হেসে রাস্তায় গিয়ে পড়লো মাসুদ রানা।

দুই

২৭শে আগস্ট, ১৯৬৫

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ায় ছয়তলার ওপর একটা কার্পেট বিছানো ঘরের পশ্চিমমুখী জানালাটা খোলা। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসের দিকে চেয়েছিলো। অসম্ভব বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে পানি জমে আজ বিকেলের ফুটবল খেলা বাতিল হয়ে গেছে। পতাকা নামিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেশ কিছুক্ষণ হয় বৃষ্টি থেমেছে। পশ্চিম আকাশের সাদা মেঘের গায়ে এখন নানা রঙের খেলা। সারি সারি দর্শকদের গ্যালারী একেবারে ফাঁকা। দুটো ছাগল, বোধহয় দারোয়ানের হবে, নিশ্চিন্ত মনে চরছিলো মাঠে। পাশে সুইমিং পুলের টলটলে পরিষ্কার জলে আঁটসাঁট কস্টিউম পরে সাঁতার অভ্যাস করছে কয়েকটা উন্নতস্তনা অ্যাংলো তরুণী। বায়তুল মোকাররমের গম্বুজের ওপর চোখ পড়লো এবার রানার। তারপর সিঁড়িতে। কয়েকজন মুসল্লি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে মগরেবের আজান শুনে। প্রকাণ্ড G. P. O. বিল্ডিংটা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য dead letter-এর বোঝা বুকে নিয়ে। আরও অনেক দূরে রেসকোর্সের

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

শিব মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে আবছা। ঢাকা নগরীর বুকে সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ একটা সাইলেন্সার পাইপ ভাঙা বেবী ট্যাক্সি এমন বেয়াড়া শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে গেলো যে রানার বিরক্ত দৃষ্টি এইসব সুন্দর দৃশ্য ছেড়ে ফিরে এলো কালো পীচ ঢালা ভেজা রাস্তাটার ওপর। সাইড লাইট জ্বালিয়ে মৃদু গুঞ্জন তুলে হরেক রঙের সুন্দর সুন্দর গাড়ী, সেডান চলে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে ছবির মতো। অপেক্ষা করছে রানা।

'এক কাপ কফি দেবো?' ঠিক কানের পাশে মোলায়েম নারী কণ্ঠের এই প্রশ্নে চমকে উঠলো রানা। দেখলো নব-নিযুক্ত সুন্দরী স্টেনো টাইপিস্ট মিস নাসরীন রেহানা তার একান্ত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রানার কাজের সুবিধার জন্যে ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে হপ্তাখানেক হলো। চোখে চোখ রেখে রানা বুঝলো মেয়েটি নীরবে বলছে, 'আশেপাশে কেউ নেই—ইচ্ছে করলেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারো, আমি আপত্তি করবো না।'

'কি বলছো?' ইঙ্গিত না বোঝার ভান করলো রানা।

'কফি?' রেহানার চোখে স্পষ্ট আমন্ত্রণ। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। লিপস্টিকে লাল ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে চকচকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে অল্প একটু। আরো একটু কাছে সরে এলো সে। ভ্যাসেলিনের গন্ধ ওর চুলে, মুখে পুরু প্রসাধনের প্রলেপ। ওড়নাটা একপাশে সরে যাওয়াতে গভীর খাদ দেখা যাচ্ছে বুকের কাছে।

মনে মনে বিরক্ত হয়ে আবার জানালার বাইরে চোখ ফেরালো রানা। এরা তাকে কি মনে করে? তাদের ইঙ্গিতের প্রত্যাশায় উন্মুখ ভাবে অপেক্ষমাণ বানর বিশেষ? ইশারা পেলেই বন্য হয়ে গিয়ে

নাচতে আরম্ভ করে দেবে? নারী সঙ্গ কামনা ছাড়া পুরুষের অন্য ভাবনা থাকতে পারে না নাকি।

'বাতিটা জ্বালিয়ে দাও রেহানা। আর হ্যাঁ, কফি এক কাপ দিতে পারো। তার আগে এক দৌড়ে U-সেকশন থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসো। ফোনে পারটিকুলারস দিয়ে দিয়েছি, মিসেস চৌধুরীর কাছে চাইলেই পাবে। কুইক।'

'রাইট স্যার'—আহত আত্মাভিমান প্রকাশ পেলো মেয়েটির কণ্ঠস্বরে। লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলো সে ঘর থেকে।

মেয়েটিকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করে দুঃখ হলো রানার। কি করবে বেচারী। পুরুষ boss-কে সন্তুষ্ট রাখবার একটা পথই জানা আছে তার। পৃথিবীর সবাইকে যেমন দেখেছে, রানাকেও ঠিক তেমনি মনে করে একই উপায়ে খুশি করতে চেয়েছিলো সে। ভালো মাইনের লোভনীয় চাকরিটার নিরাপত্তা নির্ভর করে রানার ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর—এটা বুঝে নিয়ে খুশী করে রাখতে চেয়েছিলো রানাকে।

রানা কিন্তু ভালোমানুষ না। অনেক দোষত্রুটি আছে ওর চরিত্রে। কিন্তু ও ভয় করে নিজেকে অত্যন্ত। চাকরি-ভয়ে ভীতা একটা মেয়েকে বাগে পেয়ে সুযোগ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নয়।

ফাইলটা দেখেই চমকে উঠলো রানা। তাহলে এই ব্যাপার! আবার সেই ইন্ডিয়া? ঘন্টা তিনেক আগে মেজর জেনারেল রাহাত খানের আদেশ এসেছিলো ইন্টারকমে—'রানা, U-সেকশন থেকে ১৫/VII/৬৫ ফাইলটা আনিয়ে পড়ে দেখো। ফাইল নং: ১৫/VII/৬৫, আমি একটু ওপরওয়ালার অফিসে যাচ্ছি। অল্পক্ষণেই ফিরবো। তুমি অফিসেই থেকো—কথা আছে।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তখনই বুঝেছিলো রানা, বুড়োর মাথায় কোনো নতুন পোকা ঢুকেছে। ফাইলটা দেখেই বুঝতে পারলো আর একটা assignment তৈরি হচ্ছে তার জন্যে। আবার শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে তাকে এক বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। খুশি হয়ে উঠলো রানার মন।

ফাইলের পাতায় ডুবে গিয়েছিলো মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে সেটা ধরিয়ে নিতেও গিয়েছিলো ভুলে। শেষ পাতাটা উল্টাতেই হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দে চমকে উঠলো রানা। দেখলো ওর রনসন লাইটারের ছোট্ট চোয়ালটা হাঁ হয়ে আছে। রেহানার হাতে ধরা সেটা।

সিগারেটটা ধরিয়ে রানা বললো, 'Thank you.'

'You're welcome, Sir. আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

ফাইলটা বন্ধ করে কফির কাপে চুমুক দিলো রানা। তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে রেহানার দিকে চেয়ে বললো, 'অপূর্ব হয়েছে তো কফিটা! বানিয়েছে কে?'

'আমি।'

'চমৎকার! কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে রেহানা। ঐ বুড়োকে (ছাতের দিকে চোখের ইঙ্গিত করলো রানা) কোনোদিন কফি খাওয়াতে পারবে না।'

'কেন?' সত্যিই বিস্মিত হলো রেহানা। 'ওঁকে কফি খাওয়ালে কি হবে?'

'এক কাপ কফি খেলেই বুড়ো তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিজের স্টেনো করে নেবে। আর ঐ গোলাম সারওয়ার ভূতটা এসে পড়বে আমার ঘাড়ে।'

'তাহলে ভালোই হবে,' হেসে ফেললো রেহানা। সহজ হতে পেরে বেঁচে গেলো ও।

ঠিক এমনি সময়ে ইন্টারকমের মধ্যে থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন চাবুক মারলো রানাকে।

'ওপরে এসো রানা। আর এইসব প্রেমালাপ করবার সময় ইন্টারকমের সুইচটা অফ করে দিও।'

জিভ কাটলো রেহানা চোখ বড় বড় করে।

'সরি স্যার। এক্ষুনি আসছি স্যার।'—বলেই অফ করে দিলো রানা ইন্টারকমের সুইচ। যেন চুরি করে ধরা পড়েছে এমনি মুখের ভাব হলো রানার।

নিজের টাইপ রাইটারের সামনে বসে মুখটা হাঁ করে নিঃশব্দে হাসছিলো রেহানা রানার এই পর্যুদস্ত অবস্থায় আন্তরিক খুশি হয়ে জোরে হাসতে সাহস হচ্ছিলো না, পাছে রাহাত খান শুনে ফেলে। পিত্তি জ্বলে গেলো রানার তাই দেখে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো রানা রেহানার ডেস্কের সামনে। তারপর ধাঁই করে প্রচণ্ড এক কিল বসালো ডেস্কের ওপর। আধ হাত লাফিয়ে উঠলো টাইপ রাইটার।

'হাসছো কেন? ফাজিল মেয়ে কোথাকার! এতো হাসির কি আছে?'

রানার ছেলেমানুষি রাগ দেখে এবার উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলো রেহানা। তীব্র দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার প্রতি কপট অগ্নি বর্ষণ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো রানা ঘর থেকে।

সাততলার ওপর গোলাম সারওয়ারের কামরার মধ্যে দিয়ে গিয়ে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মেজর জেনারেল রাহাত খানের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। হাতলে হাত দিয়ে বরাবর যেমন হয় হঠাৎ বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠলো এক ঝলক রক্ত। অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ সামনে লোক পড়ে গেলে যেমন হয় তেমনি। ছুরির ফলার মতো শান দেয়া ক্ষীণ দীর্ঘকায় এই বুদ্ধিমান লোকটির তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভাবলেই কেন জানি রানার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে। এই বৃদ্ধকে সে কতোখানি ভালোবাসে কতো ভক্তি করে তা সে জানে; কিন্তু এতো ভয় যে কেন করে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না রানা।

মস্ত এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড রূমে একটা দামী সেক্রেটারীয়েট টেবিলের ওধারে পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারে সোজা হয়ে বসে একটা প্যাডের উপর খস্ খস্ করে কি যেন লিখছিলেন রাহাত খান। চোখ না তুলেই বললেন, 'বসো।'

একটা চেয়ারে বসে ঘরের চারধারে চেয়ে দেখলো রানা। মাস চারেক আগে যেমন দেখেছিলো প্রায় তেমনি ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে ঘরটা। বদলের মধ্যে এই টেবিলের ওপর কিং সাইজ চেস্টার-ফিল্ডের বদলে এক বাক্স হল্যাণ্ডের তৈরি Hudson Havana চুরুট। সুপ্রতিষ্ঠিত অভিজাত চেহারায় এতোটুকু পরিবর্তন নেই। তেমনি ধবধবে সাদা ইজিপশিয়ান কটনের স্টিফ কলার শার্ট, সার্জের স্যুট আর বৃটিশ কায়দায় নট্ বাঁধা দামী টাই।

'হংকং এর Bal-khawk Assignment-এ আমাদের সাফল্যে চায়নিজ গভর্নমেন্ট এতোই সন্তুষ্ট হয়েছে যে পি. সি. আইকে কংগ্রাচুলেট করে বার্তা পাঠিয়েছে একটা। কিন্তু আমার ধারণা অতোখানি রিস্ক নেয়া তোমার উচিত হয়নি। ডক্টর হকের পুরো রিপোর্ট আমি

পড়ে দেখেছি। ছোরাটা আর এক ইঞ্চি বাম দিকে লাগলেই তোমার দুঃসাহসের ইতি হয়ে যেতো। যাক এখন বিশ্রামের প্রয়োজন আর নেই। F-সেকশন তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে সার্টিফাই করছে।'

রানা কোনো কথা বললো না। বুঝলো, এই কথাগুলো শানে এবার নতুন কাজের ভার নিতে হবে তোমাকে, প্রস্তুত হয়ে নাও। বাক্স থেকে একখানা সেলোফেন পেপার মোড়া সিগার বের করে সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান রনসন ভ্যারাফ্লেম গ্যাস লাইটার থেকে। দামী তামাক পাতার কড়া গন্ধ এলো নাকে।

'U-সেকশনের ঐ ফাইলটা পড়েছো? কি লিখেছে ওতে?'

'পড়েছি স্যার। সাংস্কৃতিক মিশন এসেছে কলকাতা থেকে গত বাইশ তারিখে। নাচ গান বাজনার জন্যে জনা পনেরো শিল্পী এবং দশ বারো জন টেকনিশিয়ান এসেছে স্টেজ ডেকোরেশন, মাইক এবং লাইট কন্ট্রোলের জন্যে। নামগুলো মনে নেই স্যার। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছে ওরা।'

'ব্যস! এই? আর কিছু চোখে পড়েনি তোমার?'

'আর একটা ব্যাপারে একটু খটকা লেগেছে স্যার। ঢাকার পরেই চিটাগাং যাওয়া উচিত ছিলো ওদের। তা না গিয়ে ওরা গেছে খুলনায়। তারপর যশোর। ওদের প্রোগ্রাম দেখছি: খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং দিনাজপুর। অর্থাৎ আগাগোড়া পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে বা পশ্চিম-বঙ্গের পূর্ব সীমান্তে।' রাহাত খানের মুখের দিকে চেয়ে রানা দেখলো একটা প্রশংসো-সূচক সূক্ষ্ম হাসির রেখা। রানা তাঁর দিকে চাইতেই মিলিয়ে গেলো হাসিটা।

'বেশ। এখন বলো দেখি অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো যখন দৈনিক চার-

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পাঁচ ঘণ্টা চিৎকার করে পৃথিবীর কাছে নালিশ জানাচ্ছে আমরা কাশ্মীরে infiltrator ঢুকিয়েছি, ছত্রী সৈন্য এবং স্যাবোটিয়ার পাঠিয়েছি শ্রীনগরে, কাশ্মীরে মুক্তি-সংগ্রামীরা আসলে পাকিস্তানী সৈন্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি ; ঠিক সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন পাঠাবার পেছনে কি মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? নিশ্চয়ই এদের কোনো বিশেষ মতলব বা স্বার্থ লুকোনো আছে এর পেছনে। তাই না ?' পায়ের ওপর পা তুলে একটু আরাম করে বসলেন রাহাত খান।

'অসম্ভব নয়।' উত্তর দিলো রানা।

'কী সেই স্বার্থ তাই বের করতে হবে তোমাকে।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ। এ কাজের ভার ছিলো আমাদের খুলনা এজেন্ট রহমানের ওপর। সে এদের সঙ্গে আঠার মতো লেগে গিয়েছিলো। হয়তো কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছিলো। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক আগে খবর এসেছে তাকে কেউ নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। যশোর এয়ারপোর্টের কাছে একটা ঝোপের ধারে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

'আমাদের রহমান।' অবাক হয়ে গেলো রানা। রহমানের প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের লোক মেরে যাবে এ কেমন কথা !

রানার চোখে সংকল্প দেখতে পেলেন রাহাত খান। কয়েক সেকেণ্ড সময় দিলেন ওকে সামলে নেবার জন্যে। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন আবার। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, 'কাল দশটার ফ্লাইটে তুমি যাবে ঈশ্বরদি। টিকেট বুক করা হয়ে গেছে। ওখান থেকে ট্রেনে যাবে কুষ্টিয়া। তোমার নাম জহিরুল ইসলাম, এ. পি. পি-র

ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার। আইডেন্টিটি কার্ড এবং অন্যান্য টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস সকালে তোমার বাসায় পৌঁছে যাবে।'

'ঠিক কি ধরনের কাজ হবে আমার স্যার ?'

'ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। সোহেলকে পাবে ডাক-বাংলোর বয়-বেয়ারাদের মধ্যে। ও তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে। আমার যতোদূর বিশ্বাস, একটা ভয়ানক প্ল্যান এঁটেছে ওরা এবার। অনেক ঝাঁটঘাট বেঁধে নেমেছে ওরা। আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে কতো সাংঘাতিক আঘাত আসছে আমাদের দেশের ওপর তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ডিফেন্স সেক্রেটারী তো আমার অনুমান শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি খাওয়াতে বললেন আমাকে।'—বিরক্তিতে কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে গেলো রাহাত খানের। 'কিন্তু তুমি তো আমাকে চেনো রানা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান। তারপর ইলেকট্রনিক কমপিউটারের সামনে গিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন। কয়েকটা বাতি জ্বললো নিভলো ঘড়্ ঘড় শব্দ হলো ওর ভেতর থেকে। আধু-নিকতম গিরটকায় কমপিউটার প্রয়োজনীয় কথাটা টাইপ করে দিলো। কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে রানার হাতে দিয়ে রাহাত খান বল-লেন, 'কলকাতা থেকে এই ইনফরমেশন এসেছে।'

রানা চোখ বুলালো কাগজটার ওপর। তাতে লেখা :

Something serious cooking up in Titagarh called 'Operation Goodwill.'—the Mission is connected with it, H leading the group

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো রানার কথা ক'টা পড়ে।

'ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছো এবার?' রানা মাথা নাড়লে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান। 'H যেখানে দলপতি হয়ে এসেছে সেখানে রহমানকে দেয়া আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিলো। বিপদের জন্যে আমাদের রহমানও প্রস্তুত ছিলো—কিন্তু মৃত্যুর জন্যে কে কখন প্রস্তুত থাকে? একটু কোথাও ভুল করেছে—ব্যাস...'

ডানহাতটা উপুড় করে রাখা ছিলো টেবিলের ওপর, তিন ইঞ্চি ওপরে উঠিয়ে কব্জি থেকে সামনেটুকু ডান দিকে দ্রুত একবার ঝাঁকালেন রাহাত খান। অর্থাৎ—খতম।

'কাজেই সাবধান। রহমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো আমরা। চুপচাপ হজম করে যাবো না। কিন্তু প্রথমে ওদের উদ্দেশ্য জানা দরকার। ও হাঁ, ভালো কথা। Young Tiger's এর নাম শুনেছো?'

'ইদানীং বেশ শোনা যাচ্ছে এদের নাম স্যার। কতকগুলো বড় লোকের ছেলে।'

হাঁ। পূর্ব পাকিস্তানে সব বাঘা বাঘা শিল্পপতিরা মিলে করেছে Tigers Club—আর তাদের বখে যাওয়া অপদার্থ ছেলেরা মিলে গড়েছে Young Tigers কোটিপতি বাপের টাকার জোরে মদ জুয়া মেয়েমানুষ নিয়ে যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে। ওদের কয়েকটা অপকর্মের কথা আমার পর্যন্ত কানে এসেছে। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি টাকার জোরে আইন গায়েব। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন নানান অপকৌশলে (ঘুষ, মদ, নারী) ভালো ভালো এক আধটা ইণ্ডাস্ট্রি বাগিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। যশোর থেকে খবর এসেছে কয়েকজন Young Tigers এই মিশনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। ওদের একজন নর্ত-

কীর ওপর নাকি তাদের চোখ। ওদের আণ্ডার এস্টিমেট করো না। প্রয়োজন হলে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করো না। আমার সমর্থন থাকবে তোমার পেছনে। এখন তোমার কোনো প্রশ্ন আছে?'

'না, স্যার।'

কেন জানি রানার মনে হলো কোনো কারণে রাহাত খান ভেতর ভেতর বড় উদ্বিগ্ন এবং বিরক্ত। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন পছন্দ করেন না রাহাত খান। H-এর কুটিলতা এই উদ্বেগের কারণ হবে। রহমানের মৃত্যু হয়তো কুরে কুরে যন্ত্রণা দিচ্ছে ওকে।

প্যাড থেকে একটা কাগজ টান দিয়ে ছিঁড়ে চার ভাঁজ করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'এতে যা লেখা আছে কাল প্লেনে উঠে তারপর পড়বে। আজ সাতাশে আগস্ট—ওরা আছে যশোরে, কুষ্টিয়ায় থাকবে আটাশ-ঊনত্রিশ, রাজশাহীতে ত্রিশ-একত্রিশ, দিনাজপুরে পয়লা-দোসরা। কথাগুলো মনে রেখো। আর কেবল বিপদ নয়, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থেকো। ব্যাস আর কোনো কথা নেই, যেতে পারো।'

আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো মাসুদ রানা ঘর থেকে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তিন

২৮শে আগস্ট, ১৯৮৫

মোখলেস এসে খবর দিলো ট্যাক্সি এসে গেছে। অর্থাৎ, এবার দয়া করে গাত্রোত্থান করুন।

'তুই আমার স্যুটকেসটা তুলে দে তো গাড়ির পেছনে,' রানা বললো।

'দিয়েছি স্যার।'

'তবে যা ভাগ এখান থেকে। চা খেয়েনি—দাঁড়াতে বল্ ড্রাইভারকে।'

রানাকে দেখেই লাফিয়ে ট্যাক্সির ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এলো ড্রাইভার। বেঁটে-খাটো হাসি-খুশি চেহারার লোকটা। ঢিলা খাকি কোর্তার বুক পকেট দুটো ফুলে আছে রুমাল, লাইসেন্স, টাকা পয়সা, কিংস্টর্ক সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, চিরুনী আর হরেক রকম হাবিজাবি কাগজে। ময়লা পাজামার ততোধিক ময়লা ফিতে ঝুলছে হাঁটুর কাছে। পায়ে প্রচুর ঝড়-ঝাপটাতেও টিকে থাকা একটা থ্যাবড়া নাকের লেস-হীন জুতো। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। সামনের দিকে একটা দাঁত নেই—সেই ফাঁকের মধ্যে একটা খেলাল

ধরা। মিলিটারী কায়দায় খটাং করে এক স্যালিউট লাগিয়ে দিলো সে রানাকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে। 'থুক' করে মুখ থেকে খেলালটা ফেলে দিয়ে ফোকলা হাসি দিলো একটা।

'আরে হুজুর আপনে! আপনেরে বিচরাইতে বিচরাইতে তো একেরে পেরেসান হোয়া গেছি গা।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখলো সে রানাকে। 'আমি দিলে ভাবি, মানুষটা গেলো কই? একেরে গায়েব হোয়া গেলো গা? ইমুন সাংগাতি পাওলানটারে হালায় একুখি চাটকান মাইরা রাবিস বানাইয়া ফালাইল। হিকমতটা কি—আরিব্বাপরে বাপ!'

রানাকে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বললো, 'আরে উইঠ্যা পরেন হুজুর, খামোস খায়া খারোয়া রইলেন কেলেগা।'

এমন বিচিত্র ভাব সংমিশ্রিত আকস্মিক অভ্যর্থনায় অবাক হয়ে গিয়েছিল রানা। ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসলো সে। তারপরই মনে পড়লো সেই ঘটনার কথা। মাস ছয়েক আগে রাত প্রায় এগারোটার দিকে সাভার আর নয়ারহাটের মাঝামাঝি জায়গায় জঙ্গলের ধারে এর গাড়ি আটক করেছিলো একদল দুর্বৃত্ত। রানা আসছিলো মানিকগঞ্জ থেকে। দূর থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে হেড লাইট অফ করে গিয়ার নিউট্রাল করে নিঃশব্দে একেবারে কাছাকাছি এসে থেমে ছিলো রানা। প্রাণভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলো ড্রাইভার। ছোরা মারার ঠিক আগের মুহূর্তে যমদূতের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো রানা সর্দারের ওপর। বেশ মারপিটও হয়েছিলো। বেগতিক দেখে পালিয়েছিলো দুর্বৃত্তরা। প্রাণ রক্ষা পেয়েছিলো (কী যেন নাম বলেছিলো—ও হ্যাঁ) ইদু মিঞা। সেই কৃতজ্ঞতা এই খাস ঢাকাইয়া স্ফূর্তির মনে যে এমনি উজ্জ্বল হয়ে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

থাকবে ভাবতেও পারেনি রানা।

'কেমন আছো ইদু মিঞা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'দিমুন দোয়া করছেন হুজুর।' বলেই স্টার্ট দিলো ইদু মিঞা গাড়িতে। ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে ক্লাচটা ছাড়ার কায়দা দেখেই বুঝলো রানা, পাখোয়াজ ড্রাইভার।

হঠাৎ চোখ পড়লো রানার দরজায় দাঁড়ানো রাঙার মার ওপর। মুখের দিকে চেয়েই বুঝলো রানা, অনর্গল দোয়া দরূদ পড়ছে বুড়ি। গত রাতে জিনিসপত্র গোছগাছ করা দেখেই কয়েক রাকাত নামাজ বেড়ে গেছে বুড়ির। সাধে আর মোখলেস ওকে 'রানার মা' বলে খেপায় না। কোথায় যেন ওর মৃত মায়ের সঙ্গে মিল আছে এই স্নেহ-ময়ী বৃদ্ধার। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে যাচ্ছিলো, সচেতন হয়ে সামলে নিলো রানা।

'রাতের বেলা আর সাভারের দিকে যাও না তো ইদু মিঞা?'

'তোবা, তোবা। এই জিন্দেগীর মোদে তো আর না। আইজ বোলো বচ্ছর ডাইবোরি করতাছি হুজুর, যাই নাইক্কা। আর উই দিনকা যে কি অইলো—হালায় এউগা পাসিঞ্জার, আমাগো মাহাল্লারই কন্টে-কদার...' হঠাৎ থেমে গিয়ে কণ্ঠস্বর নামিয়ে ইদু মিঞা বললো, 'আপ-নের পিছে আই, বি, লাগছে হুজুর!'

'কি করে বুঝলে?' ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'এউগা মার্সিডিস আইতাছে পিছে পিছে। পুরানা পল্টন থেইকা লাগছে পিছে! খারোন সাব, টাইম তো আছে। সিজিল কইরা দেই হালারে।'

হেয়ার রোড দিয়ে বেরিয়ে সাকুরার সামনে উঠে ডান দিকে না গিয়ে বাঁয়ে চললো ইদু মিঞা। রেডিও পাকিস্তান ছাড়িয়ে রিয়ার ভিউ

মিররের দিকে চেয়ে বললো, 'আইতাছে।'

শাহবাগের ঝর্ণাটা চট্ করে ঘুরেই আবার এয়ারপোর্টের দিকে চলতে থাকলো ট্যাক্সি।

'চেহারাটা দেইখা রাখেন হুজুর।'

ওয়ান ওয়ে রোড। আত্মগোপন করার উপায় নেই। কালো মার্সিডিস বেঞ্জের ড্রাইভিং সীটে বসে গোঁপদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো সানগ্লাস পরা একজন ফর্সা লোক সোজা সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। এক নজরেই রানা বুঝলো লোকটা ভারতীয় গুপ্তচর।

যখন সত্যিসত্যিই পেছনের গাড়িটাও ঝর্ণা ঘুরে এয়ারপোর্ট রোড ধরলো তখন দ্রুত একটা বালি ভরা ট্রাককে ওভারটেক করে পেট্রল পাম্প ছাড়িয়ে হাতির পুলের দিকে মোড় নিলো ইদু মিঞা। পাওয়ার হাউসের পাশ দিয়ে যেতে বাতাসে ভেসে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় সামনের উইণ্ডস্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেলো। ওয়াইপারটা চালু করে দিয়ে প্রায় এক লাফে পার হয়ে গেলো পুলটা ইদু মিঞার ট্যাক্সি। পুল থেকে নেমেই ডান দিকে মোড় ঘুরে নানান গলি ঘুঁচি পেরিয়ে গ্রীন রোডে গিয়ে পড়লো এবার ওরা। তারপর সোজা এয়ারপোর্ট।

ফার্মগেটের কাছে এসেই গাড়ি থামিয়ে মিটার ডাউন করে নিলো ইদু মিঞা যাতে এয়ারপোর্ট থেকে যে নতুন প্যাসেঞ্জার উঠবে তার ঘাড়ে কিছু পয়সা আগে থেকেই উঠে থাকে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছেই রানা দেখলো কালো মার্সিডিস বেঞ্জটা নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে NO PARKING লেখা একটা সাইনবোর্ডের নিচে। এতো চালাকি খাটলো না দেখে ইদু মিঞার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চাপা গলায় বললো, 'হুজুর, নামলেই অ্যারেস্ট করবো আপ-নারে। অখনও টাইম আছে। কন তো ভাইগা যাই গা।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রানা মনে মনে হাসলো। ইদু মিঞা তাকে হয় ক্রিমিন্যাল নয় কমিউনিস্ট ঠাউরে নিয়েছে। মুখে বললো, 'না, তার দরকার নেই। ভালো গাড়ি চালাও তুমি ইদু মিঞা।'

দু'জন পোর্টার এসে রানার স্যুটকেস নিয়ে গেলো ওজন করে ট্যাগ লাগাতে। দুটো দশ টাকার নোট বের করে ইদু মিঞার দিকে বাড়িয়ে দিলো রানা। আধ হাত জিভ করে কয়েকবার মাথা নাড়ালো ইদু মিঞা।

'ট্যাকা দিয়া আমার ইজ্জতটা পাংচার কইরেন না হুজুর। এর থেইকা দুইটা জুতার বাড়ি মাইরা যানগা।' আহত অভিমান ওর কণ্ঠে।

এই সূক্ষ্ম মান অপমান জ্ঞান সম্পন্ন ঢাকাইয়া কুট্টিকে আর বেশি না ঘাঁটিয়ে বুকিং কাউন্টারের দিকে এগোলো রানা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকের টেলিফোন-বুথের দরজাটা ফাঁক করে দেখলো সেই সান গ্লাস পরা শ্রীমান ডায়াল ঘোরাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে। মাল ওজন করিয়ে Identification Tag এবং টিকেট দেখিয়ে সরু Boarding Pass নিলো রানা।

'অ্যাটেনশন, ইওর অ্যাটেনশন প্লিজ। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স্ অ্যানাউন্সেস্ দ্য ডিপারচার অফ ইট্স্ ফ্লাইট পি-কে ফাইভ-টোয়েনটি-ওয়ান টু ঈশ্বরদি। প্যাসেঞ্জারস্ অন বোর্ড প্লিজ। থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

খনখনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

প্লেনে উঠে একটা চেনা মুখও দেখতে পেলো না রানা। খুশিই হলো মনে মনে। মাঝামাঝি জায়গায় জানালার ধারে বসে সীট বেল্ট বেঁধে নিলো রানা, তারপর খুললো রাহাত খানের দেয়া কাগজটা। শুধু একটা লাইন লেখা :

DON'T HESITATE TO RILL

আকাশে উঠে গেলো ফকার-ফ্রেণ্ডশিপ। হলুদ রোদ বিছিয়ে পড়েছে অনেক নিচে সবুজ মাঠের ওপর।

ছোট্ট শহর কুষ্টিয়া। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তৈরির পর থেকে মিউনিসিপ্যালিটি বোধহয় মানুষকে টিকে দিয়েই আর ফুরসত পাচ্ছে না—রাস্তার গায়ে যে স্থায়ী বসন্তের দাগ পড়ে গেছে, সেদিকে লক্ষ্যই নেই। যানবাহনের মধ্যে রিকশাই একমাত্র ভরসা।

খোলা অবস্থায় চললে নির্ঘাত ছিটকে পড়বে রাস্তার ওপর, তাই হুড্ তুলে দিয়ে চাঁদিতে খটাং খটাং বাড়ি খেতে খেতে চললো রানা রিকশায় চেপে।

ডাকবাংলোতে সৌভাগ্যক্রমে একখানা ঘর খালি ছিলো, পেয়ে গেলো রানা। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো অন্যান্য ঘরগুলোতে বিশ্রাম করছে সকালের ট্রেনে যশোর থেকে আসা কলকাতার সাংস্কৃতিক মিশনের শিল্পীবৃন্দ।

স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিবে মনে করে স্যুটকেস থেকে কাপড়, টাওয়েল আর সাবান বের করে নিয়ে অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখলো রানা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু ধাকাধাক্কি করে বুঝলো ভিতর থেকে ছিট্‌কিনি লাগানো। মিনিট পাঁচেক পরে খুট্ করে বল্টু খোলার শব্দ পাওয়া গেলো। আরও দু'মিনিট পার হয়ে গেলেও যখন কেউ বেরিয়ে এলো না, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে রানা গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। ওটা পাশাপাশি দুটো ঘরের কমোন-বাথরুম। পাশের ঘরের ভদ্রলোক কাজ সেরে এদিকের বল্টু খুলে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মিনিট দশেক শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করে পরিতৃপ্ত মাসুদ রানা গুনগুন করতে করতে বেরিয়ে এলো বাথরূম থেকে ওদিকের বল্টুটা খুলে দেবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো রানার। দরজা খুলেই দেখলো বিশ-বাইশ বছর বয়সের অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। মুখে এক ফোঁটা মেক-আপ নেই, শুধু কপালে একটা লাল কুমকুমের টিপ। খোলা এলো-চুল। চোখ দুটো একটু ফোলা—এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হচ্ছে। পরনে হাল্কা নীল আর্গাণ্ডির ওপর সাদা ছাপ দেয়া সাধারণ শাড়ি। সাংস্কৃতিক মিশনের কোনো শিল্পী হবে হয়তো। চোখ দুটো ঝলসে যাবার জোগাড় হলো রানার মেয়েটির একই অঙ্গে এতো রূপ দেখে।

'ভেতরে আসুন।' বললো রানা।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি দুঃখিত।' পরিষ্কার বাংলায় বললো মেয়েটি। কথা ক'টা যেন নিক্তি দিয়ে ওজন করা। একটু ফ্যাসফেঁসে মেয়েটির কণ্ঠস্বর। যেন অনেক বাধা পেরিয়ে বেরোচ্ছে শব্দটা। কিন্তু তীক্ষ্ণ অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে সে স্বরে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেলো না তার। চোখে মুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ।

এক সেকেণ্ডে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো সব কিছু। ও বললো, 'আর আপনাকে দুঃখিত অবস্থায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে আমি বিস্মিত, তারপর চিন্তিত এবং সবশেষে একান্ত লজ্জিত। এক্ষুনি আমি বল্টু খুলে দিচ্ছি বাথরূমের। আর এই জোড়হাত করে মাফ চাইছি—জীবনে আর কোনোদিন এমন কাজ

করবো না।'

হেসে ফেললো মেয়েটি। রানার ভণ্ডামি দেখে রাগ জল হয়ে গেলো তার।

'বেশ লোক তো আপনি! ইচ্ছে করেই ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেছিলেন নাকি?'

'না। সত্যি বলছি, ভুলে। ছি ছি ছি, দেখুন তো, আপনাকে কতো অসুবিধের মধ্যে ফেললাম!' আন্তরিক লজ্জিত হলো রানা।

'আপনি কি করে বুঝলেন আমি পাশের ঘরেই আছি এবং এই কারণেই এসেছি?'

'দেখুন আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ। ভয় পেলে কেন জানি আমার বুদ্ধি খুলে যায়। আপনার অমন মারমুখো মূর্তি দেখেই ভড়কে গিয়ে আমার মাথাটা খুলে গিয়েছিল। আর তাছাড়া—'

'মিত্রা!' একটা ভয়ানক গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

চমকে উঠে রানা চেয়ে দেখলো একজন লোক এগিয়ে আসছে বারান্দা ধরে। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে—ঠিক কতো বোঝা যায় না। পরনে শান্তিপুরী ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবী—কালো জহর কোট চাপানো তার ওপর। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, আর সারাটা মাথা জুড়ে চকচকে টাক। অদ্ভুত ফর্সা গায়ের রঙ। বড় বড় কানের ফুটো। দেহের সঙ্গে বেমানান প্রকাণ্ড গোল মাথাটা কাঁধের ওপর চেপে বসে আছে—ঘাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। আরেকটু কাছে আসতেই রানা লক্ষ্য করলো পূর্ণিমার চাঁদের সমান গোল মুখটায় দাড়ি, গোঁফ, ভুরু, কিছু নেই—বোধহয় কোনোদিন ওঠেই নি; কিম্বা ঝরে পড়েছে Alopeciatotalis রোগে। ছোট ছোট লম্বাটে হলুদ মঙ্গোলিয়ান চোখ দুটো নিষ্প্রভ, অভিব্যক্তিহীন। লালচে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পুরু ঠোঁট দুটো ঘেন্না ধরায়। মুখের দুই কোণে আবার ঘায়ের চিহ্ন। সবটা মিলিয়ে অদ্ভুত রকমের চেহারা লোকটার। এক নজরেই অপছন্দ করলো রানা লোকটাকে। লোকটার চারপাশে একটা অশুভ ছায়া দেখতে পেলো সে। বিপদ, ভয় আর অমঙ্গলের প্রতীক যেন লোকটা।

জিভ দিয়ে বাঁ দিকের ঘা-টা ভিজিয়ে নিয়ে মিত্রার দিকে চেয়ে সে বললো, 'এখানে কি করছো মিত্রা, ঘরে যাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নিচু করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো মিত্রা। এবার রানার ওপর চোখ পড়লো লোকটির। ভয়ঙ্কর হলুদ দৃষ্টি মেলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে রানাকে। সাপের মতো পলকহীন সে দৃষ্টি। অস্বস্তি বোধ করলো রানা সেই ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে রানা বললো, 'আমার নাম...'

'তরিকুল ইসলাম। এ. পি. পি.-র ফটোগ্রাফার।' রানার বক্তব্য নিজেই বলে দিলো লোকটা। 'আর আমার নাম জয়দ্রথ। জয়দ্রথ মৈত্র। এই শুভেচ্ছা মিশনের অধিকারী। পরে ভালো করে আলাপ হবে মিঃ ইসলাম—এখন আমি একটু ব্যস্ত।'

ডান দিকের ঘা টা চেটে নিয়ে ধীর পায়ে চলে গেলো জয়দ্রথ মৈত্র। রানাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। এতক্ষণ যেন ভূতে ভর করেছিলো ওর ওপর।

বাথরূমের দরজাটা খুলে দিয়ে একটা ইজি চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিলো রানা। তারপর একটা সিনিয়র সার্ভিস ধরিয়ে চোখ বুজে মারলো কষে লম্বা টান। জয়দ্রথ মৈত্রের চেহারাটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। তাহলে এই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সেই ভয়ঙ্কর H—যার সঙ্গে সংঘর্ষে বহু পাকিস্তানী দুঃসাহসী

সিক্রেট এজেন্টকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়েছে। অথচ একটি আঁচড়ও পড়েনি এর গায়ে। অদ্ভুত বুদ্ধিমান এবং কৌশলী এই H সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মেজর জেনারেল রাহাত খান পর্যন্ত সমীহ ভাব প্রকাশ না করে পারেন না। দুর্দান্ত এই ভয়ঙ্কর লোকটির পাশে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হলো রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে এই ভাবটা দূর করবার চেষ্টা করলো মাসুদ রানা। মিত্রার কথা ভাবতে চেষ্টা করলো। এই মেয়েটি কি শুধুই শিল্পী হিসেবে এসেছে, না এ-ও স্পাই? গানের শিল্পী, না নাচের? নাকি চেহারা ভালো বলে ধরে এনেছে—কোরাস গাইবে? অথবা অ্যানাউন্সারও হতে পারে। পুরো নামটা কি মেয়েটার? মিত্রা চৌধুরী? মিত্রা ব্যানার্জী? মিত্রা সেন গুপ্তা বা ঠাকুরতা? কিম্বা নাগ, ভৌমিক, রায়, চক্রবর্তী, মুখোপাধ্যায়...

হঠাৎ একটু খুট করে আওয়াজ হতেই রানা চেয়ে দেখলো সোহেলের উজ্জ্বল দুই চোখ। এতদিন পর রানাকে পেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত। কাঁধে একটা দেড় টাকা দামের ছোট্ট টাওয়েল। বয়-বেয়ারার সাদা ড্রেস পরা। কোমরের বেল্টে পিতলের মনোগ্রামে লেখা KUSHTIA REST HOUSE.

'কি নাম হে তোমার ছোকরা?' খুব ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করলো রানা।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরে চোখ পাকিয়ে প্রথমে ঘুসি দেখালো সোহেল, তারপর বিনয় বিগলিত কণ্ঠে বললো, 'আজ্ঞে, রাখাল দাশ। 'চার নম্বর' বললেও ডাকতে পারেন।' বুকে আঁটা নম্বর দেখালো সে।

'বেশ, বেশ। ঘরটার চট করে ঝাড়ু লাগিয়ে দাও তো বাবা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রাখাল। বড় নোংরা হয়ে আছে।' চোখ টিপলো রানা ; ভাবটা কেমন জব্দ!

সোহেল দেখলো ওকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে খুব একহাত নিচ্ছে রানা। হেসে ফেললো সে। বললো, 'আজ্ঞে, এখন ঝাঁট দিলে ধুলোয় টিকতে পারবেন না। আপনি বাইরে যাবার সময় চাবিটি দিয়ে যাবেন পরিষ্কার করে দেবো সব নোংরা।'

'তাই দিয়ো। এখন চা-টা কি খাওয়াবে খাওয়াও দেখি জলদি। সন্ধ্যের দিকে একটু বাইরে যাবো ঘণ্টা খানেকের জন্যে।'

ইঙ্গিতটা বুঝলো সোহেল। বাইরে মানে সোহেলের বাংলো। হেড অফিসের সঙ্গে কথা আছে বোধহয়। নীরবে বেরিয়ে গেলো সে ঘর থেকে।

হাঁটার সময় সোহেলের ডান হাতটা দুলছে, বাঁ হাতটা স্থির হয়ে রয়েছে দেখে হঠাৎ তীব্র একটা বেদনা বোধ করলো রানা। একসময় রাহাত খানের সবচাইতে প্রিয়পাত্র ছিলো ওরা দুজন। বক্সিং, যুযুৎসু, পিস্তল ছোঁড়া, শক্তি, বুদ্ধি, সাহস, সব ব্যাপারেই দুজন কেউ কারও চেয়ে কম যেতো না। নিজেদের মধ্যে যেমন ছিলো ওদের তীব্র প্রতিযোগিতা তেমনি ছিলো গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু ভাগ্য সোহেলের বিরূপ। একবার একটা Assignment-এ চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পাথরে পা পিছলে টাল সামলাতে না পেরে চাকার তলায় কাটা পড়লো বাম হাত। একেবারে ছাঁটাই না করে বিপজ্জনক কাজ থেকে সরিয়ে ওকে যশোর-কুষ্টিয়া জাঞ্চের হেড করে দিয়েছেন রাহাত খান। কে জানে, হয়তো রানারও একদিন এমনি অবস্থা হবে। নিজের অজান্তেই ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রানার বুক চিরে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রে-তে করে এক পট চা আর কিছু বিস্কিট

নিয়ে ফিরে এলো সোহেল। রানার পাশে টিপয়টা টেনে দিয়ে সেগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে চাপা গলায় বললো, 'তোকে চিনে ফেলেছে ওরা রানা! আমার যন্ত্র বিশ্বাস জেনে গেছে ওরা তোর পরিচয়। জয়দ্রথ মৈত্রের কাছ থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে ওদের দলের একজন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাইকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে খুব সম্ভব। আমি এখনও ওদের সন্দেহের বাইরে আছি। হিন্দু বলে বিশেষ ফেভারও পাচ্ছি।' একটা চাবি বের করলো সোহেল পকেট থেকে। 'এই নে আমার ওয়ারলেস রূমের চাবি। আমি সন্ধ্যের সময় বেরোতে পারবো না। তুই সোজা রেল-স্টেশনে চলে যাবি। ওখান থেকে আমার লোক তোকে নিয়ে যাবে আমার বাড়িতে। রাতে আমি নজর রাখবো, আর হঠাৎ যদি দরকার মনে করিস, এই বেলটিপে দিস। আজই সকালে লাগিয়েছি।' খাটের পায়ায় লাগানো গোপন কলিং বেলের সুইচ দেখিয়ে দিলো সোহেল।

'বেশ জমিয়ে নিয়েছিস দেখছি দোস্ত!' সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইলো রানা ওর দিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে জুড়ে দিলো, 'দেখিস, ভুলে যাস না আবার, আমি বেরিয়ে গেলেই ঘরটায় একহাত ঝাড়ু লাগিয়ে দিস বাবা!' চোখে মুখে দুষ্টামীর হাসি রানার।

'যা-যা, বাজে বকিস না। ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। পিঠটা ব্যাঁকা হয়ে গেছে আমার। আর ঝাড়ু দেবো না, শালা ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দেবো।'

বেরিয়ে গেলো সোহেল। আবার রানার চোখে পড়লো বাম হাতটা স্থির হয়ে ঝুলছে সোহেলের। কিন্তু দমে যায়নি সোহেল। তেমনি হাসি খুশি চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দুই চোখ। হার মানেনি সে ভাগ্যের কাছে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

সেই রাতে মিত্রা সেন সত্যিই মুগ্ধ করলো রানাকে। নৃত্যকলাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দিলো সে এই প্রথম। কিন্তু নাচের শেষে অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হলো রানাকে। পরিষ্কার ঘৃণা প্রকাশ পেলো মিত্রার ব্যবহারে। আহত রানা বুঝলো, সত্যিই ধরা পড়ে গেছে সে। ঢাকা এয়ারপোর্টের সেই সানগ্লাস পরা ছোকরাকে অবজ্ঞা করা তার উচিত হয়নি।

চার

২৯শে আগস্ট, ১৯৬৫

অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। ঠিক বিড়ালের মতো চোখ মেলে চাইলো রানা। ঘুমের লেশমাত্র নেই সে চোখে। যেন জেগেই ছিলো এতক্ষণ। আবছা একটা ধস্তাধস্তির শব্দ এলো কানে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলো রানা বিছানার ওপর। আন্দাজে বুঝলো শব্দটা আসছে মিত্রা সেনের ঘর থেকে।

নিঃশব্দে বাথরুমের ছিটকিনি খুলে পা টিপে টিপে মিত্রার ঘরের এদিকের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো রানা। মৃদু আলো আসছে মিত্রার ঘর থেকে। একটা ফুটোয় চোখ রেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো সে। চোখটা একবার কচলে নিয়ে আবার রাখলো ফুটোতে। সেই একই

দৃশ্য। টেব্‌ল্‌ ল্যাম্পটা মাথা নিচু করে জ্বালানো আছে টেবিলের ওপর। সেই আলোয় দেখা গেলো চারজন গুণ্ডামার্কা মুখোশধারী লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে মিত্রা সেন। মুখে রুমাল পুরে চিৎকারের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আগেই। এবার দু'হাত পেছনে নিয়ে দুই কনুই একসঙ্গে টেনে বেঁধে ফেলা হলো। আঁচল খসে পড়ে শাড়িটা লুটোপুটি খাচ্ছে মাটিতে। কিন্তু সমানে পা চালাচ্ছে মিত্রা। সামনের লোকটার তলপেট বরাবর ঝেড়ে একটা লাথি মারলো সে। দু'পা পিছিয়ে গেলো লোকটা। হঠাৎ পাশ থেকে ছুরি হাতে একজন লোক এগিয়ে এসে বাঁ হাতে ব্লাউজটা ধরে একটানে ছিঁড়ে ফেললো। তারপর বুকের ওপর চোখা ছুরিটা মারাত্মক ভঙ্গিতে ঠেসে ধরে নিচু গলায় কানের কাছে কিছু বললো। স্থির হয়ে গেলো মিত্রা সেন। আর বাধা দেবার চেষ্টা করলো না। চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত। নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে জল গড়িয়ে পড়লো ওর চোখ থেকে।

ছিট্‌কিনির অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে জোরে একটা লাথি মারলো রানা বাথরুমের দরজায়। খুলে গেলো কপাট। কেউ কিছু বুঝবার আগেই সামনের দু'জন লোক ধরাশায়ী হলো রানার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে। তৃতীয় জন ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো রানার ওপর। প্রথমে ছোরাসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেললো রানা, তারপর যুযুৎসুর এক প্যাঁচে আছড়ে ফেললো মাটিতে। এবার দুই হাঁটু জড়ো করে ঝপাং করে পড়লো ওর পেটের ওপর। 'হুঁক' করে একটা আওয়াজ বেরোলো ওর মুখ দিয়ে; নড়বার আর শক্তি রইলো না। কিন্তু রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই প্রথম আক্রান্ত একজন উঠে এসে পেছন থেকে সাপটে ধরলো রানাকে। চতুর্থ লোকটি এবার কোমর থেকে টান দিয়ে একটা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

থ্রোয়িং নাইফ বের করলো। মুখে বিজয়ীর হাসি।

'আব কাঁহা যাওগে উল্লুকে পাটঠে।'

রানার বুক বরাবর ছুরিটা ছুঁড়তে গিয়ে থমকে গেলো সে। যেন যাদুমন্ত্রের বলে পেছনের লোকটা রানার সামনে চলে এসেছে। একটু হলেই সেইম সাইড্ হয়ে যেতো। মাজার ওপর রানার প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে লোকটা গিয়ে পড়লো চতুর্থ জনের ওপর। টাল সামলাতে গিয়ে ছুরিটা পড়ে গেলো হাত থেকে মাটিতে। আর মাটিতে পড়তেই পা দিয়ে এক ঠেলা দিয়ে মিত্রা সেটাকে পাঠিয়ে দিলো ঘরের এক কোণে। খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো ভীষণ আকৃতির চতুর্থ লোকটা রানার ওপর। নাক বরাবর রানার গোটা দুই নক্-আউট পাঞ্চ খেয়ে সে ছিটকে পড়লো জানালার ধারে।

রানা চেয়ে দেখলো জানালার সবক'টা শিক বাঁকানো। এই পথেই প্রবেশ করেছে লোকগুলো। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে কখন সে টেরই পায়নি। কি করবে ভাবছে রানা, এমন সময় বাইরের অন্ধকার থেকে মস্ত একখানা ঢিল ছুটে এসে দড়াম করে লাগলো ওর কপালে। আঁধার হয়ে গেলো রানার চোখ। পড়ে যাচ্ছিলো, চেয়ারের হাতল ধরে সামলে নিলো। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে ফেললে চলবে না। এখন জ্ঞান হারালে নিশ্চিত মৃত্যু।

যেন বহুদূর থেকে কয়েকটা কথা কানে এলো রানার।

'সালা ডাকু হ্যায়। ভাগো। ভাগো স্যাবলোগ ইয়াহাঁসে!'

সেকেণ্ড দশেক পাঁজর বরাবর একটা ছুরির আঘাত এবং তীব্র এক ঝলক বেদনা আশা করলো রানা। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রানা। তখনও ঘুরছে মাথাটা। চেয়ে দেখলো চারজন মুখোশধারীই অদৃশ্য হয়ে

গেছে। মিত্রা ছাড়া ঘরে কেউ নেই। ছুটে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো রানা। বৃষ্টির ছাঁট লাগলো চোখে মুখে। একটু পরেই দেখলো বড় রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি সোজা উত্তর দিকে চলে গেলো সামনের অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত করে। মিত্রাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'চলে গেলো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

ঘরের এক কোণ থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে মিত্রা সেনের হাতের বাঁধন কেটে দিলো রানা। হাত ছাড়া পেয়ে প্রথমেই নগ্ন বুক দু'হাতে ঢাকলো মিত্রা। তখনও থর থর করে কাঁপছে সারা অঙ্গ। আলনা থেকে একটা ব্লাউজ টেনে ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে রানা। তারপর বললো, 'আপনি জামাটা পরে ফেলুন, আমি আপনার জন্যে একটু হুইস্কি নিয়ে আসছি।' বাথরুমের মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো রানা।

স্যুটকেস থেকে বোতল বের করে আধ গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিয়ে পাশের ঘরে এলো রানা। দেখলো কাপড় পরে বিছানার ওপর বসে আছে মিত্রা সেন আড়ষ্ট হয়ে।

'ঢুক করে একটু খেয়ে ফেলুন, আমি মৈত্র মশাইকে ডেকে আনছি।'

চট্ করে একবার রানার চোখের দিকে চেয়ে নিলো মিত্রা সেন। তারপর গ্লাসটা নিয়ে একহাতে নাক টিপে ধরে তিন ঢোকে খেয়ে ফেললো হুইস্কিটুকু। রানা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, কি মনে করে মিত্রা ডাকলো, 'শুনুন।'

'কি।'

'মৈত্র মশাইকে ডাকা যাবে পরে। এখন এই চেয়ারটায় বসুন

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তো, কপালটা অসম্ভব ফুলে গেছে, জলপট্টি লাগিয়ে দিই। তাছাড়া মৈত্র মশাই এসে এখন আহা-উহু ছাড়া আর কি করবেন?'

একটা রুমাল চার ভাঁজ করে এক মগ পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফোলা জায়গাটায় ধরলো মিত্রা, তারপর ভেজা রুমালটা কপালে বসিয়ে আরেকটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলো রানার মাথাটা।

'মৈত্র মশাইকে ডাকার কোনো দরকার নেই। বিপদগ্রস্ত ভদ্র-মহিলার পক্ষে নিরীহ শান্তিপ্রিয় ফটোগ্রাফারের কাছাকাছি থাকাই বেশি নিরাপদ।'

'ভাবছি, এই লোকগুলো কে। আপনি চেনেন এদের? আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো কোথায়?'

'আমি কিছু জানি না। কোনোদিন এদের দেখিনি।'

'সাধারণ গুণ্ডা বলেই তো মনে হলো। কিন্তু কোনো আভাসই পাননি আপনি এটা কেমন কথা?'

'এমনি কানাঘুষোয় শুনেছি, একটা বদমাইশের দল আছে, Young Tigers না কি একটা নাম—ওরা নাকি লোক লাগিয়েছে, সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওদের আড্ডায়। তেমন কোনো গুরুত্ব দিইনি এসব কথার।'

Young Tigers এর নাম শুনে একটু কঠিন হয়ে গেলো রানার মুখ। মুহূর্তেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, 'আপনার দলের কাউকে যদি ডাকতে বলেন তো ডেকে দিতে পারি। আর নইলে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আমার ঘরে যাই। রাত এখনও অনেক বাকি আছে, এভাবে গল্প করলে কাটবে না।'

উঠে দাঁড়ালো রানা। তখনও ঝমঝম অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। কাছেই কোনো পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে ক্যাঁ-কোঁ, ক্যাঁ-কোঁ একঘেয়ে সুরে।

বিজলী চমকে উঠলো আকাশ চিরে।

মিত্রাও উঠে দাঁড়ালো।

'কেমন লোক আপনি? এই ঘরে একা আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছেন যে বড়! একা কি করে থাকবো আমি এই জানালা ভাঙা ঘরে?'

একটু ভেবে নিয়ে রানা বললো, 'বেশ তো, আপনি আমার বিছা-নায় গিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। আমি না হয় এই ঘরে আপনার পাহারায় থাকবো।'

'আমার এমনিতেই আজ রাতে আর ঘুম আসবে না। আসুন না, আপনার ঘরে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিই রাতটা?'

'না। আপনার ঘুম না এলেও আমার ঘুম আসবে।' ঘুরে দাঁড়ালো রানা।

'আপনি আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচবেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'কারণ? অনুষ্ঠান শেষে দুর্ব্যবহার করেছিলাম, তাই?'

'না'—মিত্রার মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইলো রানা। 'সেজন্য নয়। কারণটা খুবই সাধারণ। আপনি সুন্দরী রমণী। আমি শক্তি-শালী পুরুষ। এখন অনেক রাত। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি। এ ঘরে আপনি একা। আমি ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ নই। আমার মধ্যে পশু জেগে ওঠা কি একেবারেই অস্বাভাবিক?'

মন দিয়ে কথাগুলো শুনলো মিত্রা। বুঝলো কথাটা বিশ্রী হলেও সত্য। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো ওর। শুধু বললো, 'আপনি একটি জোনিলোক।' তারপর হঠাৎ ঘুরে চলে গেলো রানার ঘরে।

এক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এলো মিত্রা। হাতে রানার

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ওয়ালথার পি. পি. কে. পিস্তলটা।

'এই নিরীহ শান্তিপ্রিয় বস্তুটি বালিশের তলায় থাকলে অস্বস্তি লাগছে। জিনিসটা আপনার কাছেই থাকুক—কোনো কাজে লেগে যেতে পারে।'

ঘন্টা দেড়েকপার হয়ে গেলো। বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে উসখুস করছে রানা। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। বালিশে মিত্রার চুলের ভেতর সুবাস। মনে হচ্ছে বিছানায় এখনও লেগে আছে মিত্রার দেহের উত্তাপ। বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, তাই দ্বিগুণ জোরে শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ডাক। জানালার বাইরে টিপ টিপ জোনাকির দীপ জ্বলছে, এখনও পুরোদস্তুর শহর হয়ে উঠতে পারেনি জায়গাটা।

একটা সিগারেট ধরালো রানা। লাইটার নেভাবার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখতে পেলো সে আবছা একটা লম্বা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ঘরের মাঝখানে। হাতের পিস্তলটা ওর দিকে ফেরানো। চমকে উঠলো রানা।

'এক বিন্দু নড়াচড়া করলেই খুলি ফুটো করে দেবো।' মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

মড়ার মতো কাঠ হয়ে পড়ে থাকলো রানা। অসতর্ক থাকার জন্যে ভয়ানক রাগ হলো নিজের ওপর। একবার ভাবলো বালিশের তলায় পিস্তলটার কথা। কিন্তু এখন চেষ্টা করা বৃথা। দেখা যাক কি হয়।

'কে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তোমার যম!' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেলো লোকটা। পিস্তলটা তেমনি ধরা। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলো সেও। লোকটার চেহারা দেখেই অবাক হয়ে বসলো রানা বিছানার ওপর।

'তুই! শালা এতো রাতে এ ঘরে ঢুকেছিস কেন?'

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত সোহেলের মুখ।

'দিয়েছিলাম তো ঘাবড়ে, লোক্-চক্কর? টেরও পেলি নে জলজ্যান্ত মানুষটা ঢুকলাম ঘরের ভেতর? কালই শালা তোর চাকরি খেয়ে দেবো আমি দেখিস বুড়োকে বলে।'

ওর একান্ত প্রিয় নাইন মিলিমিটার ক্যালিবারের হ্যামার লেস ল্যুগার পিস্তলটা প্যান্টের নিচে তলপেটের কাছে লুকোনো হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিলো সোহেল।

'আরে যা যা! তোর মতো দশটা বয় বেয়ারা আমার এক ডাকে ছুটে আসে, তা জানিস? তুই আমার কচু করতে পারবি। আর একটু হলে সেই হার্টফেলটা করতাম—বারোটা বেজে যেতো তোর। কিন্তু দোস্ত, মনে হচ্ছে আজ রাতের সব ঘটনাই তোর জানা?'

'স-অব, স-অব! সব দেখেছি তো আমি। আহাহা! তোর কপালে জলপট্টি লাগাচ্ছিলো না, উঃ!' জিভ দিয়ে একটা বিশেষ শব্দ বের করলো সোহেল। 'তখন আমার কি ইচ্ছে করছিলো জানিস? মনে হচ্ছিলো নিজের কপালে নিজেই একটা ইট মেরে গিয়ে হাজির হই সামনে।'

হাসলো রানা। একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিলো সোহেলের দিকে। খপ্ করে সেটা ধরে নিয়ে হাতল-বিহীন একটা চেয়ারে উল্টো হয়ে বসলো সোহেল। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বললো, 'আমার কথা হেড অফিসের সবাই ভুলে গেছে, নারে? কেউ আমার কথা কিছু বলে না?' একটা করুণ সুর ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে।

'বলবে না কেন? সবাই বলে।' মিথ্যে কথা বললো রানা। নিত্য-নতুন কাজের চাপে অতীতকে মনে রাখবার উপায় আছে? সে নিজেই

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তো প্রায় ভুলতে বসেছিলো। তবু বললো, 'কেন, তোর ঐ সিঙ্গাপুর assignment-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে সেদিন রাহাত খান তো এক লেকচারই ঝেড়ে বসলো আমাদের ওপর।'

কেন জানি কথাটা অকপটে বিশ্বাস করলো সোহেল। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়লো ওর। বললো, 'কি দিন ছিলো তাই না রে!' তার-পর হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। কাছে এসে এক টানে রানার পট্টি খুলে দিলো।

'ন্যাকামি হচ্ছে, না? মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একেবারে সিনেমার হিরো! অ্যাঁ? খোল শালা!'

কপালের আঘাতটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো সোহেল। তারপর পকেট থেকে বের করলো একটা মলমের কৌটো। কৌটোর নিচের দিকটা শক্ত করে চেপে ধরে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো। ঢাকনিটা খুলে দিলো রানা। কালো মতো ওষুধ।

'কি ওষুধ রে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'প্লাইম্বোডেক্স। ডাক-বাংলোর ফার্স্ট-এইড বক্সে পেলাম। শিশিটা ভেঙে গেছে বলে বোধহয় এই কৌটোয় তুলে রেখেছে লেবেল লাগিয়ে।'

রানার কপালে লাগিয়ে দিলো সোহেল মলমটা। তারপর আঙুল দুটো নিশ্চিন্ত মনে রানার পরিষ্কার শার্টে মুছে নিয়ে পকেট থেকে গোটা দুই নোভালজিন ট্যাবলেট বের করে দিলো।

'এ দুটো মেরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। সাড়ে ন'টা বাজছে। আমি বাকি রাতটুকু পাহারা দেবো।'

'বেশ। অতি উত্তম প্রস্তাব। আর সকালে গোটা আষ্টেক ডিম পোচ, ছ'স্লাইস বাটার টোস্ট, চারটে অমৃত সাগর কলা এবং ফার্স্ট ক্লাস করে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসবি বেল বাজানো মাত্র। নইলে ম্যানেজারকে বলে তোর কান...'

কানটাকে কি করা হবে হাতের ইঙ্গিতে দেখালো রানা। মৃদু হাসলো সোহেল। তারপর রানার ওষুধ খাওয়া হয়ে গেলে জানালা গলে বেরিয়ে গেলো জোনাক-জ্বলা রাতের অন্ধকারে।

ঘুমিয়ে পড়লো রানা।

পাঁচ

২৯শে আগস্ট, ১৯৬৫

সকালে প্রবল করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙলো রানার। দরজা খুলে দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে জয়দ্রথ মৈত্র। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো জয়দ্রথ এবং রানা একসঙ্গে। হলুদ দৃষ্টি রানার চোখের ওপর স্থির হয়ে গেলো। ডান দিকের ঘা-টা চাটলো জয়দ্রথ মৈত্র।

'আপনি এ ঘরে কেন?' দৃষ্টিটা রানার চোখ থেকে সরে গিয়ে সারা ঘরে একবার ঘুরে জানালার ওপর থমকে দাঁড়ালো, তারপর আবার স্থির হলো এসে রানার মুখে। ঠিক এমনি সময় মিত্রা এসে ঢুকলো ঘরে বাথরুমের দরজা দিয়ে। জয়দ্রথের চোখে কুৎসিত একটা সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলো মিত্রা। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলো ওর।

গম্ভীর মুখে সব শুনলো জয়দ্রথ মৈত্র। কতটুকু বিশ্বাস করলো আর কতটুকু ইচ্ছেমতো যোগবিয়োগ করে নিলো কে জানে। সবশেষে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রানার দিকে চেয়ে বললো, 'আপনার কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ মিঃ তরিকুল ইসলাম। আপনার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'রাতেই আমাকে জানানো উচিত ছিলো তোমার।' ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে পেছনে না ফিরেই বললো, 'আমার ঘরে একটু শুনে যাও মিত্রা।' তারপর বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

'তোমাদের সব ধরে ধরে ইয়ে করা দরকার। বুঝেছো? এটা কি চা হয়েছে, না কানা চোখের পানি?' সোহেলের হাতে ট্রের ওপর চায়ের কাপের দিকে চেয়েই গর্জে উঠলো মাসুদ রানা।

নাস্তার এঁটো তস্তরি-বাসন তুলতে তুলতে নিচু গলায় সোহেল বললো, 'নে, ইয়ার্কি রাখ। আজ দুপুরে ওরা সব চললো শিলাইদহ দেখতে। তুই যাবি নাকি?'

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো রানা। তারপর বললো, 'আমাকে ওরা চিনে ফেলেছে বলছিলি না কাল তুই?'

'হ্যাঁ।'

'আর তোকে? তোর ওপর কোনো সন্দেহ হয়নি তো ওদের?'

'না। এখনও হয়নি।'

'তাহলে আমি যাবো শিলাইদহে।'

'সন্দেহের সঙ্গে শিলাইদহের কি সম্পর্ক?' অবাক হলো সোহেল।

সম্পর্ক আছে। শোন বলছি। আমি ওদের সঙ্গে যদি শিলাইদহে যাই তবে ওরা এদিকটায় এতো কড়া পাহারা দেবে না। পাঁচ নম্বর রূমে ওদের কি আছে আমার জানা দরকার। কিন্তু সব সময়

ওদের লোক ঘরটার ওপর এতো কড়া পাহারা রাখে যে কোনো রকমে ভিড়তেই পারছি না, কাছে। তুই যখন বলছিস তোর ওপর ওদের কোনো সন্দেহ নেই, যতো সন্দেহ এই আমার ওপর, তখন আমি ওদের সঙ্গে শিলাইদহ গেলে ঐ ঘরটার ব্যাপারে ওরা নিশ্চিন্ত থাকবে। আর সেই সুযোগে তুই ঢুকবি ঐ ঘরে এবং দেখে আসবি কি চলছে গোপনে ঐ নিষিদ্ধ ঘরটার মধ্যে। কি বলিস, পারবি না?'

'যো হুকুম ওস্তাদ।'

সেদিন, অর্থাৎ ২২শে আগস্ট দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই দল বেঁধে বেরোলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহ কুঠি দেখতে। রানাও গেলো। মিত্রাও। কিন্তু মিত্রা যেন সেই গতরাতের সহজ সাবলীল মিত্রাই নয়। সারা মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। চোখ দুটো কেমন উদভ্রান্ত। রানার সঙ্গে একটি বাক্য বিনিময়ও যেন না হয় সেদিকে কেবল মহারথ কেন, দলের প্রত্যেকটি লোক এবং স্ত্রীলোক সতর্ক দৃষ্টি রাখলো। মিত্রার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হলো না। শুধু এটুকু লক্ষ্য করলো রানা, গভীর চিন্তামগ্ন মিত্রা যেন থেকে থেকে রানার দিকে চাইছে দূর থেকে। রানা চাইলেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্য দিকে। অনেক চিন্তা করেও যেন কোনো একটা কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না মিত্রা।

লঞ্চঘাটে নেমে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। হাতের বাঁয়ে পড়লো রবীন্দ্রনাথের পোস্টাফিস বা ডাকঘর। এখানে নিজস্ব ব্রাঞ্চও নাকি স্থাপন করেছিলেন তিনি। আরও কিছুদূর এগিয়ে দূর থেকে দোতলা কাছারি বাড়ি দেখা গেলো, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে ডান দিকে বিরাট মোড় ঘুরলো ওরা। কুটি বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে বিরাট

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আম বাগান, বাঁয়ে কিছু ক্ষেত এবং ঝাউয়ের বন। সোজা এগিয়ে দেখা গেলো সুন্দর বাংলা টাইপ পাকা দোতলা বাড়ি—ওপরটা টালি দেয়া। ফুলের বাগান ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হলঘর। পাল্কিটা সত্যিই দেখবার মতো অল্পসল্প আসবাবপত্র আছে—কয়েকটা আলমারীতে কিছু বই। দোতলার ঘর আর ছাদের চিলে কোঠা দেখে দল-বল এগিয়ে গেলো আঙিনায় আম বাগানের সেই বিখ্যাত চাতাল দেখতে। হঠাৎ এদের সঙ্গ কেন জানি বড় তিক্ত লাগলো রানার কাছে। পিছিয়ে পড়লো সে। বেরিয়ে এলো বাইরে। ফুলের বাগান বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেলো রানা পুকুরের দিকে। ডানধারে চাকরদের একতলা লম্বা ঘর। ঘাটের দুই ধারে মস্ত দুটো বকুল গাছ। বিকেল বেলাতেই চারদিকটা নিঝুম হয়ে এসেছে। পুকুরে স্নানার্থী নেই আর।

শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে চুপচাপ বসলো গিয়ে রানা। একা। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে সিগারেট ধরালো সে একটা।

অদ্ভুত সুন্দর বিকেল। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশের সাদা মেঘ-গুলো ছায়া ফেলেছে কানায় কানায় ভরা পুকুরটার কালো জলে। মৃদু বাতাসে ঝির ঝির করছে ঝাউয়ের পাতা। চারদিকে স্নিগ্ধ শান্ত, সমাহিত একটা ভাব।

বি. এ. ক্লাশে পড়া একটা কবিতার ক'টা লাইন মনে হলো রানার :

"কাছে এলো পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।

আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘের আলস্য—
দেখে, মন লাগে না কাজে॥"

সেই মুহূর্তে ভুলে গেলো রানা তার কাজের কথা, জয়দ্রথ মৈত্রের কথা, মিত্রার কথা। শহরের কর্মমুখর জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসে এক অদ্ভুত পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি করলো রানা সমস্ত হৃদয় দিয়ে। অদ্ভুত। অদ্ভুত এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে এই জগৎ জুড়ে।

পৃথিবীটা মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ!

দুপুর বেলা ডাকবাংলোটা নিঝুম হয়ে গেলো। দু'জন ছাড়া সাংস্কৃতিক মিশনের বাকি সবাই চলে গেছে শিলাইদহ দেখতে রানা গেছে সঙ্গে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো সোহেল একজন বিছানায় শুয়ে এবং অপর জন বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে 'হানিমুন ব্রিজ' খেলছে। চেয়ারে বসা লোকটার হাতে একটা অনার্স কার্ডও নেই—কিন্তু হাঁক ছাড়লো ফোর নো ট্রাম্পস।

আস্তে ঘরের শিকলটা তুলে দিলো সোহেল বাইরে থেকে। তারপর এক গোছা চাবি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো সেই নিষিদ্ধ ঘরটার সামনে। কয়েকটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করার পর একটা চাবি লেগে গেলো তালায়।

বেশ বড় ঘর। একটা আলমারি আর ছোট একটা টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। ঘরের মধ্যে এলোমেলো করে ছড়ানো স্টেজ ডেকোরেশনের অনেক সাজ সরঞ্জাম। কিন্তু বাক্সগুলো কিসের?

প্রকাণ্ড সাইজের তিনটে বাক্স ক্যান্‌ভাসের তেরপল দিয়ে ঢাকা। তেরপল উঠিয়ে ডালা খুললো সোহেল। বড় সাইজের বেলের মতো

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

গোল সবুজ পেইন্ট করা অসংখ্য বল। বোম-টোম নাকি? তিনটে বাক্সেই একই জিনিস। হাতে তুলে নিলো একটা। বেশ ভারি। টোকা দিয়ে দেখলো ওপরটা প্লাস্টিকের।

সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া গেলো না। একটা বল হাতে বেরিয়ে এলো সোহেল ঘর থেকে। বলটা দুই উরুতে চেপে ধরে তালা লাগিয়ে দিলো আবার দরজায়।

জানতেও পারলো না সে, আলমারির মাথায় নিখুঁত ভাবে লুকোনো একখানা সিক্সটিন মিলিমিটার মুভি ক্যামেরায় তার সমস্ত গোপন কার্যকলাপের ছবি উঠে গেলো।

জয়দ্রথের মৃত্যু পরোয়ানা ঝুললো তার মাথার ওপর।

রাত তখন সাড়ে-বারোটা হবে। রানা শুয়ে ছিলো বিছানায়। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। আজ কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। আবার পাততাড়ি গুটিয়ে ভোর রাতের ট্রেনে রওনা হতে হবে রাজশাহীর পথে। পাশের ঘরে মিত্রা নেই। ওকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে অন্য ঘরে।

Young Tigers-এর দলটাকে সোহেল চিনিয়ে দিয়েছে দূর থেকে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আজকের রিপোর্ট পেয়ে রাহাত খান কেমন চমকে উঠবে ভাবতে ভালো লাগলো রানার। স্যাম্পলটা রানার কাছেই আছে, ঈশ্বরদি পৌঁছে প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হবে ঢাকায়, হেড অফিসে। এতদিন পর একটা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে সোহেল। আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু ওর জন্যে মনে মনে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলো না রানা। কথায় কথায় সোহেল বলছিলো, আমি ধরা পড়ে গেছি রানা। ওদের ব্যবহারেই

টের পেয়েছি আমার পরিচয় ওদের কাছে আর গোপন নেই। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, আজই তো পালাচ্ছি ভাগছে এখান থেকে—আমার ডিউটিও এখানেই শেষ।' কিন্তু রানা জানতো সহজে ছাড়বার পাত্র জয়দ্রথ মৈত্র নয়।

ঠিক এমনি সময়ে গগনভেদী এক অপার্থিব চিৎকারে কেঁপে উঠলো রাত্রির নিস্তব্ধতা। সোহেল না তো! একলাফে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো রানা। ঠিক দশগজ দূরে আধো-অন্ধকারে ঘাসের ওপর পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে একজন লোক। পিঠের ওপর আমূল বিঁধে আছে একখানা ছোরা। লোকটার হাতেও একখানা ছুরি ধরা। সোহেলের মতোই লাগছে না অনেকটা? আর ঐতো! দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে একটা মূর্তি। মাথায় খুন চেপে গেলো রানার। একটানে পিস্তলটা বের করলো সে হোলস্টার থেকে। এখনও রেঞ্জের বাইরে যায়নি আততায়ী।

ট্রিগারে আঙুল দিয়ে গুলি করবার ঠিক আগের মুহূর্তে থেমে গেলো রানা। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখলো দৌড়াবার সময় আততায়ীর একটা হাত দুলছে—আরেকটা হাত স্থির হয়ে ঝুলছে কাঁধ থেকে।

নিঃশব্দে জানালা থেকে সরে এলো রানা।

বাইরে চিৎকার শুনে ছুটে আসা লোকজনের উচ্চকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা নির্লিপ্ত ভাবে শুনতে শুনতে একসময় গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো সে।

ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা পড়লো। গার্ডের বাঁশি। হুইসল দিয়ে ছেড়ে দিলো লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পোড়াদা-ভেড়ামারা-ঈশ্বরদি-আবদুলপুর-সারদা-রাজশাহী। পঁচাত্তর মাইল।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রানা উঠে পড়লো সেকেণ্ড ক্লাস একটা কম্পার্টমেন্টে। সাংস্কৃতিক মিশনের রিজার্ভ করা সব শেষের দুই কামরার বগিতে কিছুতেই উঠতে দিলো না ওকে জয়দ্রথ মৈত্র। কাজেই যতখানি সম্ভব কাছের একটা কামরায় উঠতে হলো রানাকে। রানা লক্ষ্য করলো সবশেষের কামরায় উঠেছে বাক্স তিনটে।

ব্রডগেজ লাইনে হু হু করে স্পীড উঠে গেলো ট্রেনের। চার সীটের কামরা। দু'জন প্যাসেঞ্জার নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে বাঙ্কের ওপর। আর যে লোকটা অনেক ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলে দিয়েছিলো বিরক্ত মুখে, সে এখনও পাশের সীটের ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে ঢুলছে। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে শেষের কামরার দিকে চাইলো রানা।

পার্টিশন কিসের? রানা দেখলো শেষ বগির দরজা দিয়ে স্টেজ ডেকোরেশনের একটা ক্যানভাস-পার্টিশন বেরিয়ে আছে বাইরে। ব্যাপার কি? ওপাশের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখলো ওদিকেও ঠিক তাই। ফলে শেষের কামরাটা পুরো ট্রেনটা থেকে আড়াল হয়ে গেছে। কি চলছে শেষ কামরায়? এখান থেকে বোঝার উপায় নেই।

আট মাইল পেরিয়ে এসে পোড়াদা স্টেশনে থামলো ট্রেন। প্রায় লাফিয়ে নেমে এলো রানা। দেখলো পার্টিশনটা আর নেই। শেষ দুই কামরার পাশ দিয়ে এক চক্কোর ঘুরে এলো মাসুদ রানা। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়লো না তার। এদিকে হুইসল্ দিয়ে ছেড়ে দিলো ট্রেন। প্রাণপণ দৌড়ে কোনো রকমে বাদুড় ঝোলা হয়ে উঠলো গিয়ে রানা নিজের কামরায়।

ভোর হয়ে আসছে। পুবের আকাশটা বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। হাল্কা কুয়াশায় আচ্ছন্ন ফসল ভরা আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। আউশ

ধান। মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কুঁড়ে ঘর, উঠোনে খড়ের গাদা, আম কাঁঠাল আর কলা গাছ; মেঠো পথের ধারে বাঁশের ঝাড়।

আবার জানালা দিয়ে পার্টিশন দেখতে পেলো রানা।

স্যুটকেস থেকে একটা নাইলন কর্ড বের করলো সে। কামরার কেউ তখনও জাগেনি। আধ-শোয়া লোকটার মুখ থেকে লোল ঝরছে গেঞ্জির ওপর।

কামরায় উঠবার সুবিধের জন্যে যে লোহার হাতলটা থাকে তার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলো রানা দড়ির এক প্রান্ত। ভারি দরজাটা খুলে হাঁ করে দিলো। এবার খোলা দরজার ধারে বাইরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো রানা। একবার ভাবলো, তার দেহের ওজন সহ্য করতে পারবে তো কর্ডটা? পারবে। হাঁটু সোজা রেখে রশিটা ধরে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। রশিটি থেকে সমান্তরাল ভাবে রয়েছে ওর দেহ। হু হু বাতাস আর সেই সঙ্গে প্রচুর ধূলিকণায় শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। ডান চোখের ভিতর বুলেটের বেগে একটা কাঁকর এসে পড়লো। বেশিক্ষণ এই ভাবে থাকা সম্ভবপর নয়। যে কোনো মুহূর্তে গাছের গুঁড়িতে কিম্বা কোনো খুঁটিতে লেগে ছাতু হয়ে যেতে পারে মাথাটা।

ডান চোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাঁ চোখ মেলে রানা দেখলো পার্টিশনের ওধারের কামরা থেকে ডাল তোলার চামচের মতো দেখতে কিন্তু আয়তনে দশগুণ বড় একটা চামচ বের হলো। চামচের ওপর সোহেলের সেই প্লাস্টিক বল একখানা। চামচের হাতলটা বড় হতে হতে বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা হলো। একটা সবুজ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় আলগোছে সেটা নামিয়ে দেয়া হলো চামচ থেকে। হাতল আবার ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো কামরার

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ভিতর।

তাহলে এই শুভেচ্ছা নিয়েই এসেছে এবারের সাংস্কৃতিক মিশন? আর এই জন্যেই রেলপথে চলছে এরা? সারা পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর এই বোমা ছড়িয়ে যাচ্ছে ওরা সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু কি এদের উদ্দেশ্য? এই টাইম-বম্ব ফাটলে পরে কি হবে? কোন সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে আমাদের দেশের ওপর কে জানে। ভেড়ামারাতে পৌঁছেই রিপোর্ট লিখতে হবে। ঈশ্বরদিতে নঈমকে দিয়ে দেবে রিপোর্ট এবং স্যাম্পল্।

'টাশশ!' একটা তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এলো রানার ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে। চমকে উঠলো রানা। অনুভব করলো সে, কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেলো বুলেট। পা দুটো ভাঁজ করে ফেললো রানা, তারপর দড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে আসতে থাকলো। আবার সেই তীক্ষ্ণ শব্দটা এলো কানে—'টাশশ!' এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। কামরার ভিতর চলে এলো রানা।

বাথরুম থেকে চোখ-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এলো মাসুদ রানা। জানালার ধারে বসে চেয়ে রইলো বাইরের দিকে। বাসিমুখে সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছিল। আকাশটা লাল করে দিয়ে তখন সূর্য উঠছে পুব দিগন্তে। আঁধার পালিয়ে যাচ্ছে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমে।

ছয়

৩০শে আগস্ট, ১৯৬৫

গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ডাকবাংলোর পথে হাঁটা ধরলো মাসুদ রানা। রাত তখন এগারোটা।

টেপ-রেকর্ডারের স্পুলগুলো না পেয়ে জয়ন্ত মৈত্রের চেহারাটা কেমন হবে ভেবে খুশি হয়ে উঠলো রানার মেজাজটা। জোলো্রেম চাঁদের আলোয় রানার সুঠাম দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়েছে রাস্তায়। লম্বা জনবিরল রাস্তাটায় থেকে থেকে ঝিঁঝির তীব্র সুবাস আর থমথমে একটা শুভ্র মদের রোমাঞ্চ। কাছেই ডাকবাংলো, আর বেশি দূর নেই—এগিয়ে চললো রানা দৃঢ় পদক্ষেপে।

রানা ভাবছিল, কথা তো সে দিয়ে এলো মিত্রাকে সাহায্য করবে—কিন্তু কিসের সাহায্য? কি বিপদ? কেমন সে চক্রান্ত? কতখানি ভয়ঙ্কর ওদের মৃত্যু-ফাঁদ?

আজ রাত্রিটা রানার জীবনে এক চরম পরীক্ষার রাত। কিন্তু সিলেবাস বা প্রশ্নপত্র সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। এমন কি কোন্ সাবজেক্টে পরীক্ষা তাও জানবার কোনো উপায় নেই। সে কি উত্তীর্ণ হতে পারবে? থাক, অতো ভেবে আর কি হবে—কে সারা সারা, যা হবার তা হবে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

একটা গাড়ি চলে গেলো ওর পাশ দিয়ে ডাকবাংলোর দিকে।

রানার রিপোর্ট এবং সোহেলের স্যাম্প্‌ল এতক্ষণে পৌঁছে গেছে হেড অফিসে। রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া হঠাৎ মনে পড়লো রানার। অদ্ভুত একটি ব্যক্তিত্ব। কতদিন কতো ভয়ঙ্কর কাজে রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, পিঠে হাত রেখে শক্তি, সাহস জুগিয়েছেন পিতার মতো। কিন্তু তবু যেন কতো দূরে। এক আধটা কথায় স্নেহ ঝরে পড়েছে রানার মাথায় আশীর্বাদের মতো, তেমনি আবার সামান্য ভুলে কঠিন শাসনের চাবুক ক্ষতবিক্ষত করেছে রানার মন। সত্যিই অদ্ভুত ঐ মানুষটা।

দোতলার ওপর নিজের ঘরে ঢুকেই রানা টের পেলো, ওর অনুপস্থিতেতে এ ঘরে অন্য লোক ঢুকেছিল। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো সে ঘরের। পাশের ঘরে মিত্রার চুড়ির রিনিঠিনি শোনা যাচ্ছে। কি করছে মিত্রা?

পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। ওদিক থেকে বন্ধ। দুপুরে রানা লক্ষ্য করেছিল দরজার ফুটোটা। ভাবলো দেখি তো কি করছে মেয়েটা। ফুটোয় চোখ রেখে মিত্রাও দেখতে চেষ্টা করছে রানার কার্যকলাপ।

স্নান সেরে নিলো রানা এই নিয়ে তিনবার হলো। তারপর একটা অ্যাশ কালারের ফুলহাতা প্লে-বয় সার্ট এবং নেভি ব্লু রঙের ফুল প্যান্ট পরে নিলো। টেবিলে ঢেকে রাখা পরোটা মাংস খেয়ে নিয়ে বাক্স থেকে হুইস্কির বোতল এবং গ্লাস বের করে বিছানার পাশে টিপয়ের ওপর রাখলো। এবার বিছানায় বসে হোলস্টার থেকে ওর একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী ডবল অ্যাকশন অটোমেটিক ওয়ালথার পি. পি. কে. পিস্তলটা বের করলো। পয়েন্ট থ্রি-টু ক্যালিবার। বেশি বড় ক্যালিবার

পছন্দ করে না রানা। ভারি পিস্তল দিয়ে কি হবে—হাতের সইটাই আসল। দ্রুত আটবার স্লাইড টেনে আটটা বুলেট বিছানায় ফেললো রানা। ইজেক্টার স্প্রিংটা পরীক্ষা করলো, কারণ ঠিকমতো কাজ না করলে বিপদের সময় এ মারণাস্ত্র খেলনা হয়ে যাবে। ম্যাগাজিন রিলিজ বাটন্ টিপে খালি ম্যাগাজিন বের করে সাতটা গুলি ভরলো তাতে সে। স্লাইড টেনে চেম্বারে বাকি গুলিটা ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে হ্যামারটা নামিয়ে রাখলো। এবার ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিতেই ক্লিক করে ক্যাচের সঙ্গে আটকে গেলো সেটা। গুলি ভরা দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন পকেটে ফেলে পিস্তলটা আবার হোলস্টারে ভরে রাখলো সে নিশ্চিন্ত মনে। উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বেড স্যুইচ টিপে তিন ওয়াটের নীল বাতিটা জ্বেলে দিলো রানা। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায় জুতো মোজা পরা অবস্থাতেই। এক ঘণ্টা পর নীল আলোটাও গেলো নিভে।

চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! আধ হাত দূর থেকেও নিজের হাত দেখা যায় না। এতো অন্ধকার যে চোখ না বুঁজেই ঘুমোনো যায়। চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে আছে রানা। প্রতীক্ষা করছে সে। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার কোরাস ভরাট করে রেখেছে যেন অন্ধকারকে। কই, কিছুই তো ঘটছে না।

এই বিনিদ্র অপেক্ষার কি শেষ নেই? খুট্ করে একটা শব্দ হলো পাশের ঘরে। সজাগ হয়ে উঠলো রানা। ঘটুক, যা হয় একটা কিছু ঘটুক। এভাবে অনির্দিষ্টকাল প্রতীক্ষা করা যায় না। কয়েকজন লোকের সাবধানী পায়ের শব্দ। চটাশ করে একটা চপেটাঘাতের আওয়াজ। মৃদুস্বরে দুই একটা কথাবার্তা। রানা বুঝলো সময় উপস্থিত।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

হঠাৎ তীব্র একটা ঝটকা খেয়ে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে এলো রানা। কি হলো? এমন জোরে ইলেকট্রিক শক্ লাগলো কেন? বুকের ভিতর জোরে জোরে হার্ট-বিট্ হচ্ছে। পেন্সিল টর্চটা জ্বেলে দেখলো লোহার খাটের পায়ার সঙ্গে দুটো তার জড়ানো। তার দুটোর অন্য মাথা চলে গেছে পাশের ঘরে। রানা আগে টের পায়নি এ তারের অস্তিত্ব। আলতো করে খাটটা ছুঁয়ে দেখলো কারেন্ট নেই এখন।

ব্যাপার কি? তাকে কি ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে মারবার ফন্দি এঁটেছিল এরা? তাহলে এখন আর কারেন্ট নেই কেন? নাকি একটা বিশেষ মুহূর্তে যেন শক্ খেয়ে ওর ঘুম ভেঙে যায়, তাই এই ব্যবস্থা? রানা ঘুমিয়ে থাকলে এর শক্ লেগে তার ঘুম ভেঙে যেতো, কিন্তু কিছুতেই সে বুঝতে পারতো না হঠাৎ মাঝরাতে এমন ঘুম ভেঙে গেলো কেন। কিন্তু তার ঘুম ভাঙাতেই বা চাইবে কেন জয়দ্রথ মৈত্র।

কাঠের সিঁড়িতে কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রানা। একটু পরেই একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার শব্দ পাওয়া গেলো।

মিত্রাকে নিয়ে যাচ্ছে না তো লোকগুলো। কথাটা মনে আসতেই একলাফে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো রানা। দেখলো মিত্রার ঘরের কপাট খোলা। একটা জীপ গাড়ি ডাকবাংলো থেকে বেরিয়েই ডান দিকে মোড় ঘুরলো। পেছনে জ্বলছে দুটো লাল ব্যাক লাইট।

ছুটে মিত্রার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বাললো রানা। খাঁ খাঁ করছে খালি ঘর। তবে কি সে রক্ষা করতে পারলো না মিত্রাকে? কি মনে করবে মিত্রা? মনে করবে প্রাণভয়ে বিপদের সময় ঘর থেকে বেরোতে সাহস পায়নি রানা।

তিনলাফে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এলো রানা। গাড়ি বারান্দায় একটা লাল রঙের ওয়ান-ফিফ্‌টি হোণ্ডা মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে স্টার্ট দেয়া অবস্থায়। ডাব্‌ল একজস্ট পাইপ দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নাম্বার প্লেটে বিদেশী নম্বর দেখে রানা বুঝলো কোনো টুরিস্ট হবে। হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে একটা ক্যানভাসব্যাগ এবং ওয়াটার-বট্‌ল্ ঝোলানো। পেছনের ক্যারিয়ারে কিছু মালপত্র চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধা।

ফ্রস্টেড কাচের জানালা দিয়ে আবছা দেখলো রানা একজন ফর্সা মতো লম্বা লোক ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। কাঁধে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক। টুরিস্টই হবে।

একবার একটু দ্বিধা হলো রানার। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি? লাফিয়ে উঠে বসলো সে মোটর সাইকেলের ওপর। হেড লাইট অফ করে দিয়ে বেরিয়ে গেলো ডাকবাংলো থেকে। রাস্তায় পড়েই ডানদিকে মোড় নিলো মোটর সাইকেল।

জীপ গাড়িটার কোনো চিহ্ন নেই। পাকা মসৃণ নির্জন রাস্তাটা দিয়ে ফুলস্পীডে এগিয়ে চললো রানা। উইণ্ডস্ক্রীন নেই। হু হু করে বাতাস লাগছে চোখে মুখে। বাতাসের বেগে দুই চোখের কোণ দিয়ে জল বেরিয়ে কানের নিচ দিয়ে গিয়ে শার্টের কলার ভিজছে।

হঠাৎ খট্‌কা লাগলো রানার মনে। সবগুলো ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। ঠিক সময় মতো ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, জীপগাড়ি, চালু অবস্থায় রাখা হোণ্ডা মোটর সাইকেল। সব যেন সাজানো গোছানো ছিলো রানার জন্যে। এমন তো হবার কথা নয়। ঠিক যেন মিল খাচ্ছে না। তাছাড়া এতো রাত্রে ম্যানেজারের তো কাউন্টারে থাকবার কথা নয়। কার সঙ্গে কথা বলছিল টুরিস্ট?

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

বুঝলো রানা, সে ট্র্যাপে পা দিয়েছে। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

দূরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে জীপ গাড়ির লাল ব্যাকলাইট। স্পীড কমালো রানা।

রাজশাহী-নাটোর রোডে চলেছে ওরা।

এদিকে মিত্রার মনের মধ্যে চলছিল তুমুল ঝড়।

জয়দ্রথ মৈত্রের ভয়ঙ্কর প্ল্যান শুনে চমকে উঠেছিল সে। ও বলেছিলো, 'আমাকে এভাবে ব্যবহার করবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আমার মামাকে যদি বলি তখন আপনার কি অবস্থা হবে?'

হেসেছিল জয়দ্রথ। বলেছিল, 'মামার ভয় আমাকে দেখিয়ো না মিত্রা। তুমি ছেলে মানুষ, সব কথা বুঝবে না। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তোমার। আমার একটি মাত্র মুখের কথায় তোমার মামার মন্ত্রীত্বের পদ চিরতরে ঘুচে যেতে পারে। ও ভয় আমাকে দেখিয়ো না। আমি যা বলছি তা-ই তোমায় করতে হবে।'

'আমি কি বেশ্যা?' চোখের জল আর সামলাতে পারেনি অসহায় মিত্রা। রাগে, দুঃখে, অপমানে গলা বুজে এসেছিল ওর।

'দেখো মিত্রা, দেশের প্রয়োজনে অনেক কিছু স্বীকার করে নিতে হয়। মাসুদ রানা শত্রু, ওকে ধ্বংস করতে হবে; তাতে তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু, এটা বুঝছো না কেন, পাকিস্তানে এসে আমরা যথেষ্ট করেছি, এর পরেও আবার নিজেরা খুন-খারাবির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে আমাদের এতদিনকার মাস্টার প্ল্যান একদম ফেঁসে যাবে। আমরা এ কাজে হাত দেবো না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো। Young Tigers-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তোমাকে আমরা তাদের হাতে তুলে

দেবো—বিনিময়ে তারা মাসুদ রানাকে সরিয়ে দেবে এ পৃথিবী থেকে। এজন্যে যদি কোনো হাঙ্গামা হয়, টাকার জোরে সব সামলে নেবে ওরা, আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।'

একদিকের ঘা ভিজিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল জয়দ্রথ মৈত্র, 'অনেক ভেবে এই প্ল্যান এঁটেছি আমি। তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি ভারতে। তোমার প্রতি Young Tigers-দের আসক্তি অল্পদিনেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর ওরা তোমাকে ব্যবহার করবে বড় বড় ব্যবসা ধরবার টোপ হিসেবে। অনেক বড় বড় অফিসার ওরা নিয়ে আসবে তোমার কাছে। তুমি তাদের আনন্দ দান করবে, বিনিময়ে তথ্য সংগ্রহ করবে আমাদের প্রয়োজন মতো। ঢাকায় আমাদের লোক তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে।'

শিউরে উঠেছিল মিত্রা।

'আর একটা কথা ভালমতো জেনে রাখো। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো, নির্মম মৃত্যু ঘটবে তোমার। এখন থেকে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কার্যকলাপ আমরা লক্ষ্য করবো।'

'আপনার পায়ে পড়ি মৈত্র মশাই, আমাকে রেহাই দিন।' সত্যিই পা ধরতে গিয়েছিল মিত্রা।

'আমি দুঃখিত।' সরে গিয়েছিল জয়দ্রথ মৈত্র। 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'আর আপনার প্ল্যান অনুযায়ী মাসুদ রানা যদি আমাকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে না আসে? তাহলে? আমাকেও ভাসিয়ে দিলেন, ওকেও হত্যা করতে পারলেন না।'

'আসতেই হবে তাকে। সে যে ধাতুতে গড়া—কোনো নারীর অবমাননা সে সহ্য করবে না। সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেই। সে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

সব তোমার ভাবতে হবে না, নিখুঁত ভাবে জাল পেতেছি আমি —শিকার তাতে পড়বেই।' হেসে চলে গিয়েছিল জয়দ্রথ পাশের ঘরে।

এতখানি অসহায় অবস্থা মিত্রার জীবনে আর কখনও আসেনি। এ কী চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়লো সে? ভয়ানক রাগ হলো মাসুদ রানার ওপর। ঐ, ঐ শয়তানটার জন্যেই আজ ওর এই অবস্থা। 'ওকে যদি খুন করতে না চাইতো জয়দ্রথ তবে তো মিত্রাকে Young Tigers এর হাতে তুলে দেবার প্রশ্নই উঠতো না। আবার ভাবলো, বেচারা রানা জানবে কি করে যে ওকে হত্যা করার বিনিময়ে জয়দ্রথ মিত্রাকে তুলে দিচ্ছে একদল বদমাইশের হাতে। জয়দ্রথই আসলে পাপিষ্ঠ, নীচ নরাধম। তারপর আবার ভাবলো, জয়দ্রথ তো নিজের স্বার্থে কিছু করছে না, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এঁটেছে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র। এ না করলে তো জয়দ্রথ কর্তব্যচ্যুত হতো।

তবে? তবে দোষ কার? মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায় মিত্রার। দোষ মিত্রার ভাগ্যের। দোষ ওর রূপের, ওর যৌবনের। সে আত্মহত্যা করবে। আর তো কোনো পথ খোলা রইলো না তার জন্যে!

হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসলো মন। কেন? কেন সে ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর খেলাকে নীরবে সহ্য করবে? এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসবার কি কোনো পথই নেই? নিজেকে রক্ষা করবার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। সে বাঁচতে চায়। বাঁচতে কে না চায়? দেশ, দলপতি, চক্রান্ত সব চুলোয় যাক। সে নিজেকে রক্ষা করবে। কিন্তু কি করে? এই বিদেশে কে আছে ওর আপনজন যে এগিয়ে এসে সাহায্য করবে? মাসুদ রানা?

অনেক ভেবে সে স্থির করেছিল সমস্ত চক্রান্তের কথা খুলে বলবে রানাকে। কিন্তু সুযোগ পেলো কোথায়? চোখের ইঙ্গিতে ডেকে

এনে গ্রীনরুমে যে দু'একটা কথা হলো, তাতে রানার কাছে কিছুই তো পরিষ্কার হলো না। কোনো কথা খুলে বলা হলো না, এসে পড়লো জয়দ্রথ মৈত্র। কি ধরনের বিপদ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই রানার। দলপতির বদ্ধমূল ধারণা রানা যে চরিত্রের মানুষ—কেউ বিপদে পড়লে সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এবং এগোলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আজ সাবধান করে দেয়ার ফলে সে যদি মিত্রার সাহায্য প্রার্থনাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মিথ্যা অভিনয় মনে করে? যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে? তাহলে মিত্রার নিশ্চিত মৃত্যু। সে যদি আত্মহত্যা না-ও করে, জয়দ্রথ হত্যা করবে ওকে।

মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে নাকি মিত্রার? রানা তো কথা দিয়েছেই। নিষ্ঠুর চেহারার লোক হলে কি হবে—নিশ্চয়ই সে তার কথা রাখবে। আশ্বাস খোঁজে মিত্রা এসব ভেবে।

উপায় নেই। তার খাটের তলায় ঘাপটি মেরে বসে আছে একজন। টেপ-রেকর্ডারের স্পুল পুকুরে ফেলে দেয়ায় মিত্রার ওপর সন্দেহ হয়েছে জয়দ্রথ মৈত্রের—সে আর কোনো সুযোগ দেবে না মিত্রাকে। অথচ ঐ টেপ-রেকর্ডারের কথা মিত্রার জানা ছিলো না। ভাগ্যিস রানা ওগুলো ফেলে দিয়েছিল—নইলে ওর বিশ্বাসঘাতকতার কথা আর গোপন থাকতো না হিংস্র জয়দ্রথের কাছে। বুঝলো কি করে রানা!

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো পাঁচজন Young Tiger. একজন টর্চ ধরলো মিত্রার দিকে, আর একজন তুলে নিলো ওকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে। বাঁ হাতটা তার বেঁকে এসে মিত্রার স্তনের ওপর পড়লো। মুখে অশ্লীল হাসি। চুম্বন করবার জন্যে মুখ নামাচ্ছিল লোকটা—ঠাই করে এক চড় দিলো মিত্রা তার গালে। বাঁ হাতটা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

যথাস্থানেই থাকলো, কিন্তু পুনর্বার চুম্বনের চেষ্টা করলো না লোকটা। দলের অন্যান্যদের কি একটা ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে বাইরে। গাড়িতে এনে তোলা হলো মিত্রাকে। মিত্রা চেয়ে দেখলো মোটর সাইকেলটা যথাস্থানেই আছে।

ছেড়ে দিলো গাড়ি। মিত্রা এখন ওদের। যে যেখানে খুশি ওর দেহের ওপর হাত রাখছে অবাধে। অশ্লীল সব কথাবার্তা এবং রসিকতা চলেছে পরস্পরের মধ্যে।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো মিত্রার।

রানা কি কথা রাখবে? ও কি আসবে এই পিশাচদের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করতে? কতদূর চলে এসেছে ওরা? রানা কি খোঁজ পাবে এদের তাঁবুর? যদি দেরি হয়ে যায়? যদি সর্বনাশ ঘটে যায় রানার পৌঁছবার আগেই? শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করলো মিত্রা।

চোখ খুলেই দেখতে পেলো মিত্রা বহুদূরে আবছা মতো কি একটা আসছে গাড়ির পিছন পিছন। মাসুদ রানা। আসছে সে। হঠাৎ কেন জানি অদ্ভুত মায়া লাগলো তার ঐ দুঃসাহসী লোকটার জন্যে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো মিত্রা শত্রুপক্ষের ঐ দুর্দান্ত লোকটির জন্যে। উঃ, কেন সে এই নিশ্চিত মৃত্যুর পথে টেনে আনলো এমন একটা মানুষকে? যদি এখনও ওকে ফিরিয়ে দেয়ার উপায় থাকতো কোনো। কিন্তু বুঝবার আগেই শেষ করে দেয়া হবে যে ওকে।

Young Tigers-রাও দেখলো রানাকে। কিছু কথা হলো ওদের নিজেদের মধ্যে এক বিচিত্র ভাষায়। মিত্রা তার এক বর্ণও বুঝলো না।

বাম দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকলো এবার জীপ। কিছুদূর গিয়েই থামলো জীপটা একবার। একটা Beretta অটোমেটিক মেশিনগান হাতে নেমে গেলো একজন। মাইল খানেক গিয়ে হাতের

ডাইনে মাঠের মধ্যে আলো দেখা গেলো। পাশাপাশি তিনটে তাঁবু খাটানো। জীপ এসে থামলো একটা তাঁবুর সামনে।

সাঙ্কেতিক কিচির মিচির ভাষায় এক মিনিট কথাবার্তা বললো ওরা। তারপর লটারি করলো নিজেদের মধ্যে। চারজন রিভলভার হাতে ছড়িয়ে পড়লো তাঁবুর চারদিকের অন্ধকারে। আর লটারি বিজয়ী ধরলো মিত্রা সেনের হাত।

'হাত ছাড়ো।' নখ দাঁত ব্যবহার করে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো মিত্রা সেন।

'ছেড়ে দেবো? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।' আরও শক্ত হলো মুঠো।

এমনি সময় দূর থেকে দশ-বারো সেকেণ্ড মেশিনগানের একটানা বিশ্রী শব্দ ভেসে এলো। এদিকে ওদিকে প্রতিধ্বনি উঠলো তার। কান পেতে শুনলো সে শব্দ ওরা দুজন। দপ্ করে সব আশা ভরসা নিভে গেলো মিত্রার। বুকের ভিতরটা দুর দুর করে উঠলো অজানা এক আশঙ্কায়। হাত-পা অবশ হয়ে এলো।

কুকুরের জিভ দিয়ে ঘাম ফেলার মতো হাঃ হাঃ করে হাসলো বিজয়ী। তারপর প্রায় হেঁচড়ে টানতে টানতে মিত্রাকে নিয়ে ঢুকে পড়লো তাঁবুর ভিতর।

পরিপাটি করে খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা। ছোট একটা টেবিলের ওপর হ্যাজাক জ্বলছে। আর কোনো আসবাব নেই তাঁবুর মধ্যে। সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর দিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে বিছানায় এনে ফেললো সে মিত্রাকে। ধাক্কা দিয়েও সরাতে পারলো না ওকে মিত্রা। একটা ভেজা উত্তপ্ত ঠোঁট ঘৃণিত চুম্বন করলো ওর ঠোঁটে। উত্তেজিত গরম নিঃশ্বাস পড়ছে ওর নাকে মুখে।

হঠাৎ লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করলো। এক

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

হাতে ধরে থাকলো মিত্রার হাত। উঠে আসতে চেষ্টা করলেই ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দেয় বিছানার ওপর।

'কেউ বেকার লাড়তি যো পেয়ারী।'

নগ্ন লালসা ওর দৃষ্টিতে। অন্ধ কামোত্তেজনায় ফ্যাকাসে মুখের চেহারা। নাকটা ফুলে গেছে একটু। কাপড় ছাড়া দেখে ভয়ে ঘৃণায় চোখ বন্ধ করলো মিত্রা। বিছানায় উঠে এলো লোকটা। ঘৃণিত চুম্বন করলো দ্বিতীয়বার।

হাতটা একটু আলগা পেয়ে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো মিত্রা। কিন্তু চট্ করে আঁচল ধরে ফেললো লোকটা। এক পাক ঘুরে থমকে দাঁড়িয়েই চোখ পড়লো মিত্রার একটা দীর্ঘ মূর্তির ওপর। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না ওর।

তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাসুদ রানা।

সাত

৩১শে আগস্ট, ১৯৬৫

'চোখ বন্ধ করো মিত্রা।'

গম্ভীর কণ্ঠ রানার। হাতে তার ওয়ালথার পি. পি. কে। নলটা আরও কয়েক ইঞ্চি বড় হয়ে গেছে সাইলেন্সার লাগানোতে। চোখ

বন্ধ করলো মিত্রা। ধড়মড় করে বিছানা থেকে লোকটার ওঠার শব্দ পাওয়া গেলো। 'দুপ্।' একটা মৃদু গম্ভীর শব্দ। তারপরই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ধড়াস্ করে আছড়ে পড়লো মাটিতে ভারি কিছু।

'শিগগির বাইরে চলে এসো। মাটির দিকে চেয়ো না।'

তাঁবু থেকে বেরিয়েই এক দৌড়ে একটা আমগাছ তলায় এসে দাঁড়ালো ওরা। রানা বললো, 'চিৎকার শুনে এক্ষুণি আরও লোক এসে পড়বে। কোয়ার্টার মাইল দূরে মোটর সাইকেল। পালাতে হবে এখন জলদি।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই তিন দিক থেকে টর্চ জ্বলে উঠলো। গর্জে উঠলো তিনটে রিভলভার। চট্ করে আমগাছের আড়ালে সরে গেলো রানা মিত্রাকে নিয়ে, তারপর একটা টর্চ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো।

'বাপ্‌রে!' মোটা কর্কশ গলায় আওয়াজ এলো। গুলি গিয়ে ঢুকলো একটা টর্চের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেলো সব টর্চ রানার অব্যর্থ গুলির ভয়ে। কিন্তু আরও একবার গর্জে উঠলো তিন রিভলভার। মিত্রাকে নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে সরে গেলো রানা বেশ অনেকটা বাম দিকে। আগেই রাস্তার দিকে গেলো না। বিশগজ ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে রাস্তা। তিনজনই আশা করবে রানা ঐ পথে যাবে। গুলি এড়িয়ে রাস্তায় ওঠা সহজ হবে না।

গাছের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। মিনিট দুয়েক চুপচাপ থেকে একটা টর্চ হঠাৎ রাস্তার দিকে একবার ফোকাস করেই নিভে গেলো। সেই আলোয় রানা দেখলো গলির মুখের কাছাকাছি স্টেশনগান হাতে যে লোকটাকে কায়দা করে ও বন্দী করেছিল সেই লোকটা কোনো রকমে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে তাঁবুতে ফিরে আসছে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তিনটে রিভলভার গর্জে উঠলো একসঙ্গে। ঢিল খেলে কুকুর যেমন শব্দ করে ঠিক তেমনি একটা শব্দ করে বসে পড়লো লোকটা মাটিতে। রানা এবার দ্রুত বাম দিকের ঝোপঝাড়ের দিকে সরতে থাকলো। ছুটো টর্চ জ্বলে উঠলো এবার অনেকটা নির্ভয়ে। ইচ্ছে করলে তিনজন-কেই শেষ করে দিতে পারতো রানা, কিন্তু তা না করে চুপচাপ মাটির সঙ্গে সেঁটে থাকলো। রানার কয়েক ফুট পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো তিনজন আহত লোকটার দিকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে বটে, কিন্তু গুলি করতে পারে ভেবে আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি করলো ওরা গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়ে। একেবারে স্থির হয়ে যেতেই এগিয়ে গেলো সামনে।

রানা ততক্ষণে মিত্রার হাত ধরে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। মিনিট পাঁচেক একটানা ছুটে একটা ঝোপের ধারে দাঁড়ালো রানা। মোটর সাইকেলটা নিয়ে এলো ওখান থেকে।

একটু দ্বিধা করলো মিত্রা মোটর সাইকেলের পেছনে উঠতে। টাইম-বম্বটার কথা মনে হলো। কিন্তু আর তো উপায় নেই এখন। কাঁচা রাস্তা দিয়ে যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চললো ওরা বড় রাস্তার দিকে।

'বড় রাস্তায় বাস-টাস পাওয়া যাবে না?' জিজ্ঞেস করলো মিত্রা।

'এতো রাতে কি করে বাস পাবে? আর বাসের দরকারই বা কি? এই সাট মাইল যেতে বড় জোর সোয়া ঘন্টা লাগবে হোণ্ডায়।'

'না, মানে, আমরা কোনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে তো লুকিয়ে থাকতে পারি রাতটা। সকালে না হয় বাসে ফেরা যাবে রাজশাহী।'

'হঠাৎ বাসের প্রতি তোমার এতো ভক্তি কেন মিত্রা?' হেসে

জিজ্ঞেস করলো রানা।

কোনো উত্তর দিলো না মিত্রা। ওর অস্বস্তিটা মনে মনে উপ-ভোগ করছিল রানা। বড় রাস্তায় উঠলো ওরা। হেড লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে মাইল মিটারের দিকে চেয়ে বললো, 'সিক্স্‌টি ফাইভ।'

পেছনে শক্ত করে রানার কাঁধ ধরে বসেছিল মিত্রা। বাতাসে ওর চুল উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলো রানার গলায়।

'মোটর সাইকেলটা আমাদের ত্যাগ করা উচিত।' বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে বললো মিত্রা।

'কেন বলো তো!'

'তুমি জানো না, এতে টাইম-বম্ব ফিট করা আছে। অল্পক্ষণেই ফাটবে।'

'টাইম-বম্ব? এতক্ষণ বলোনি কেন?' আশ্চর্য হয়ে গেলো রানা। কিন্তু মোটর সাইকেলের স্পীড কমালো না একটুও।

'সেই কখন থেকেই তো বলছি, শুনছো তো না। আর শুনেও তো থামাচ্ছো না।' উদ্বেগ প্রকাশ পেলো মিত্রার কণ্ঠে।

'ওটা এখন আমার পকেটে।' নির্বিকার চিত্তে জবাব দিলো রানা।

মিত্রা ভাবলো, সাঙ্ঘাতিক ধুরন্ধর তো ব্যাটা! নইলে আর এতো নাম! আমাদের সার্ভিসে এর মতন একটা লোকও যদি থাকতো! এতবড়ো বুকের পাটা আর এমনি প্রশস্ত মন!

'তুমি ঠিক সময় মতো গিয়ে না পৌঁছলে আমার কি যে অবস্থা হতো! মেশিনগানের আওয়াজ শুনে আমি তো সব আশা ত্যাগ করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই চেয়েছিলাম। পেছন থেকে গিয়ে ব্যাটাকে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

কাবু করে ফেলে ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম যাতে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে আমার মৃত্যু সম্পর্কে।'

'উঃ। কি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো ওরা সেই লোকটাকে তুমি মনে করে।'

মাইল মিটারের কাঁটা একেবারে সত্তরের ঘরে গিয়ে থর থর কাঁপছে—আবার খারাপ রাস্তায় চল্লিশ এমন কি তিরিশে আসছে নেমে। জোর বাতাসে আঁচল উড়ছে মিত্রার। সামনের রাস্তাটা আলোকিত করে এগিয়ে চলেছে ওরা। পেছনে বিশাল অন্ধকার যেন গ্রাস করতে চাইছে ওদের। তেড়ে আসছে হিংস্র নখদন্ত বের করে, কিন্তু ধরতে পারছে না ওদের, পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা সামনে। আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারার চোখে নীল আলো। মুক্তির আনন্দে মিত্রা বলছিল জয়দ্রথের চক্রান্তের কথা—কিন্তু অনেক কিছু রেখে ঢেকে।

'তাহলে এই ছিলো প্ল্যান? আমাকে হত্যার বিনিময়ে ওরা লাভ করছিল তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'আহ্ হা। আমি যদি পেতাম এমন সুযোগ। সব শালাকে সাফ করে দিতাম।'

'বুঝলাম মস্ত বীরপুরুষ তুমি। কিন্তু আমাকে নিয়ে কি করতে? বৌ-ছেলেমেয়ে নেই?'

'নাঃ। প্রথমটাই হলো না—শেষেরগুলো আসবে কোত্থেকে?'

'বিয়ে করোনি কেন?'

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। তাছাড়া আমার এই বিপজ্জনক জীবনে কে আসবে? মেয়েরা বড়

হিসেবী।'

'ভুল করে চেয়েছিলে কাউকে?'

'চেয়েছি।'

'কাকে?'

'শুনে তোমার লাভ? ভাবছো গদগদ কণ্ঠে তোমার নাম বলবো, না? আর কলকাতায় ফিরে পাকিস্তানী এক ছোঁড়াকে পাগল করে দিয়ে এসেছো ভেবে অনাবিল আনন্দ লাভ করবে। সেটি হচ্ছে না।'

'তুমি একটা ছোটলোক।'

কথাটা বলেই কাঁধ ছেড়ে দিয়ে আলতো করে রানার মাথার পেছনে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলো মিত্রা। কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে একমুঠি চুল আলগা করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো রানার মাথাটা। আবার বললো, 'তুমি একটা ছোটলোক।'

একটু পরেই চমকে উঠলো মিত্রা। পিছন থেকে একটা গাড়ি আসছে না?

'রানা।' ভয়ে কেঁপে উঠলো মিত্রার কণ্ঠস্বর। 'ওরা আসছে পিছন পিছন।'

রিয়ার ভিউ মিররে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি। বিপদেই পড়া গেলো। এগিয়ে আসছে ওরা ফুল স্পীডে। আমরা চল্লিশের বেশি স্পীড দিতে পারছি না। আর দশ মিনিটেই ধরে ফেলবে আমাদের।'

'তাহলে উপায়।' উৎকণ্ঠিত মিত্রার কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা। জবাব দিলো না রানা দ্রুত চিন্তা চলছে তার উর্বর মস্তিষ্কের ভিতর।

ধীরে ধীরে পেছনের হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আর কোনো উপায় নেই। একটা পিস্তল নিয়ে মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। এগিয়ে আসছে জীপ।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

এবার নিশ্চিত মৃত্যু।

হঠাৎ সামনের হ্যাণ্ডেল থেকে মিলিটারী মডেলের বড় ওয়াটার বট্‌ল্‌-টা নিয়ে মিত্রাকে দিলো রানা। বললো, 'এর মুখটা খুলে ভেতরের পানি সব ফেলে দাও তো মিত্রা।'

'এটা দিয়ে কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো মিত্রা।

'যা বলছি তাই করো। জলদি।' ধমকে উঠলো রানা। পানি ফেলে দিলো মিত্রা কর্ক খুলে।

হঠাৎ ডাইনের মোড়টা ঘুরেই লাইট অফ করে দিয়ে কষে ব্রেক চাপলো রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ওকে মিত্রা। কয়েক গজ গিয়েই থেমে গেলো ভারি মোটর সাইকেল। স্ট্যাণ্ডে তুলে দিয়ে মিত্রার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে টান দিয়ে ফুয়েল পাইপটা খুলে ফেললো সে! বোতলটা ধরলো পাইপের মুখে। দ্রুত নেমে আসতে থাকলো পেট্রোল।

পিছনের গাড়িটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে এবার। ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হেড লাইটের আলোয় রাস্তার সোজাসুজি মস্ত ছাতার মতো পিপুল গাছটা আলোকিত। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা। এক্ষুনি এসে পড়বে। আর অপেক্ষা করা যায় না। বোতলটার চারভাগের তিনভাগ ভরতেই পেট্রোল শেষ হয়ে গেলো ট্যাঙ্কের। মিত্রার হাত ধরে এবার দৌড়ে রাস্তার ডানদিকের একটা শুকনো নালা পেরিয়ে ঝোপের ধারে সজনে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভিজিয়ে নিলো পেট্রোলে। রুমালের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিলো পেট মোটা ওয়াটার-বট্‌লের মধ্যে, বাকি অর্ধেক বাইরে বের করে রেখে কর্ক এঁটে দিলো শক্ত করে ওটার মুখে। মুখে বললো, 'মলোটভ বম্ব।'

মোড় ঘুরেই ব্রেক করলো জীপটা রাস্তার মাঝখানে মোটর সাইকেল দেখে। রাস্তার ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে কিছুদূর গিয়ে পেছন দিকটা স্কিড করে একটু বাঁয়ে হেলে থামলো জীপ। তিন সেকেণ্ড থমকে থাকলো। তারপর এক পশলা গুলি বর্ষণ করলো মোটর সাইকেলটার ওপর।

একটা শেয়াল বোধহয় এতক্ষণ গোপনে লক্ষ্য করছিল রানা ও মিত্রার সন্দেহজনক কার্যকলাপ। গুলির শব্দে হাত পাঁচেক দূরের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলো। পাতার ওপর মচমচ শব্দ হতেই আবার গর্জে উঠলো মেশিনগান। একটা চিৎকার করেই পড়ে গেলো শেয়ালটা মাটিতে।

এবার একজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো:

'উতারো স্তব্‌ গাড়িসে ঢুণ্ড্‌কে নিকালো উও কুত্তাকো।'

খট করে শব্দ হলো রানার লাইটারের। রুমালের এক কোণে আগুনটা ছুঁইয়ে দিয়েই ছুঁড়ে মারলো বোতলটা সে গাড়ির ওপর। আলো দেখেই আবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলো বেরেটা মেশিনগান। নরম সজনে গাছের গায়ে ফুটো হয়ে গেলো অনেকগুলো।

ব্যাপারটা বোঝার আগেই রানার আগুনে বোমাটা গিয়ে পড়লো জীপের ভিতর। বিস্ফোরণের শব্দ হলো একটা। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেলো গাড়িতে। সর্বাঙ্গে আগুন লেগে গেছে ভেতরের লোকদের। হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করছে চারজন Young Tiger। সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। জীপের পেট্রোল ট্যাঙ্ক বার্স্ট করলো। নরক কুণ্ড জ্বলে উঠলো যেন। আগুনের লেলিহান শিখা উঠলো পঁচিশ-তিরিশ হাত উঁচু পর্যন্ত। সেই উত্তাপের

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

হল্কা এসে লাগলো রানা ও মিত্রার মুখে। মাংস পোড়া গন্ধ ছুটছে চারদিকে। চোখ ঢাকলো মিত্রা এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে।

বহু কষ্টে একজন লোক জীপ থেকে বেরোলো। মশালের মতো আগুন জ্বলছে ওর সারা দেহ ঘিরে। একটা চুলও নেই মাথায়। দুই-তিন পা এগিয়েই পড়ে গেলো সে রাস্তার ওপর। বীভৎস দৃশ্য।

আগুন একটু কমলে পর মোটর সাইকেলটা স্ট্যাণ্ড থেকে নামালো রানা। ঠেলে আরও কয়েক গজ দূরে নিয়ে গেলো আগুন থেকে।

'ট্যাঙ্কে তো আর পেট্রল নেই। এখন ফিরবো কি করে?' মিত্রা জিজ্ঞেস করলো।

উত্তর না দিয়ে ফুয়েল পাইপটা যথাস্থানে লাগিয়ে নিয়ে রিজার্ভ ট্যাঙ্কের চাবি খুলে দিলো রানা। স্টার্টার বাটন টিপতেই মৃদু গর্জন করে চালু হয়ে গেলো ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিন।

আবার হু হু করে বাতাস কেটে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চললো ওরা রাজশাহীর দিকে। আরও বিশ মাইল আছে। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল রানার। বিয়োগান্ত নাটক দেখে বেরিয়ে এসেছে যেন। জোর করে দূর করে দিলো সে মন থেকে দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনাগুলোর স্মৃতি।

চাঁদ ডুবে গিয়েছিল। জ্বলজ্বল করছে শিশির ভেজা শুভ্র তারা-গুলো। থেকে থেকে হাসনাহেনা, শিউলি আর পিপুলের ভারি সুগন্ধ জমাট বেঁধে আছে রাস্তার ওপর। একটা নক্ষত্র খসে পড়লো।

'রানা।'

'বলো।'

'যখন তারা খসে পড়ে তখন নাকি মনে মনে যে যা চায় তাই পায়? তুমি বিশ্বাস করো একথা?'

'তুমি বিশ্বাস করো? কি চাইলে শুনি?'

'তোমাকে।' গালটা রাখলো সে রানার পিঠের ওপর।

'তথাস্তু?' খোদ ভগবানের মতো বললো রানা। তারপর হাসলো।

'রানা।' আবার ডাকলো মিত্রা একটু পর।

'কি বলছো?'

'তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম। তুমি দিয়েছো। আমার কাছে কি তোমার কিছুই চাওয়ার নেই?'

'আছে, যা চাইবো দেবে?'

'তোমার জন্যে সব দিতে পারি।'

'সত্যিই?'

'সত্যি। কি চাও তুমি বলো?'

'ইনফরমেশন।'

কেউ যেন কালি মাখিয়ে দিলো মিত্রার মুখে। এক মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এলো সে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা ইনফরমেশন চাইছে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের মিত্রা সেনের কাছে। কথা দিয়েছে সে। এখন ফেরাবে কি করে? চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ।

'দ্বিধা হচ্ছে, মিত্রা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ। নিজের স্বার্থে জয়দ্রথের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছি আমি রানা। কেবল নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে। তোমার বিরুদ্ধে জয়দ্রথের চক্রান্ত সফল হলো না আমি স্বার্থপরের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করলাম বলে। অদ্ভুত এক মানসিক পীড়ায় ভুগছি আমি রানা। আমার বিবেক ছিন্নভিন্ন করছে আমাকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমি অন্যায় করেছি। তবু সান্ত্বনা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ছিলো—নিজেকে রক্ষা করবার অধিকার সবার আছে। কিন্তু তোমাকে যদি আমি কোনো ইনফরমেশন দিই তবে কোনো সান্ত্বনাই আর থাকবে না আমার রানা। তোমাকে কথা দিয়েছি, যদি বলো দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হতে...'

'থাক তাহলে।'

'আমাকে মাফ করো রানা। তাছাড়া আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু...'

'বেশ, মাফ করে দিলাম।'

'আর কিছু চাইবে না?'

'না।'

'আমি যদি কিছু দিই গ্রহণ করবে?'

'দিয়েই ছাখো।'

তীরের মতো বাতাস ভেদ করে এগিয়ে চললো শক্তিশালী দ্বিচক্র যান। এসে পড়েছে রাজশাহী। সারি সারি বন্ধ দোকানপাট আর দালান কোঠা ছাড়িয়ে চললো ওরা ডাকবাংলোর দিকে। মোটর সাই-কেলটা ডাকবাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে উঠে এলো ওরা দোতলায়। সারা ডাকবাংলো ঘুমে অচেতন। রাত তখন চারটা।

প্রথমেই পিস্তলটা পরিষ্কার করলো রানা যত্নের সঙ্গে। ছুটো গুলি ভরে নিলো আরো ম্যাগাজিনের মধ্যে। শরীরে ক্লেদাক্ত ক্লান্তি। স্নান সেরে নিলো রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। গোটা শহরটা নিঝুম ঘুমে আচ্ছন্ন। দূরে লাইট পোস্টের আলোয় চারধারে কতগুলো পোকা ঘুরছে অনবরত। অনেক কথা ভাবছিল সে। অনেক অনেক পুরনো কথা।

খুট করে একটা শব্দ হলো ঘরের ভিতর। মাঝের দরজাটা খুলে মিত্রা এসে দাঁড়ালো রানার পাশে। মিষ্টি একটা সেন্টের সুবাস ওর দেহে। মুখে সযত্ন প্রসাধন।

'কি মিত্রা, ভয় করছে?'

'না।' চাপা গলায় ছোট্ট উত্তর।

'তবে?'

'একা একা ভালাগছে না। ঘুম আসছে না কিছুতেই।'

রানার একটা হাত তুলে নিলো মিত্রা ওর হাতে। গালের ওপর রাখলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ চেপে ধরলো সেটা বুকের ওপর।

'চলো, ঘরে গিয়ে গল্প করি দুজন।' মৃদু টান দিলো সে রানার হাত ধরে।

এক মুহূর্তে অনেক কিছু বুঝে ফেললো রানা। মাথাটা নিচু করলো মিত্রা। চিবুক ধরে মিত্রার লজ্জিত মুখটা উঁচু করলো রানা। চোখে চোখে চাইলো দু'জন। রানা দেখলো উদগ্র কামনায় জ্বলছে এক জোড়া চোখ।

দূরের লাইট পোস্ট থেকে ম্লান আলো এসে পড়েছে। চিক্ চিক্ করছে মিত্রার আধবোঁজা ভীরু চোখ। শেষ রাতের শিশির ভেজা অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে কাছেই কোনো বাড়িতে কেঁদে উঠলো একটি শিশু।

ওরা হাসলো দুজন। ঠাণ্ডা এক দমকা বাতাস এসে দুলিয়ে দিলো মিত্রার শাড়ির আঁচল। ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে চলে এলো ওরা।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো মিত্রা। আলতো করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলো রানা ওর বিবশ দেহ।

তিন ওয়াটের নীল বাতিটা চেয়ে চেয়ে দেখলো, এক সময়

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ঝাঁপিয়ে উঠে দুই হাতে চোখ ঢাকলো মিত্রা সেন।

সকাল আটটায় ঘুম ভাঙলো রানার। পাশে কেউ নেই। পাশের ঘরেও কেউ নেই। সারা ডাকবাংলোতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। ভোজবাজির মতো যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে সাংস্কৃতিক মিশনের গোটা দলটা।

আট

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও মাসুদ রানা।' ঠিক চারফুট সামনে থেকে ভেসে এলো জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

এয়ারকুলারের একটা মৃদু গুঞ্জন এলো কানে। সাউণ্ডপ্রুফ ঘর-টায় একজনকে গুলি করে হত্যা করা হলে পাশের ঘরের কেউ টের পাবে না। কিন্তু চমকে উঠলো না রানা। ডান হাতটা দ্রুত চলে এলো না জামার নিচে বগলের কাছে লুকানো স্প্রিংলোডেড শোল্ডার হোলস্টারের কাছে। এক লাফে সরে গেলো না সে আততায়ীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্যে। যেমন ছিলো, তেমনি স্থির হয়ে বসে রইলো।

কোনো রকম চাঞ্চল্যই প্রকাশ পেলো না রানার ব্যবহারে। কারণ কথাটা উচ্চারিত হলো পুরু কাঁচ ঢাকা দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে পিঠ-উঁচু চেয়ারটায় উপবিষ্ট মেজর জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠ থেকে।

'বড় বীভৎস মৃত্যু স্যার। যাই হোক আমি প্রস্তুত। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক সময় দিতে হবে। মৃত্যুর পর তো আর হবে না—কয়েকটা কাজ সেরে নিতে চাই।'

'আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় আছে।' হাভসন হাভানা ধরিয়ে নেবার জন্যে থামলেন রাহাত খান, তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন, 'আর এই চিঠিটা রেখে দাও। ইচ্ছে করলে আজই নাভানা ট্রেডার্স ডেকে ডেলিভারি নিতে পারো তোমার নতুন টয়োটা করোনা গাড়ি।'

করোনা পেয়ে রানার ভিতরে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভালো ভাবেই জানা ছিলো রাহাত খানের। তাই আর রানার মুখের দিকে না চেয়ে একটা ফাইল নিয়ে পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলেন।

রানা তুলে নিলো চিঠিটা। শেষ কালে ফিফটিন হাণ্ড্রেড সি. সি.! ফ্যামিলি কার! ছি, ছি! ক্ষোভে, দুঃখে নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিল রানার। মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল রাহাত খানের ওপর। অনেক চেষ্টায় মুখের চেহারাটা ভদ্রোচিত রেখে বললো, 'কিন্তু অন্য কোনো বাজে গাড়ি নিয়ে গেলে হয় না স্যার? আমার জাগুয়া-রটা এভাবে ভেঙেচুরে···মানে ওটা আমার···'

'যতো প্রিয় গাড়িই হোক না কেন ওটাতেই তোমার অ্যাকসিডেন্ট করতে হবে। গাড়ির চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। আমি চাই না ভবিষ্যতে তুমি একটা অসাধারণ গাড়ি চালিয়ে ফিল্ম স্টারের

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মতো সবার মুখ চেনা হয়ে যাও। ঐ গাড়ি চালানো আজই শেষ। আরেকটা জিনিস, শত্রুপক্ষের ফাইলে তোমার অভ্যাস সম্পর্কে একটা স্পেশাল নোট আছে। সেটা হচ্ছে তোমার সিগারেটের ব্র্যাণ্ড-সিনিয়র সার্ভিস। ওটা ত্যাগ করে আমাদের দেশী কোনো ব্র্যাণ্ড বেছে নিতে হবে তোমাকে। চোখে পড়ার মতো কোনো শখ বা অভ্যাস তোমার জীবনে হারাম।'

'বুঝলাম স্যার। কিন্তু হঠাৎ আমার মৃত্যু-সংবাদ ছাপছেন কেন কাগজে? চেনাশোনা লোক জিজ্ঞেস করলে কি বলবো?' কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করলো রানা।

'আগামী কয়েকদিন চেনাশোনা লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাল ভোর চারটের ফ্লাইটে তুমি যাচ্ছো ব্যাঙ্কক। রেঙ্গুন হয়ে। তারপর থাইল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী হিসাবে আসছো কলকাতায়—ওখান থেকে যাচ্ছো টিটাগড়। আমি চাই আই. এস. এস. যেন তোমার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে। সহজে যেন তোমার ছদ্মবেশ ধরতে না পারে। ওরা খবরের কাগজ এবং গোপন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সংবাদ পাবে তোমার মর্মান্তিক মৃত্যুর। কল্পনাও করতে পারবে না তোমার টিটাগড়ে উপস্থিতি। তারপর যখন কাজ উদ্ধার করে আসবে এখানে ফিরে, অবশ্য যদি ফেরা সম্ভব হয়, (মুচকে হাসলেন রাহাত খান) তখন ভুল সংশোধন করে ছোট্ট দু'তিন লাইন আবার ছাপা যাবে পত্রিকায়। সে সব তোমায় ভাবতে হবে না।'

'টিটাগড় গিয়ে কি করতে হবে আমাকে?'

'সেটা বলবার জন্যেই ডেকেছি আজ তোমাকে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছেন জুয়োলজিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর ডক্টর আলী আকবর। অনেক কথা জানতে পারবে তাঁর কাছে। তার

আগে এই পৃষ্ঠা দুটোতে একবার চোখ বুলিয়ে নাও। 'B' লেখা কাগজটা ভালো করে পড়ো; ঐটাই আসল।'

সাগ্রহে ফাইলটা নিলো রানা। কিন্তু পরমুহূর্তেই চুপসে গেলো ফাটা বেলুনের মতো। হাফ্‌ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর ইংরেজীতে টাইপ করা:

'A'

LOCUST

Species:

1. *Locusta migratoria* L.— widest range of distribution, universal between L. 20°N—60°S; five sub-species.

(a) *L. migratoria migratoria*—South East Russia.

(b *L. migratoria rossica*—Central Russia & Western Europe.

(c) *L. migratoria migratortoides*—Africa & Western Asia.

(d) *L. migratoria capito*—Madagascar.

(e) *L. migratoria manilensis*—Malayasia, East Indies, Phillipines & China.

2. *Melanophis Spretus Walsh* (M. mexicanus Sauss). Plains of America.

3. *Chortoiceies terminifera* (walker)—Australian Plague Locust.

4. *Docistaurus maroccanus*—Moroccan Locust—Countries of the Mediterranean, West & South Russia.

5. *S. Peranensis*—South American Locust.

6. *Locustana pardaline*—Brown Locust—South.

7. *Nomadacris septemfasciata* — Red Locust—South Africa.

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

8. *Schistocera gregaria*—Desert Locust—Whole of Africa and Western Indo-Pakistan.

9. *Patanga succincta*— Acridium sujcinctum)—Bombay Locust—Indo Malayasia.

'B'

Patanga succincta
Bombay Locust

(1) Breeding habit—desert or semi desert areas.

(2) 150 to 200 eggs at a time in the sand by a single female.

(3 Humidity and temperature have great effect at all phases.

(4 Morphological diff.—Ph. gregaria—6 eyestrips 26 antennal segments Ph. solitaria—6-7 eye strips 27-28 antennal segments.

(5) Stages a) Egg) b Pupa c) Larva hopper) d Adult.

(6) Swarm Movements—Down-wind direction.

(7) Wing movement—17 cycles per second.

(8) Speed—2½ miles to 3 miles hour.

(9) Flight habit—Day time. Never fly at night or early morning.

(10) Locusticides, r-BHC and DNC are effective. But no locusticide can repulse a suarm at flight.

কাগজ দুটো শেষ করেই চোখ তুললো রানা। দেখলো তার দিকে চেয়ে আছেন রাহাত খান। ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

'এ যে দেখছি পঙ্গপালের ইতিবৃত্ত! এর সঙ্গে চিটাগুড়ের সম্পর্ক কি?'

'সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে কি না আমরা কেউ-ই জানি না। সবই অনুমান। নিশ্চিত হবার জন্যেই তোমাকে পাঠানো হচ্ছে সেখানে। এখন শোনো সবটা ব্যাপার খুলে বলি। তুমি যে সবুজ গোলাকার জিনিসটা পাঠিয়েছিলে ঈশ্বরদি থেকে সেটা একটা বিচিত্র টাইম বম্ব্। এর মধ্যে ঘড়ির মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট একটা ছিদ্র বিশিষ্ট অ্যাসিডের ক্যাপসুল আছে। একটা প্লাস্টিকের ফিউজকে নির্দিষ্ট গতিতে জ্বালাতে জ্বালাতে এগোচ্ছে সে অ্যাসিড। যখনই পুরো প্লাস্টিকের ফিউজটা ক্ষয় হয়ে যাবে, অমনি ফাটবে বম্ব।'

এইবার কিছুটা উৎসাহ বোধ করলো রানা। সোজা হয়ে বসলো সে। ছাই ঝেড়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন রাহাত খান।

'কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো? ওর ভেতর লোহা লক্কড়ের বদলে আছে পাতলা কয়েকটা কাঁচের গোলক। তেল জাতীয় একটা জিনিস ভরা সবগুলোর মধ্যে। বোমাটা ফাটলে পরে এগুলো ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়বে।'

'কি জিনিস ভরা সেই কাচের বলে?'

'Molasses Scent, চিটাগুড়ের গন্ধ। আর কিছু না। বল ভাঙলেই দশ মিনিটের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে। ডক্টর আলী আকবর ল্যাবরেটরীতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন একটা বল। ওঁর রিপোর্টে দেখছি প্রথমে চিটাগুড় থেকে তেল জাতীয় এই গন্ধ এক্সট্রাক্ট্ করে নিয়ে তার মধ্যে হাইপ্রেশার দিয়ে হাইড্রোজেন মলিকিউল তুলে দিয়ে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

বয়লিং পয়েন্ট পনেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট করে দেখা হয়েছে। একে ডিজাইড্রোজেনেশন করা বলে। বয়লিং পয়েন্ট যদি অতখানি নিচু করে দেখা যায় তাহলে এধরনের যে কোনো জিনিস মিনিমাম অ্যাট-মসফেরিক টেম্পারেচারেও এভাপোরেট করবে। উড়ে যাবে বাতাসে স্পিরিটের মতো।'

'কিন্তু এতে লাভ কি হবে ভারতের?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। হিসেব করে দেখা গেছে, যে হারে প্লাস্টিক ফিউজটা ক্ষয় হচ্ছে, তাতে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে তিনটায় ফাটবে টাইম বম্ব। প্রত্যেকটা বোমাই একসঙ্গে ফাটবে বলে ধারণা করে নেয়া অসঙ্গত হবে না। এখন ঐ বিশেষ দিনে যদি সারা পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা বরাবর এই Scent Bomb ফাটে, তাহলে কি এমন সুবিধা হতে পারে ভারতের? ডক্টর আকবর সমাধান দিচ্ছেন—পঙ্গপাল।'

'পঙ্গপাল!' রানার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিলো একটা। একসঙ্গে দ্রুত অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেলো মাথার মধ্যে। একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা উঁকি দিলো ওর মনের কোণে। হতেও তো পারে, ওদের দ্বারা অসম্ভব কি?

ইন্টারকমে গোলাম সারওয়ারের গলা শোনা গেলো।

'ডক্টর আলী আকবর, স্যার।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আর নাসরীনকে বলো যেন নিজের হাতে তিন কাপ কফি বানিয়ে পাঠিয়ে দেয় আমার কামরায়।'

চট্ করে একবার রাহাত খানের দিকে চেয়ে নিয়ে মৃদু হাসলো রানা। মধ্য-বয়সী এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতর। উঠে দাঁড়িয়ে সাদরে ডেকে বসালেন তাঁকে রাহাত খান। ফর্সা গায়ের রঙ,

ধূসর চোখের মণি। ছিমছাম; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিলেতি ছাঁটের নীল স্যুট। প্রশস্ত কপালে প্রতিভার ছাপ। রানার পাশের চেয়ারটা ছেড়ে বসলেন ডক্টর আলী আকবর। হাতের অ্যাটাচী কেসটা রাখ-লেন খালি চেয়ারের ওপর। পরিচয় দিলেন রাহাত খান।

'আমি রানাকে সমস্ত ব্যাপার মোটামুটি বোঝাবার চেষ্টা করছি-লাম। ও যাচ্ছে আমাদের তরফ থেকে টিটাগড়ে। রানা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ঐ সেন্ট থেকে আপনি পঙ্গপালের কথা মনে করলেন কেন। আপনি বরং বুঝিয়ে দিন।'

'এটা খুব সাধারণ কথা। এই গন্ধ লোকাস্টকে আকর্ষণ করে, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় রিসার্চ সেন্টারে পঙ্গপাল ধ্বংস করবার জন্যে লোকাস্টিসাইড্ তৈরি হচ্ছে এবং এই Scent-এর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গন্ধের সঙ্গে পঙ্গপাল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।'

'কিন্তু,'—রাহাত খান সূত্রটা ধরলেন কথার, 'দেখা যাচ্ছে লোকা-স্টিসাইডের কোনো চিহ্নও নেই, এবং শুধু গন্ধটাই ছড়াতে চাইছে আমাদের আকাশে বাতাসে। তার মানে কি হতে পারে? একটাই অর্থ আপাততঃ মনে হচ্ছে, ওরা সীমান্ত থেকে পঙ্গপাল ছাড়বে ঐ দিন। বিনা যুদ্ধেই আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশ ধ্বংস করে দেবে। তাই না?'

'সত্যিকার কোনো ক্ষতি করবার মতো অতো পঙ্গপাল পাবে কোথায় ওরা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমার কাছেও ব্যাপারটা খুবই অবাস্তব বলে মনে হয়েছে মিঃ খান।' বললেন ডক্টর আলী আকবর। 'যদিও আমি একে সম্ভব বলে বিশ্বাস করি না, তবু সারাদিন ছট্‌ফট্ করেছি দুশ্চিন্তায়, এবং শেষ

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পর্যন্ত কাল সারা রাত পরিশ্রম করে একটা সলিউশন তৈরি করেছি। স্প্রে-গানে ভরে এনেছি সেটা। যদি সত্যিই ওখানে গিয়ে দেখেন পঙ্গপালের কারবার, তাহলে এই সলিউশনটা স্প্রে করে আসবেন।' অ্যাটাচী কেস থেকে একটা কৌটা বের করে সযত্নে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি।

'কি আছে এতে?'

'Matarrhigium.'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর আকবর।

'এটা দিতেই এসেছিলাম। পরে আরো আলাপ হবে, এক্ষুণি আমার একটা ক্লাস আছে, আজ আসি।'

'আপনি কি ইউনিভারসিটিতে এখনও আছেন?' জিজ্ঞেস করে খান সাহেব।

'তা ঠিক নেই, পুরনো অভ্যেস, বুঝলেন না? এক-আধটা ক্লা নিই। আচ্ছা আসি।'

ব্যস্ত-সমস্ত প্রফেসর বেরিয়ে গেলেন। ওঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাস লেন রাহাত খান। বললেন, 'অদ্ভুত মানুষ! জীবনে ছুটি কাকে বলে জানেন না। এই রকম আরও কিছু লোক থাকা দরকার ছিলো আমা দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।'

আবদুল কফি নিয়ে এলো। এক চুমুক দিয়ে আবার কাজের কথা ফিরে গেলেন রাহাত খান।

'তাহলে দাঁড়ালো এই, আমাদের দেশে ভারতীয় গুপ্তচরদের ত পরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সঠিক জানা যাচ্ছে না অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে সবটুকু। কাজেই তোমাকে যে হচ্ছে টিটাগড়। দুই বর্গ মাইল জায়গা জোড়া ওদের সেই নিষিদ্ধ এ

কায় ঢুকতে হবে তোমায়। প্রথম কাজ ওদের হাতে ধরা না পড়া। কারণ, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু। দ্বিতীয় কাজ, সত্যিসত্যিই ওরা কি করছে ওখানে, কি ওদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান ইত্যাদি জেনে আসতে হবে। কিছুতেই একা কিছু করবার চেষ্টা করো না। একটা গোটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একা তোমার কিছুই করবার নেই। ক্ষতিকর কিছু দেখলে আমরা অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।'

'আর যদি ধরা পড়ে যাই, তবে?'

'বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করো।'

'কোনো রকম সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে না?'

'না। আপাততঃ সম্ভব হচ্ছে না।'

'কিন্তু ওদের আড্ডার ভেতর আমি ঢুকবো কেমন করে?'

'সেটা এখানে বসে আমি কি করে বলি বলো? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তুমি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো। ঐ যে, ওদের একটা মেয়ে স্পাই...কি যেন নাম...ও, মিত্রা সেন। যার জন্য এতগুলো ক্ষমতা-শালী লোককে পুত্রহারা করলে তুমি—তার সঙ্গে তো তোমার খুব, মানে (বাম হাতের মধ্যমা দিয়ে ডান চোখের নিচটা একটু চুলকে নিলেন রাহাত খান) বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। তার কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্যের আশা আছে?'

'না স্যার। ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে। মানে,...'

'আচ্ছা, আচ্ছা। ও কেমন ধরনের মেয়ে আমার না জানলেও চলবে। এদিকে Young Tigers এর পিতৃদেবরা আমার মাথা চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে। উচু মহলটা তোলপাড় করে ফেলেছে একেবারে। মহা ঝামেলায় পড়েছি। যাক, সেইদিন যদি শুভেচ্ছা মিশনের দল-টাকে ধরতে পারতে, তবে আর এতো ঝামেলা পোহাতে হতো না।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'ভোরে উঠে দেখছি ডাকবাংলো সাফ। নদীপথে পার হয়ে গেছে।'

'তোমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিলো।' অসমর্থন-সূচক মাথা নাড়লেন রাহাত খান।

এরপর Operation Goodwill সম্পর্কে আলোচনা হলো। কয়েকটা ম্যাপ এঁকে রাহাত খান কি কি বোঝালেন রানাকে। সব রকম সম্ভাবনাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো। তারপর এক সময় আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এলো রানা সে ঘর থেকে।

রাহাত খানের ঘর থেকে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরালো রানা, তারপর প্যাকেট সুদ্ধ বাকি পনেরোটা সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। নিজের কামরায় গিয়ে বসলো রানা চিন্তান্বিত মুখে। মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলো সে ওর ভবিষ্যৎ কাজগুলো।

'কি ব্যাপার? বড় সাহেব মেরেছে নাকি?' নাসরীন রেহানা সামনে এসে দাঁড়ালো।

'মেরেছে মানে? একেবারে খুন করে ফেলেছে। কাল খবরের কাগজে দেখবে।'

'বুঝলাম না।'

'এখন বুঝে কাজ নেই। কাল কাগজ হাতে নিয়েই বুঝতে পারবে। এখন এই চিঠিটা নিয়ে নাভানা ট্রেডার্সে চলে যাও তো সোজা! ওদের শো-রুম থেকে যে রঙটা তোমার পছন্দ হয় সে রঙের একটা করোনা নিয়ে চলে এসো। আর আবদুলকে বলে যেয়ো এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট নিয়ে আসবে আমার জন্য। এই যে টাকা।'

'ক্যাপস্টান?' দুই চোখ কপালে তুললো রেহানা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাপস্টান। কানে কম শোনো নাকি? যাও ভাগো।

আমার মেজাজ এখন তিনচার রকম হয়ে আছে। ঘাঁটিয়ো না আমাকে।'

'ওরেব্বাপ্‌স্‌।' কেটে পড়লো রেহানা।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো মাসুদ রানা।

গ্রীন রোডের একটা ছোট্ট মোটর ওয়ার্কশপের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামলো লরেল গ্রীন মেটালিক কালারের একখানা আনকোরা টয়োটা সিডান। সামনে পিছনে 'ON TEST' লাগানো।

'আরে আসুন আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম। বাঁচবেন অনেক দিন।' রানাকে দেখেই হৈ হৈ করে এগিয়ে এলো দেওয়ান মটর ওয়ার্কসের এনামুল হক; পাতলা-সাতলা ছিমছাম চেহারা। কপালটা ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে—মাঝখানে কিছু চুল রেখে মাথার দুই পাশ দিয়ে এগোচ্ছে টাক। ডান গালে চোয়ালের কাছে কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের অপারেশনের দাগ, গর্ত হয়ে আছে। বাড়ি মুর্শিদাবাদ। রানার গাড়ির একমাত্র অভিভাবক।

'এযে দেখছি নতুন গাড়ি। কোনো বন্ধুর বুঝি?' করোনাটার দিকে একবার চেয়েই ঔৎসুক্য হারিয়ে ফেললো এনামুল হকের পাকা-চোখ। অল্প কথায় চলে গেলো সে।

'আপনার জাগুয়ারের পিস্টন রিং চেঞ্জ করে দিয়েছি, আর ধোঁয়া নেই। ট্যাপেট আর ডিসট্রিবিউটার এবার ঠিকমত অ্যাডজাস্ট হয়েছে, খেয়াল করেছেন?'

জাগুয়ারের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেলো রানার। ঘণ্টা দেড়েক পর নিজ হাতে ধ্বংস করতে হবে ওর একান্ত প্রিয় গাড়িটা। খবরটা জানতে পারলে রানার মতোই আঘাত পেতো এনামুল হক।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'গাড়িটা বন্ধুর নয়। আমার। এখন থেকে ওটাই চালাতে হবে আমাকে। জাগুয়ার বাদ।'

'জাগুয়ার বাদ? জাগুয়ার ছেড়ে এই গাড়ি চালাবেন আপনি?' তাজ্জব হয়ে গেলো হক সাহেব।

'হ্যাঁ। ওপরওয়ালার হুকুম। তাই আপনার কাছে ওটা নিয়ে এলাম। একটু মানুষ করে দিতে হবে।'

'তা করা যাবে, কিন্তু জাগুয়ারটা—ছি ছি ছি। আচ্ছা যাই হোক, কি আর করা।' গলাটা হঠাৎ উঁচু করে হাঁক ছাড়লো হক সাহেব, 'ও পিচ্চি, দিলু মিঞাকে বল্ মাসুদ সাহেব এসেছেন কাস কেলাস করে ডালপুরি আর চা। তাড়াতাড়ি করতে বলিস বাবা।'

একটা চেয়ার হক সাহেবের খুব কাছে টেনে নিয়ে বসলো রানা। তারপর ঘাড়ের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুলে করোনাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'এগুলো বোধহয় ঘন্টায় আশি-পঁচাশি করে। না?'

'হ্যাঁ, তা ঐ রকমই। এর বেশি আর কি আশা করেন?'

'কমপক্ষে একশো তিরিশ আশা। পারবেন?'

'পারবো না কেন? একটু সময় লাগবে। নতুন গাড়ি, মাত্র শো-রুম থেকে বের করেছেন, ক'দিন চালান, তারপর এক সময়—'

'নতুন গাড়ির মোহ আমার নেই হক সাহেব, আপনি ভালো করেই জানেন। তাছাড়া আগামী কয়েকদিন আমি ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। এটা আমি এখনই এখানে ছেড়ে ট্যাক্সিতে ফিরবো বাসায়। ফিরে এসে কমপ্লিট চাই। কি কি বদলাতে হবে?'

'সে অনেক কিছু। প্রথমে তো চেসিস আর বডির ওজন কমাতে হবে; ইঞ্জিনের rotating আর reciprocating পার্টসের ওজন কমাতে হবে। সিলিণ্ডার হেড মেশিনিং করে কম্প্রেশন রেশিও বাড়াতে inlet

part-গুলোকে হাই পলিশ লাগাতে হবে—যাতে ভালো flow পাওয়া যায়, কাস্ট আবরণ থাকলে flow অতো সুবিধের হয় না: সাইলেন্সার বক্স উড়িয়ে দিয়ে ডাইরেক্ট এক্‌জস্ট পাইপ দিতে হবে; টুইন ডাউন-ড্রাফট্ কারবুরেটর লাগাতে হবে; (রানার বাড়ানো প্যাকেট থেকে ক্যাপস্টান না নিয়ে কিংস্টর্ক বের করলো এনামুল হক) তাছাড়া কাম্-বাস্‌শন্ চেম্বারের ডিজাইন বদলে ফেলতে হবে; আরও শক্তিশালী ভাল্‌ভ স্প্রিং দিতে হবে; স্পেশাল কামশ্যাফ্‌ট ফিট করতে হবে; ট্যাপেট-ক্লিয়ারেন্স বাড়িয়ে দিতে হবে; ইনডাক্‌শন র‍্যামিং এফেক্টের জন্যে সুপার চার্জার লাগাতে হবে। তার ওপর একখানা ওভার ড্রাইভ ইউনিট ফিট করে দেবো—ইঞ্জিন স্পীড হুইল স্পীডের সমান হয়ে যাবে, পেট্রোলও খাবে অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণ গাড়িতে ইঞ্জিন স্পীড হুইল স্পীডের ডবল থাকে—সমান করে দিলে, বুঝতে পারছেন না, কতো বেশি স্পীড পাচ্ছেন? এছাড়া আরো দু'একটি টুকিটাকি জিনিস আছে। যেমন, কুলিং সিস্টেমটা ইমপ্রুভ করতে হবে, কারণ বুঝতেই পারছেন...'

'কিছু বুঝতে পারছি না হক সাহেব।' আর সহ্য করতে পারলো না রানা। এবং বুঝবার কিছুমাত্র আগ্রহও নেই। এসব আপনি বুঝলেই চলবে। স্পীড কতো পাচ্ছি শুধু সেটাই বলেন মশাই।

'তা কমপক্ষে হাণ্ড্রেড টোয়েনটি তো বটেই। ঠিক কতো পাবেন বলা মুস্কিল। বেশিও হতে পারে।'

'ব্যস, তাহলেই খুশি। কিন্তু হবে তো!'

'হবে না কেন, বিদেশে হরদম হচ্ছে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, যে রকম স্পীড এবং পিক্-আপ চাইছেন, তাতে পেট্রোল কন-জাম্পশন বেড়ে যাবে অনেক।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'তা হোক। এই দু'হাজার টাকার চেক রেখে যাচ্ছি—আরো যদি লাগে লাগিয়ে দেবেন। এক হপ্তার মধ্যে আসছি আমি।'

'আরে সে সব আমাকে বলতে হবে না। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, নিন আরম্ভ করুন।'

রানার প্রিয় ডালপুরি—দিলুর নিজ হাতে তৈরি, আর চা শেষ করে সিগারেট ধরালো দুজন। ঠিক এমনি সময় ঢুকলো এসে ইদু মিঞা।

'ওস্তাদ আমার গাড়িটা আবোর ফির টেরাবোল দিতাছে। ইক্‌-জিরিসা দেইখা দিবার লাগবো।' হঠাৎ রানার দিকে চোখ পড়তেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ইদু মিয়া। 'আরে আপনে এইখানে হুজুর! ওস্তাদের লগে জান-পয়চান আছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জান পয়চান আছে। আয় দেখি তোর গাড়ি কি হয়েছে।' ধমকের সুরে বললো হক। তারপর তিনজন এসে দাঁড়ালো ট্যাক্সির সামনে। দে, স্টার্ট দে দেখি।'

ইদু মিঞা স্টার্ট দিলো কিন্তু কোনো ট্রাবল পাওয়া গেলো না। রানা একটু অবাক হলো।

'ব্যাটা শয়তান, এই রাস্তা দিয়ে যখনই যাবে, নেমে এসে এরকম বিরক্ত করবে। কিছু না, ঠিক আছে গাড়ি।' রানার দিকে চেয়ে বললো, 'এটা ওর একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই পথে যেতে একবার থামা চাই।'

'আরে না না ওস্তাদ আপনেরে দেখলেই হালায় টেরাবল যায় গা।'

হাসে ইদু মিঞা। 'আহেন হুজুর, কোন্ দিকে যাইবেন ?' রানাকে ডাকলো এবার সে।

'তোমার গাড়িতে উঠবো না।'

'কেলেগা হুজুর, ব্যাদ্দবি হইছে কোনো ?'

'না। ভাড়া না নিলে তোমার গাড়িতে আর ওঠা যাবে না।'

'কি কন হুজুর। বাল্লার লগে কি ? দিলে দিবেন, না দিলে না দিবেন। মাগার বেইনসাফ দিবার পারবেন না। পুরানা পল্টন থেইকা এয়ারপোর্ট—প্যাচ কইরা বিশটা ট্যাকা বাইর কইরা দিলেন। পাঁচ টাকা কি কেরায়া অহে না। বেইমান পাইছেন আমারে ?'

'আর এদিক-ওদিক যে ঘুরলে ?' গাড়িতে উঠে বসে বললো রানা।

'ঘুরলাম তো বেহুদা হুজুর। আপনে যে চুপ থাকলেন। আই, বি, লাগছে মনে কইরা খামাকা দৌর পারলাম।' গাড়ি ছেড়ে দিলো ইদু মিঞা। রানা হাত নাড়লো এনামুল হকের দিকে।

'নম্বর মতিঝিল। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন।'

কথার খেই ধরে আবার আরম্ভ করলো ইদু মিঞা।

'উই হালার পিছে লাগছিলাম আমি এয়ারপোর্ট থেইকা, দেখি হালায় যায় কই। আই, বি, না আই, বি র '—' উইটা। ভাগতে ভাগতে একেরে রমনা পার্ক। গাড়ি ফালাইয়া গেলো গা '—' যাবানি। আমি···'

'আজ রাত তিনটের সময় আমার বাসায় আসতে পারবে ?'

'পারুম না কেলেগা ? মহাজনের গাড়ি তো না, আপনা গাড়ি।'

'বেশ, এসো তাহলে।'

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়লো রানা সাততলা বাড়িটার মধ্যে। ভাবলো ভোর রাতে ইদু মিঞাকে বলে দেবে যেন আগামী কাল এক-বার এনামুল হকের সঙ্গে দেখা করে দুপুরের দিকে। নিশ্চয়ই এনামুল হক ওকে রানার মৃত্যুর-সংবাদ দেবে—তারপর অবাক হয়ে শুনবে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ভোর রাতে রানার ঢাকা ত্যাগের কথা। ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে চেপে যাবে হক সাহেব। কাজ বন্ধ করবে না করোনার। ক'দিন পর ঢাকায় ফিরে তৈরি গাড়ি পাবে রানা।

নয়

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

রেঙ্গুনে দুই ঘণ্টা থামতে হবে। PIA-র দৌড় ঐ পর্যন্তই। এরপর BOAC-তে যেতে হবে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্কক-যাত্রিরা বেশির ভাগই বেরিয়ে পড়লো ভোরের রেঙ্গুন দেখতে। একা রানা বসে থাকলো প্যাসেঞ্জারস লাউঞ্জে। ঢাকা এয়ারপোর্টে কেনা আজকের বাংলা কাগজটা খুললো মাসুদ রানা। এতক্ষণ প্লেনে ওটা ভাঁজ করে নিয়ে বসেছিল, খুলতে সাহস হয়নি, পাছে কেউ চিনে ফেলে।

খবরের কাগজে পরিষ্কার উঠেছে ছবিটা প্রথম পৃষ্ঠায়। ভাঙাচোরা জাগুয়ার গাড়িটার দুমড়ানো দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে রানার দেহের অর্ধাংশ। রক্তে (লাল কালিতে) ভেসে গেছে কপাল, গাল জামার একাংশ। কিন্তু চেনা যাচ্ছে রানাকে। হেডিং—'সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু।' নিচে লেখা :

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গতকল্য বৃহস্পতিবার বৈকাল সাড়ে-ছয়টায় চন্দ্রার নিকট, গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া একটি জাগুয়ার গাড়ি, ই, বি, এ, ৪৭৮৪, সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হইয়াছেন। বেপরোয়া গতিতে গাড়িটি ঢাকা হইতে আসিতেছিল। পথের ওপর খেলায় রত দুইটি বালককে রক্ষা করতে গিয়া ডান দিকে কাটিয়া গাড়িটি একটি গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া চুরমার হইয়া যায়। নিহত চালক জনাব মাসুদ রানা ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশনের ম্যানেজার ছিলেন। ময়না তদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রানা ভাবলো সত্যিই যদি ওর মৃত্যু ঘটতো তাহলেও ঠিক এমনি নিরুত্তাপ ভাষায় লাইন ক'টা লেখা হতো। তারপর ভুলে যেতো সবাই ওর কথা। নতুন নতুন মানুষ আসতো এই পৃথিবীতে—ঢেউয়ের পর ঢেউ আসতো নতুন জেনারেশন—হাজার হাজার বছর পার হয়ে যেতো। তেমনি চাঁদ উঠতো আকাশে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ আলোয় মায়াময় করে দিয়ে, তেমনি সাগর দুলতো আবেগে, মাতাল হাওয়া এসে নিবিড় করে তুলতো প্রেমিক-প্রেমিকার মধুর মিলন। তরুণ তার প্রথম প্রেমের রঙে রাঙিয়ে নিতো এই ভুবন; যৌবনের গর্বে বুক ফুলিয়ে বলতো 'আমি ভালোবাসি এই সুন্দর পৃথিবীকে।' তারপর একদিন সেও হারিয়ে যেতো রানারই মতন কালের অতলে। মানুষের জীবনটা কি?

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে এসব বাজে চিন্তা দূর করে দিলো মাসুদ রানা। যতক্ষণ বেঁচে আছে অন্ততঃ ততক্ষণ তো সে স্বেচ্ছাধীন। তার ইচ্ছার ঘোড়া যেদিক খুশি ছোটাতে পারে—কাল-মহাকালের থোড়াই পরোয়া করে সে! তারপর যা হবার হোক না, কে মানা করতে গেছে।

লাগাও ব্রেকফাস্ট। তারপর আবার প্লেন। পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ব্যাঙ্কক।

ব্যাঙ্ককে কাস্টমস চেকিং শেষ হতেই বেরিয়ে এলো রানা। মৃদু হেসে ভাবলো, ওর অ্যাটাচী কেসটা দেখলেই হয়েছিলো কাজ। পঞ্চাশটা একশ' ডলারের কড়কড়ে নোট ছিলো একটা চোরা পকেটে। কাউকে না জানিয়ে এগুলো এনেছিলো সে হোম ডেলিভারী স্কিমে এক বন্ধুর জন্যে কিছু শখের জিনিস কিনে পাঠাবে বলে।

'মিস্টার মাসুদ রানা?' গাল্‌স্‌ খাটো এক ভদ্রমহিলা কাছে এসে দাঁড়ালো। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে। গায়ের রঙ রীতিমতো ফর্সা। চমৎকার স্বাস্থ্য। বোধহয় অ্যাংলো-থাই হবে। নাকমুখের চেহারা অপূর্ব বলা যাবে না। চাকমা টাইপ। কিন্তু চমৎকার একপাটি ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসলো মেয়েটি।

'ইয়েস।'

'দিস ইজ মিস ক্যাথি ডেভন। গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু।' উত্তর দিলো রানা।

'আপনার জন্য গাড়ি তৈরি। আসুন আমার সঙ্গে। ব্রিস্টল হোটেলে আপনার জন্যে রুম রিজার্ভ করা আছে মিঃ ক্রিয়াং শ্রীসানান বিশেষ কাজে সায়গন গেছেন। আমার ওপর আপনার ভার পড়েছে।

আশা করি প্লেনে সময়টা ভালোই কেটেছে।'

'নাঃ। খুব খারাপ! পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে আসবার সময় এতো বাম্প করেছে যে মাথাটা ঘুরছে এখনও। ভাবছি পায়ে হেঁটে দেশে ফিরবো।'

'আপনার দুর্ভাগ্য। আজ বোধহয় আবহাওয়া কিছু গোলমাল করেছে। সাধারণতঃ এমন অনুযোগ শোনা যায়।'

একটা স্যাণ্ড বীজ কালারের এইট-ফিফটি ফিয়াট দাঁড়িয়ে ছিলো ড্রাইভিং সীটে বসে ভেতর থেকে ওপাশে দরজাটা খুলে দিলো ক্যাথি ডেভন। ছোটখাটো টু-ডোর গাড়িটা বেশ পছন্দ হলো রানার। উঠে বসলো পাশের সীটে। গাড়ির ঐ-সীটটাকে death seat বলে। কোন্ এক আমেরিকান ম্যাগাজিনে পড়েছিলো। একটু মুচকে হাসলো রানা।

পাকা হাত মেয়েটির। যখন ডান দিকে মোড় ঘুরবে তখন ঠিক ডানদিকের সিগন্যাল দিচ্ছে; আমাদের দেশী মেয়ে ড্রাইভারের মতো বাঁয়ে সিগন্যাল দিয়ে ডাইনে ঘুরছে না। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে চললো রানা। পীচ ঢালা রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েক মাইল গিয়ে শহরে ঢুকলো গাড়ি। একেবারে বাংলাদেশের মতো দেশটা। কিন্তু অনেক দ্রুত এখানকার জীবন যাত্রা। শহরের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য খাল—ক্লং, অসংখ্য কালভার্ট। প্রচুর আমেরিকান মুখ দেখা গেলো। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে এটা ওটা চেনাতে চেনাতে এগিয়ে চললো ক্যাথি ডেভন। চারতলা ব্রিস্টল হোটেল। তিনতলায় রানার ঘর।

'বিকেলে আমাদের মেক-আপ ম্যান এসে আপনার চেহারা পাল্টে দিয়ে ফটো তুলে নিয়ে যাবে। মিঃ ক্রিয়াং শ্রীসানান সব বাবস্থা করে গেছেন। কাল আপনার নতুন পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন দশটার ভেতর।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আপনি আপনার ঘরে বিশ্রাম করুন। টেলিফোন আছে, যা লাগবে রুম-সার্ভিসে বলে দেবেন, সোজা আপনার ঘরে চলে আসবে।'

'দুপুরের লাঞ্চটা কোথায় সারা যায় বলুন তো? আসুন না এক সঙ্গেই লাঞ্চ করা যাক?' রানা বললো।

'ঠিক আছে। আমি ক'টা কাজ সেরেই চলে আসছি ঘন্টা খানেকের মধ্যে।'

ক্যাথি ডেভন চলে যেতেই রানা স্নান সেরে নিলো। ইজি চেয়ারে শুয়ে সিগারেট ধরালো একটা। এক কাপ কফি অর্ডার দিয়ে আবার বাংলা কাগজটা খুললো। চুরি, নৃশংস ভাবে স্ত্রী-পুত্র হত্যা, মোহামেডান স্পোর্টিং এর ৩-০ গোলে জয়লাভ, ভিয়েৎকং সৈন্যদের গুলিতে তিনটি মার্কিন বিমান ভূপাতিত, প্রেসিডেন্টের পিণ্ডি প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি শেষ করে বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে আর একবার তার মৃত্যু-সংবাদটা পড়লো। হাসি পেলো ওর।

এনামুল হক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ইন্দু মিয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে টয়োটা করোনার কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাহাত খান মোটা হাভানা চুরুট ধরিয়ে কাজে মগ্ন। রেহানা রানার অবর্তমানে রানার সহকর্মী জাহেদ ইকবালের ডিক্টেশন নিচ্ছে শর্ট হ্যাণ্ডে। জেল পলাতক কবীর চৌধুরীর মনটা খারাপ হয়ে যাবে নিজ হাতে রানাকে শেষ করতে পারলো না বলে। চিটাগাং এর আবদুল হাই, কুষ্টিয়ার সোহেল এরা চমকে উঠবে। ভাববে—আহা, ব্যাটা নেহাত খারাপ লোক ছিলো না। জয়দ্রথ মৈত্র মুখের কোণের ঘা চেটে নিয়ে মুচকে হাসবে তার বীভৎস হাসি। আর মিত্রা? দুঃখ পাবে? খুশি হবে?

মিত্রার মনের অবস্থাটা ঠিক কল্পনা করতে পারলো না রানা। ওর জটিল মনের মধ্যে রানার জন্যে কতখানি দুর্বলতা আছে তা জানা

সম্ভব হয়নি রানার পক্ষে। দেশ-প্রেম ওর কাছে অনেক বড়। হিন্দু-সমাজ সংস্কারের প্রতি গভীর অনুরক্তি অথচ ভালোবেসেছে সে এক বিদেশী মুসলমানকে। রানার মৃত্যু সংবাদে হয়তো মিত্রা হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যাবে। সেই রাত্রির ঘটনাটিকে সাময়িক দুর্বলতা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে। নিজের দেশ, নিজ আত্মীয়স্বজন, সমাজ, এতদিনকার মজ্জাগত সংস্কার, সব ত্যাগ করে নতুন জীবনে ঝাঁপ দেয়ার দ্বন্দ্ব থেকে তো সে অন্ততঃ মুক্তি পেলো।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রানা ভাবলো মানুষের কাজ না থাকলে বোধহয় এসব বেহুদা চিন্তা মাথার মধ্যে কিলবিল করে। সে এসব কি ভাবছে? জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো সে আনমনে।

'ব্যাক গিয়ারটা কোন্ দিকে?' ড্রাইভিং সীটের নিচের লিভারটা ডান দিকে চাপ দিয়ে সীটটা কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'অস্থান্য গিয়ার জানেন তো? ব্যাক হচ্ছে চেপে নিচু করে ফোর্থ গিয়ার।'

সাঁ করে বেরিয়ে গেলো রানা হোটেল থেকে ক্যাথি ডেভনকে নিয়ে।

'লাঞ্চের আগে আমি একটু বাসা হয়ে যেতে চাই। বাড়ির কাউকে বলা হয়নি, ওরা অপেক্ষা করবে। দু'মিনিট লাগবে আমার।' লজ্জা পেলো ক্যাথি একটু।

'তাতে কি আছে—চলুন না। আপনি শুধু ডাইনে-বাঁয়ে বলে দেবেন। বাড়িতে টেলিফোন নেই বুঝি?'

'না, এখন আর নেই। এখন আমরা খুব গরীব হয়ে গেছি।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'গাড়িটা আপনার না?'

'আমার হবে কেন? অফিসের। আমার হলে তো এক্ষুনি বেচে দিতাম।'

'কেন?'

চট্ করে অন্য কথায় চলে গেলো ক্যাথি। রানা বুঝলো এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি। পাঁচ মিনিট পর একটা সরু গলির ভিতর ঢুকলো গাড়িটা। একটা পুরোনো ইট বের করা, প্লাস্টার খসে পড়া বাড়ির সামনে থামলো গাড়ি। রাস্তার পাশে কলে জল নেবার জন্যে লাইন বেঁধে গেছে। বাল্‌তি হাতে একটা ছোট্ট অর্ধ উলঙ্গ মেয়েকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো ক্যাথি, 'বাবা কি করছে রে? মেজাজ কি রকম?'

'এই রকম!' চোখ মুখ পাকিয়ে একটা ভঙ্গি করে খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি। তারপর অবাক হয়ে রানাকে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করলো।

'আমার বোন।' বললো ক্যাথি রানাকে। 'আপনি গাড়িতেই বসুন এই ইলেকট্রোক্যানটা ছেড়ে দিয়ে, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?'

একটু ইতস্ততঃ করলো ক্যাথি, তারপর ডাকলো রানাকে।

নোংরা ঘর। মেঝেটা খাওয়া খাওয়া। খুবই সস্তা দরের কয়েকটা কাঠের চেয়ার, তাও আবার কোনোটার হাতল ভাঙা, কোনোটার পা মচকানো। একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে দরজায়।

হঠাৎ সেই দরজা দিয়ে একটা ইনভ্যালিড্ চেয়ারে বসে এক হাতে চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে একজন বৃদ্ধ এসে ঢুকলো ঘরে। ক্যাথি পরিচয় করিয়ে দিলো বাবার সঙ্গে। এক ফোঁটা হাসি নেই

বৃদ্ধের মুখে। গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ দুটো সন্দেহপূর্ণ চোখ মেলে আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিলো বৃদ্ধ রানাকে। রানার পরিচয় যে সে একবিন্দু বিশ্বাস করলো না তা স্পষ্ট বোঝা গেলো। অস্বস্তি লাগছিলো রানার। ক্যাথি বললো, 'আমরা দুপুরে বাইরে খাচ্ছি আজ, তাই বলতে এলাম।'

হঠাৎ বৃদ্ধ পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো ক্যাথিকে—'এতক্ষণ এই লোকটার সঙ্গে ছিলে তুমি? একে চেনো তুমি যে বিয়ে করতে যাচ্ছো?'

চমকে উঠলো রানা। ফ্যাকাসে হয়ে গেলো ক্যাথি ডেভনের মুখ। শুধু বললো, 'বাবা!'

'ন্যাকামী করো না। ভেবেছো আমি কিছু টের পাই না? শয়তান মেয়ে! বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছো! বাপ-মা-ভাই-বোন কিছু না? দূর হ তুই আমার বাড়ি থেকে। তোর টাকা না খেলেও চলবে আমার।'—এবার রানার দিকে অগ্নি দৃষ্টি ফেললো বৃদ্ধ, 'আর তুমি হারামজাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো? জামাই হতে এসেছো? মনে করেছো কোলে বসিয়ে দুই গালে চুমু করবো সকাল-বিকেল? জানো, তোমাকে পুলিশে দেবো আমি? বদমাইশ, সর্বনাশ করতে এসেছো আমাদের?'

দুই হাতে চোখ ঢেকে কেঁদে ফেললো ক্যাথি। এমন সময় একজন প্রৌঢ়া খাই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলো। রানা এবং ক্যাথির দিকে এক নজর চেয়েই ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে বললো, 'আহ্, আবার তুমি বাইরের ঘরে এসেছো?' ইনভ্যালিড্ চেয়ারটা ঠেলে পাশের ঘরে নিতে নিতে রানার দিকে চেয়ে বললো, 'আপনি দয়া করে কিছু মনে করবেন না মিঃ…'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলো বুড়ো চিৎকার করে বলছে, 'সবাই জোচ্চোর, সব শয়তান। আমি এদের চিনি না মনে করেছো ? এখন আমাদের কি অবস্থা হবে ? বিয়ে করলে আর টাকা দেবে ক্যাথি ?'— কাঁদতে আরম্ভ করলো বৃদ্ধ। 'এত বড় সংসারটা ভেঙে গেলো। সার নিয়ে পানিতে ভাসলাম রে...'

মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'চুপ করো। আঃ চুপ করো তো লক্ষ্মী। ক্যাথি বিয়ে করেছে কে বললে তোমাকে ? ছি ছি, ঐ ভদ্রলোকের সামনে তুমি মেয়েটাকে কতোবড় অপমান করলে বল তো!'

'ভদ্দোরনোক! উঃ! পরিষ্কার ডাকাতের চেহারা। সে আবার ভদ্দোরনোক সাজতে এসেছে...'

রুমালে চোখ মুছে নিয়ে ক্যাথি বললো, 'মাফ করবেন মিঃ রানা। আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি মাকে বলেই চলে আসছি।'

হতবাক রানা গাড়িতে গিয়ে বসলো। ঠিক দু'মিনিটেই চলে এলো ক্যাথি। লাবন্ লুয়াং রোডের রেনরো হোটেলে ইংলিশ লাঞ্চ অর্ডার দিলো রানা।

স্যুপের মধ্যে গোল মরিচের গুঁড়ো ফেলতে ফেলতে রানা বললো, 'আপনার বাবার এই অবস্থা কতোদিন ধরে।'

'কি অবস্থা ?'

'এই, মানে একটু অপ্রকৃতিস্থতা...'

'আমার বাবা পাগল নন। উনি ভুগছেন সন্দেহ রোগে। আর এই রোগও আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন ধরে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ায় ওঁর মস্ত ব্যবসা বন্ধু-বান্ধব, পার্টনার এবং কর্মচারীরা মিলে উজাড় করে দিয়েছে। অনেক টাকা ধার হয়ে গেলো বাজারে। সেই থেকে সবাইকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন উনি। আমি এবং আমার এক বোন উপার্জন করে সংসার না চালালে সবাই না খেয়ে মারা যাবে। তাই ওঁর সন্দেহ আমার নিজের সুখের জন্যে স্বার্থপরের মতো বিয়ে করে ফেলবো এবং সংসারে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। সব সময় এই অবস্থা থাকে না। প্রত্যেক মাসের প্রথমে যখন টাকা তুলে দিই বাবার হাতে, বাবা তখন ছেলেমানুষের মতো হাউ মাউ করে কাঁদে। বলে—তোদের আমি নিংড়ে শুষে ছোবড়া বানিয়ে ফেলছি ক্যাথি। দোহাই তোদের আমাকে একটু বিষ এনে দে। আমি মরলেই তোরা সুখে সংসার বাঁধতে পারবি। —হঠাৎ সচকিত হয়ে ক্যাথি বললো, 'ছি ছি, আপনাকে এসব কি বলছি।'

'আমার কিন্তু শুনতে বেশ লাগছে। আপনার বাবা কি এদেশের...'

'উনি আয়ার্ল্যাণ্ডের। আমার মায়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে এখানেই সেট্‌ল্‌ করেছিলেন। তাই আমরা হয়েছি এক মিশ্র জাত। ধর্ম আমাদের ক্রিশ্চানিটি। সমাজে স্থান নেই। সবাই 'অ্যাংলো' বলে মুখ বাঁকায়।'

'আপনার বোনও কি চাকরি করেন ?'

'না সে নৃত্য-শিল্পী। ঠিক শিল্পী বলা যায় না। নেচে টাকা উপার্জন করে আর কি। কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে আছে সে এখন। নেচে যা পায়, খরচটা রেখে দিয়ে সব পাঠিয়ে দেয় বাবার কাছে। আমাদের বোধহয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা উচিত। এসব দুঃখের কথা আপনি শুনে কি করবেন ?'

পুডিং শেষ হতেই কফি এলো। একটা সিগারেট নিজে নিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলো রানা ক্যাথির দিকে। দুটো সিগারেটে আগুন ধরিয়ে রানা বললো, 'আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের প্ল্যান কি ?'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'ভবিষ্যতের চিন্তা একদম বন্ধ করে দিয়েছি।'

'কেন?'

'আমরা যে পাঁকে পড়েছি, এ থেকে বেরোতে আরও দশ বছর লাগবে। আমার বয়স কতো জানেন? দেখলে অনেক কম মনে হয় আসলে বত্রিশ। দশ বছর পর বয়স হবে বেয়াল্লিশ। তারপরেও কি আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকতে পারে মেয়েমানুষের? প্ল্যান করে লাভ আছে কোনো?' আমার জন্যে অনন্তকাল তো আর অপেক্ষা করতে পারবে না উইলিয়াম।'

'দশ বছর কেন?'

আমরা দু'বোন সমস্ত সংসার খরচ বাদেও গড়পড়তা একশ' ডলার করে জমাচ্ছি প্রতিমাসে। আড়াই বছরে তিন হাজার ডলার জমিয়েছি আমরা। যখন আরো বারো হাজার জমাতে পারবো তখন আমাদের সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে। এই রাস্তার ওপরেই আমাদের একটা ছয়তলা বাড়ি আছে। সেটা মর্টগেজ মুক্ত হয়ে যাবে। সে বাড়ির ভাড়াই মাসে এক হাজার ডলার—আবার বড়লোক হয়ে যাবো আমরা। কিন্তু তখন আমাদের আর বয়স থাকবে না সে সুখ উপভোগ করবার।' ম্লান হাসি ফুটে উঠলো ক্যাথির পাতলা ঠোঁটে।

'আচ্ছা এতোবড় দায়িত্বের বোঝা ইচ্ছে করলেই তো কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজে সুখী হতে পারেন আপনি। কেন আপনি নিজের জীবনটা...'

---

o থাইল্যাণ্ডে Baht-এর হিসেব পাকিস্তানী পাঠকদের বুঝতে অসুবিধে হবে বলে ডলারেই লেখা হচ্ছে টাকা-পয়সার কথা।

Baht 25 = Dollar 1 = Rs. 5·00 ; মোটামুটি এই হিসেব মনে রাখলেই চলবে।

'ওকথা বলবেন না।' দুই হাতে কান ঢাকলো ক্যাথি। 'ও-কথা শোনাও পাপ। অনেকে বলেছে, এমন কি উইলিয়ামও। ভুলেও যদি করে বসি একাজ—তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে আত্মহত্যা।'

'কোনও আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার পাওয়া সম্ভব নয়?'

'না। সে চেষ্টা করেছি।'

'তবে তো দেখছি আপনার সুখের সব দরজা বন্ধ।'

'হোটেলের দরজা তো আর বন্ধ নয়। বেলা অনেক হয়েছে। চলুন আপাততঃ ঐ দরজা দিয়ে বেরোনো যাক।' হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো ক্যাথি। রানার মনে পড়লো ঠিক এমনি করেই হাসে ক্যাথির দশ বছরের অর্ধ-উলঙ্গ দুষ্টু বোনটা। 'এবং ধন্যবাদ। আপনাকে সব কথা বলে নিজেকে অনেক হাল্কা লাগছে এখন।'

বিকেলে মেক আপ ম্যান এসে আধ ঘন্টা পরিশ্রম করলো রানার মুখের ওপর। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য একটা লোক-কে দেখতে পেলো রানা। মোটামুটি মঙ্গোলিয়ান চেহারা দাঁড়িয়েছে।

'উঠিয়ে না ফেললে এই দাগ হপ্তাখানেক থাকবে। তারপর প্রয়োজন হলে আবার এক পোচ বুলিয়ে নেবেন। কেমিক্যালসের শিশি দুটো রেখে যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়ালো লোকটা। তারপর রানার একটা ফটো তুলে নিলো। 'এটা পাসপোর্টে যাবে। আপনার নাম চরোসা থিরা। থাই আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই এসে ঢুকলো ন্যাথি ফেভন।

'বাঃ, চমৎকার হয়েছে। এখন তৈরি হয়ে নিয়ে চলুন দেখি, আপনার জন্যে স্যুটকেস, জামা কাপড়, সবকিছু নতুন করে কিনতে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

হবে। আপনার এই থ্যাবড়া স্যুটকেস ফেরত যাবে পাকিস্তানে।'

কাপড়চোপড়, জুতা-মোজা, টাই-টাইপিন, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে সন্ধ্যার সময় ফিরলো ওরা হোটেলে। ক্যাথি চলে যাচ্ছিলো কাল দেখা হবে বলে, কিন্তু রানা ওকে যেতে দিলো না।

'আজ সন্ধ্যেটা আমার সঙ্গে কাটাতে হবে মিস ডেভন। কাল দশটার পর কোথায় আমি আর কোথায় আপনি। জীবনে আর দেখা হবে না। আমার অনুরোধটার অমর্যাদা করবেন না দয়া করে।'

অবাক দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলো একবার ক্যাথি। নাঃ। কোনও খারাপ মতলব আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি ভেবে রাজি হয়ে গেলো। মুখে বললো, 'কিন্তু আটটার বেশি থাকতে পারবো না। বাড়ির অবস্থা তো দেখেই এসেছেন।'

গাড়িতে উঠে রানা বললো, 'এখানকার সবচেয়ে নাম করা ক্যাসিনো কোনটা? সবচেয়ে উঁচু স্টেকে খেলা হয় কোথায়?'

ক্যাসিনো কথাটা বোধহয় বুঝলো না ক্যাথি, কিন্তু উঁচু স্টেকে খেলার কথা শুনে বুঝলো জুয়া খেলার কথা হচ্ছে। বললো, 'ডায়মণ্ড হাউজ।'

'কোথায় সেটা?'

'সুরায়োং রোডে। আমি ঢুকিনি কখনও ভেতরে। কেন?'

'চলুন ডায়মণ্ড হাউসেই সন্ধ্যেটা কাটাই।'

বিরাট ক্যাসিনোর চকচকে মোজাইক করা মেঝে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো ওরা। চারদিকে নানান রকম খেলার ব্যবস্থা।

সুন্দরী থাই মেয়েদের সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় প্রচুর অ্যামেরিকান বসে আছে। Chemin de fer এবং Caisse পাশ কাটিয়ে ওরা একটা কোণের খালি টেবিলে গিয়ে বসলো। নিজের জন্যে একটা স্কচ এবং ক্যাথির জন্যে ভোদকা মার্টিনি অর্ডার দিলো রানা। একটা সিগারেট অর্ধেক বের করে ক্যাথির দিকে ধরলো প্যাকেটটা, তারপর নিজে নিলো একটা।

সিগারেট ধরিয়ে রানা বললো, 'আমি একটা পাকা জুয়াড়ি। খুব খারাপ লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ আমার খেলতে ভয় করছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি আজ আমার ভাগ্য সহায়তা করবে না। খেললে ঠিক হেরে যাবো। আমাকে একটু সাহায্য করবেন আপনি?'

'আমি জীবনে এসব খেলিনি। তাছাড়া এসব পছন্দও করি না। চাকরি খোয়াবার ভয় না থাকলে কিছুতেই আপনার সঙ্গে এখানে ঢুকতাম না। এখন বলুন, কি সাহায্য করতে হবে?' স্পষ্ট বিরক্তি ক্যাথির কণ্ঠে।

'খুব সোজা খেলা। আমার হয়ে আপনাকে একটু খেলতে হবে।'

'আমি এসব খেলা জানি না।'

'আপনার কোনও চিন্তা নেই। শিখিয়ে দেবো। আমি যা বলবো আপনি শুধু তাই করবেন। এই নিন চার হাজার ডলার Roulette খেলতে হবে আপনাকে।'

বিস্মিত ক্যাথি বললো, 'বাব্বা এতো টাকা! যদি হেরে যাই?'

'ব্যাপারটা আগে আপনাকে বুঝিয়ে বলি।' নোটগুলো ক্যাথি ডেভনের হাতে দিয়ে রানা বললো, 'এই টাকা আপনাকে ধার দিচ্ছি কারণ ধার না দিলে আমার আজ রাত্রির মন্দ ভাগ্যের আওতা থেকে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রেহাই পাবে না টাকাগুলো। আমরা, পাক জুয়াড়িরা, সৌভাগ্য এবং মন্দভাগ্যের অদৃশ্য হাত উপলব্ধি করতে পারি এক আশ্চর্য শক্তির বলে। এবং মেনে চলি। যেই ধার দিয়ে দিলাম অমনি এই মুহূর্ত থেকে ঐ টাকা আমার না। বুঝেছেন? কিন্তু যাতে হেরে গেলে ঐ ধার আপনাকে আবার শোধ করতে না হয় সেজন্যে টাকাটা কোথায় কি ভাবে খেলতে হবে সেটা আমি আপনাকে বলে দেবো। হারলে আমার দোষে হারবেন, আপনি দায়মুক্ত।'

'কত্তো প্যাঁচ! জুয়াড়িদের নানান কুসংস্কার থাকে জানতাম—কিন্তু আপনার মধ্যেও...' হাসলো ক্যাথি। 'বেশ, এখন বলুন কি করতে হবে।'

Roulett টেবিলের সামনে অল্প লোকের ভিড় ছিলো। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এখানকার সবচেয়ে উঁচু স্টেক কতো?'

'আন্‌লিমিটেড! যতো খুশি খেলতে পারেন।' নিরুৎসুক কণ্ঠে কাঠি হাতে লোকটা জবাব দিলো।

'মিস্‌ ডেভন্‌, টাকাগুলো Croupier এর কাছে দিয়ে কালোয় খেলুন।'

'সব একসঙ্গে?' অবাক হয়ে যায় ক্যাথি।

'হ্যাঁ, সব।'

চার হাজার ডলার দেখে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো Croupier-এর। চটপট গুণে নিয়ে আড়চোখে দেখে নিলো একবার রানাকে। নোটগুলো টেবিলের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চল্লিশটা লাল 'প্লেক' নিয়ে কালো ঘরে রাখলো। আরো কয়েকজন অল্প সল্প স্টেক ধরলো। টেবিলের তলায় হাত ঢোকালো একবার Croupier রানা বুঝলো কোথাও একটা বেল বেজে উঠলো নিশ্চয়ই। যেন হাওয়ায়

ভেসে দুজন ষণ্ডা মতো লোক এসে দাঁড়ালো টেবিলের পাশে। ঘুরিয়ে দেয়া হলো থালাটা। হাতির দাঁতের ছোট্ট সাদা বলটা ছুটে বেড়াতে লাগলো থালাময়।

রানা চেয়ে দেখলো ক্যাথি একদৃষ্টে চেয়ে আছে থেমে আসা থালাটার দিকে। কেন জানি রানা জানতো, জয় অনিবার্য। মৃদু হাসলো সে।

'থারটিন। ব্ল্যাক। লো অ্যাণ্ড অড্‌।' উঁচু গলায় বললো কাঠিধারী।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ক্যাথির চোখ। রানার দিকে চাইলো সে। এক বস্তা লাল 'প্লেক' জমলো ক্যাথির পাশে। মোট আশিটা হলো।

'আবার দিন চল্লিশটা কালোয়।'

কাঠি দিয়ে 'প্লেক'-গুলো কালোয় রাখা হলো একবার গুণে নিয়ে। আবার থেমে এলো থালাটা। আশেপাশে লোক জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। হাতির দাঁতের বলটা এঘর ওঘর টপ্‌কে গিয়ে বিশেষ ঘরে থামলো।

'টোয়েনটি। ব্ল্যাক। হাই অ্যাণ্ড ইভেন।'

বাচ্চা মেয়ের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো ক্যাথি ডেভন। অদ্ভুত এক অনাস্বাদিতপূর্ব উত্তেজনা অনুভব করছে সে। নেশায় পেয়ে বসেছে যেন ওকে। জিজ্ঞেস করলো, 'এবার?'

'এই দানটা আমরা খেলবো না।' বললো রানা। অবাক হয়ে ক্যাথি এবং Croupier চাইলো রানার দিকে। মাথা নাড়লো রানা। রানার ভেতর থেকে কে যেন বলে দিলো, অপেক্ষা করো।

আশেপাশে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রানা। এতক্ষণ যারা দশ-বিশ ডলার খেলছিলো, রানার জেতা দেখে তারাও

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

স্টেক বাড়িয়েছিলো। বিশ-ত্রিশ, কেউবা পঞ্চাশ। জমে উঠেছে খেলা। লোকে ভিড় করতে আরম্ভ করলো এই টেবিলে। আবার ঘুরলো থালা।

থালা থামতেই রানা দেখলো ছোট্ট বলটা পড়লো গিয়ে সবুজ দুটো ঘরের একটায়। বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো একবার। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে।

স্টিক্-ধারী চিৎকার করে বললো, 'ডাব্‌ল্ জিরো।' তারপর কালো লাল সব ঘরের প্লেকগুলোই তুলে নিলো টেবিল থেকে।

'এবার রেড।' রানা হাসলো ক্যাথির দিকে চেয়ে।

'কতো?' ডাব্‌ল জিরো দেখে ভয় ধরে গিয়েছিলো ক্যাথির। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো একবার রানা যখন বললো, চল্লিশ।

বেশ লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে এবার। কানাঘুষো হচ্ছে ওদের নিয়ে। ক্যাথির হাত থেকে প্লেকগুলো নিয়ে লালে রাখলো কাঠি-ধারী। আবার ঘুরলো থালা। রানা টের পেলো কিছু উৎসুক চোখ লক্ষ্য করছে ওর মুখ। নিরাসক্ত ভাবে সিগারেট ধরালো সে। এক-বিন্দু কাঁপলো না হাত। কিন্তু ভিতর ভিতর একটু উত্তেজিত না হয়ে পারলো না রানা। প্রতিবারই কি ভাগ্য তার সহায় হবে? এইবার খেলা কি উচিত হলো?

থালাটা যখন থেমে আসছে রানা দেখলো কপালের ঘাম মুছছে ক্যাথি। হাত কাঁপছে তার। সেই মুহূর্তে আরেকবার রানা ঘৃণা করলো জুয়া খেলাটাকে। এ এক কুৎসিত সংক্রামক ব্যাধি।

'থারটি-ফোর। রেড। হাই অ্যাণ্ড ইভেন।'

মৃদু গুঞ্জন উঠলো আশেপাশে। লোভী দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে দেখলো গুণে গুণে আশিটা লাল 'প্লেক' ক্যাথির পাশে সাজিয়ে

দিলো Croupier. মোট হলো একশ-বাটটা।

'ব্যস। চলুন।' রানা ডাকলো ক্যাথিকে।

'আর খেলবেন না?'

'না।'

ক্যাথিকে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের দিকে এগোল রানা। ষোলটা হাজার ডলারের নোট গুণে নিলো ক্যাথি দুই তিনবার করে। তারপর সেগুলো কালো ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে আবার এসে বসলো রানার সঙ্গে কোণের সেই টেবিলটায়। হাতের ব্যাগটা সযত্নে রাখলো সে টেবিলের মাঝখানে।

নিজের জন্যে একটা স্কচ্ এবং ক্যাথির জন্যে আরেকটা মার্টিনি অর্ডার দিয়ে রানা বললো, 'আপনার কপালটা সত্যিই ভালো।'

'আমার কপাল মানে? দেখলেন তো আপনি—আমি তো কেবল আপনার কথা মতো কাজ করলাম।'

'যাই হোক, আপনার কপালেই তো হলো। এখন আমার চার হাজার ডলার শোধ করে দিন।'

'সবই আছে ব্যাগে। বের করে দেবো?' ব্যাগে হাত দিলো ক্যাথি।

'না। সব কেন? আমার টাকা আমাকে দিয়ে দিন। আপনি খেলে যা জিতেছেন—ও টাকা আপনার। আমাকে দেবেন কেন?'

অবাক হয়ে রানার চোখের দিকে চাইলো ক্যাথি ডেভন। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে—চোখ দুটো বিস্ফারিত। কথাগুলো যেন ঠিক বুঝতে পারলো না সে। বারো হাজার ডলার!

এ কী সম্ভব? বললো, 'যাঃ ঠাট্টা করছেন!'

'ঠাট্টা নয়, সত্যি। বারো হাজার ডলার দরকার বলছিলেন না?

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

সেই বারো হাজার আজ নিজে উপার্জন করে নিলেন আপনি।'

বিস্মিত, বিমূঢ় ক্যাথি ধীরে ধীরে বুঝলো কেন ওকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। কেন জোর করে ওকে ধার দিয়েছে চার হাজার ডলার। তারপর যেন এটাকে সে অপরিচিত বিদেশীর অযাচিত দান বলে প্রত্যাখ্যান করতে না পারে সেজন্যে তাকে দিয়ে খেলানো হয়েছে সবটা খেলা। কথাটা ঠাট্টা নয়। তাকে দশ বছরের ছবিসহ দায় থেকে মুক্ত করে দিয়েছে ঐ নিষ্ঠুর, দুর্ধর্ষ চেহারার পাকিস্তানী স্পাই। হঠাৎ এক অদম্য আবেগ উথলে উঠলো ক্যাথির বুকের ভিতর।

টেবিলের ধারটা ধরে না ফেললে হয়তো পড়ে যেতো ক্যাথি। দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে দুই হাতে দুই গাল ধরে নিজেকে স্থির করতে চেষ্টা করলো সে। তারপর হঠাৎ দুই চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো প্লাস্টিক ঢাকা টেবিলের ওপর হাতের তালু বেয়ে। একটা ওয়েটার তাই দেখে এগিয়ে আসছিলো, হাতের ইশারায় তাকে সরে যেতে বললো রানা। এক মিনিটের মধ্যেই সামলে নিলো ক্যাথি। চোখ মুছে নিয়ে বললো, 'মাফ করবেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে এক বিশ্রী সীন ক্রিয়েট করলাম। কিন্তু কেন আপনি এটা করলেন? কেন আমার মতো একটা নিঃস্ব মেয়েকে হঠাৎ এমন প্রাচুর্যে ভরে দিলেন? অদ্ভুত লোক আপনি। আপনি বুঝতে পারবেন না মিঃ মাসুদ রানা আমার কেমন লাগছে। এত টাকা সব আমার। বাবার কেমন লাগবে? উঃ! আর উইলিয়াম! বলতে বলতে আবার দুই বিন্দু জল নেমে এলো গাল বেয়ে।

মৃদু হেসে হুইস্কিতে চুমুক দিলো রানা। চেয়ে চেয়ে দেখলো সে একটা বিদেশী মেয়ের উদ্বেগ, বিস্ময়, উত্তেজনা এবং আনন্দাশ্রু। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো, 'পোনে আট। ওঠার সময় হলো। ওটুকু শেষ করে চলুন উঠে পড়ি।' বিল চুকিয়ে দিলো রানা।

গ্লাসের তলায় পড়ে থাকা জলপাইটা কাঠি দিয়ে তুলে মুখে পুরলো ক্যাথি ডেভন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলুন।'

হোটেলের সামনে রানাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো ক্যাথি দুই ডানা মেলে ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনায় ভাসতে ভাসতে। জীবনের সবকটা দিন যদি এমনি সুখের হতো!

ঘরে ঢুকেই রানা বুঝলো ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ঢুকেছিলো ঘরের ভিতর। জিনিসপত্র যেমন রেখেছিলো ঠিক তেমনটি আর নেই। খোয়া যায়নি কিছুই—কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্র ঘেঁটেছে কে যেন। চোর হলে তো চুরি করতো! ব্যাপারটা আবছাই থেকে গেলো রানার কাছে।

বিছানায় শুয়ে রানা ভাবছিলো মিত্রার কথা। কেন যে ঘুরে-ফিরে বারবার এই মেয়েটির ছবি ভেসে উঠে মনের পর্দায় বুঝতে পারে না রানা। কেন অবসর পেলেই নিজের অজান্তে ওর কথা ভাবতে থাকে সে? দেখা হবে আর কোনো দিন? কেন যে এমন হয়—হঠাৎ কেন এমন ফাঁকা লাগে? রানার জীবনে কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ রয়ে গেছে। বুঝতে পারে না সে অনেক ভেবেও ত্রুটি ঠিক কোন্খানটায়।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

দশ

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'ইওর অ্যাটেনশন প্লিজ।' প্যান অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজ অ্যানাউন্সেস দা ডিপারচার অফ ইট্‌স্‌ জেট ক্লিয়ার রাউণ্ড দা ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ফ্লাইট পি, এ, জেরো জেরো ওয়ান, টু রেঙ্গুন ক্যালকাটা-করাচী বায়রুত ইস্তাম্বুল-মিউনিখ ফ্র্যাঙ্ক্‌ফুর্ট-লণ্ডন-নিউইয়র্ক। প্যাসেঞ্জারস আর রিকোয়েস্টেড টু বোর্ড দা এয়ারক্রাফ্‌ট। থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

চড়া পর্দার তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ বিশটা লাউড-স্পীকার থেকে ছড়িয়ে পড়লো সারাটা এয়ারপোর্টে।

বহু ছাপ-ছোপ দেয়া পাসপোর্টটা ফেরত পেয়ে প্যাসেঞ্জারস লাউঞ্জের দিকে এগোল রানা। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন প্যাসেঞ্জার। রানা খেয়াল করলো একজন যাত্রী ওকে লক্ষ্য করছে সামনে ধরা খবরের কাগজের আড়াল থেকে আড়চোখে। আনমনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। লোকটার হাতে ধরা কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো সে। তেসরা তারিখের একটা পূর্ব-পাকিস্তানী কাগজ। রানার দুর্ঘটনার খবরটা পড়ছে লোকটা মনোযোগ দিয়ে। মাটিতে রাখা একটা অ্যাটাচী কেসের গায়ে লোকটার

নাম পড়লো রানা—টি. আর. পট্টবর্ধন।

নিশ্চয়ই ভারতীয়। টের পেয়ে গেলো নাকি ওরা? ফ্লাইট ক্যান্সেল করে দেবে? সপ্তাহে তিনটে মাত্র ফ্লাইট—মঙ্গল, বিষ্যুৎ, শনি। আজ না গেলে ছ'তারিখের আগে পৌঁছতে পারবে না টিটাগড়। কিন্তু টের পাবে কি করে? অসম্ভব। এটা বোধহয় দৈব-সংযোগ। গত রাতে তার ঘরে লোক ঢোকার কথাও মনে পড়লো রানার। গোড়াতেই গলদ হয়ে গেলো না তো? এই অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া তো নিরাপদ নয়! ঘুরে দাঁড়ালো চিন্তিত রানা। তারপর স্থির করলো সে, এখন আর পিছিয়ে যাওয়া যায় না।

প্লেনে উঠবার সিঁড়িতে পা দিয়েই নিজের নাম, অর্থাৎ মিঃ মিত্রা শুনে থমকে দাঁড়ালো রানা। দেখলো ক্যাথি ডেভন আসছে পেছন থেকে দৌড়ে।

'ঐ পট্টবর্ধন থেকে সাবধান। ও কিছু একটা সন্দেহ করেছে। খুব সাবধান! এখন সব কথা বলবার সময় নেই।' কাছে এসে নিচু গলায় কথাটা বলেই লোকটির দিকে ইঙ্গিত করলো ক্যাথি। একটা রক্ত গোলাপের কুঁড়ি রানার কোটে লাগিয়ে দিলো সে। তারপর বললো, 'আজকের ফ্লাইটটা ক্যান্সেল করতে পারেন না?'

'না, দেরি হয়ে যাবে। নেক্সট ফ্লাইট সাত তারিখে। অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

রানা লক্ষ্য করলো ভিতর ভিতর কেন জানি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ক্যাথি।

'আপনি গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠবেন, না?'

'খুব সম্ভব।'

'ঐ হোটেলেই আছে আমার বোন শ্যালি ডেভন। আমার একটা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

চিঠি দেবেন তাকে দয়া করে ?'

'নিশ্চয়ই। আর মিঃ শ্রীসানানকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। গুড বাই।'

'গুড বাই। ভায়া খণ্ডিওস্।'

চিঠি নিয়েই রানা উঠে গেলো সিঁড়ি বেয়ে। রুমাল নাড়লো ক্যাথি। রানাও একটু হাত নেড়ে ঢুকে পড়লো ভিতরে। রানার ঠিক পেছনের সীটে এসে বসলো টি. আর. পট্টবর্ধন। মাথায় এক-বোঝা দুশ্চিন্তা নিয়ে সীট বেল্ট বেঁধে নিলো মাসুদ রানা।

সুনীল সাগর পেরিয়ে এলো রুপোলী নদী নালার দেশ—শ্যামল বাংলা। নিচে সবুজ কার্পেট বিছানো। তারপর মহানগরী কলকাতা। ছোট ছোট ঘর বাড়ি, খেলনার মতো ট্রাম বাস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, হাওড়া ব্রীজের একাংশ।

ক্লিপার জেট নামলো দমদম এয়ারপোর্টে। রানওয়ের ওপর দিয়ে ট্যাক্সিং করে এসে একপাক ঘুরে দাঁড়ালো প্রকাণ্ড প্লেনটা হ্যাঙ্গার এবং এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের মাঝামাঝি জায়গায়। এয়ার কণ্ডিশন করা প্লেন থেকে বেরিয়েই অসম্ভব গরম লাগলো রানার। রোদের মধ্যে এইটুকু পথ হেঁটে যেতে ঘাম দেখা দিলো কপালে। পিছন পিছন এলো পট্টবর্ধন।

মস্ত লাউঞ্জে গিয়ে বসলো সবাই। মাল নামবে, কাস্টমস চেকিং হবে—বেশ অনেকক্ষণের ব্যাপার। ফাইভ ফিফটি-ফাইভের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিলো রানা। বেশির ভাগ প্যাসেঞ্জারই একবার জেন্টস লেখা ঘরটায় ঘুরে এলো। রানা গেলো না। এবং রানাকে চোখের আড়াল করবে না বলে পট্টবর্ধনও বসে রইলো পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো রানা।

বেশ খানিকক্ষণ পর ডাক এলো প্যাসেঞ্জারদের কাস্টম চেকিং রুমে যাবার জন্যে। সবাই যে যার ছাতা, লাঠি আর ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়লো ছত্রভঙ্গ হয়ে। এবার রানা গিয়ে ঢুকলো টয়লেটে। পরমুহূর্তেই এসে ঢুকলো পট্টবর্ধন। বেচারা অনেকক্ষণ ধরে বোধহয় চেপে রেখেছিলো। ভাবলো এই সুযোগে দুটো কাজই সেরে নিই। নজর রাখাও হবে, আর...। ঢুকেই দেখলো রানা দাঁড়িয়ে গিয়েছে জায়গা মতো। আর জায়গা নেই দাঁড়াবার। কিন্তু ল্যাট্রিনের দরজাটা খোলা। প্রস্রাব পায়খানার আলাদা বন্দোবস্ত। আর চাপতে না পেরে ঢুকে পড়লো সে ল্যাট্রিনের মধ্যে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে বাইরে থেকে বল্টু লাগিয়ে দিলো রানা ল্যাট্রিনের। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। দেখলো লাউঞ্জ খালি। বাইরের দরজাটাও বল্টু লাগিয়ে দিয়ে ভাবলো জমাদার ব্যাটা তাড়াতাড়ি এসে না পড়লেই এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়। দুম দুম করে ল্যাট্রিনের দরজায় বাড়ি মারার শব্দ শুনলো রানা কান পেতে। নাঃ। কেউ খেয়াল করবে না। 'কাস্টম' লেখা দরজা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঢুকলো রানা এবার।

'মিঃ রোসা খিরা ?' কাস্টমস্ অফিসার চাইলো রানার দিকে।

'ইয়েস !'

রানার স্যুটকেসের ওপর লাগানো একটা লেবেল ওর নামের নিচে 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টর' এবং তার নিচে 'আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল' ইত্যাদি শব্দগুলো চোখে পড়লো অফিসারের। ব্যাস, আর ঝামেলা হলো না। দুটো স্ট্যাম্প, ছিঁড়ে স্যুটকেস এবং অ্যাটাচী কেসে লাগিয়ে দিলো অফিসার। সাদা চক্ দিয়ে ক্রস এঁকে দিলো দুটো।

'উইশ ইয়ু হ্যাপি স্টে, স্যার।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'থ্যাঙ্ক ইয়ু।'

একটা পোর্টার তুলে নিলো রানার স্যুটকেস মোটা বখ্‌শিশের লোভে। বিদেশী লোক, বেশি দেবে নিশ্চয়ই।

'ট্যাক্সি স্যার?'

মাথায় পাগড়ি আর হাতে বালা পরা লম্বা চওড়া শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়ালো যমদূতের মতো। পোর্টারকে ড্রাইভারের সঙ্গে এগোবার জন্যে ইশারা করে রানা বললো, 'কিপ্‌ দ্যাট অন দ্য ব্যাক সীট।'

পকেট থেকে দুটো একশো ডলারের নোট বের করে ভাঙিয়ে নিলো রানা ইণ্ডিয়ান কারেন্সিতে এয়ারপোর্টের ব্যাঙ্ক থেকে। তার-পর ঘুরে দাঁড়িয়েই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো সে।

মিত্রা! ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌সের বিশেষ ড্রেস পরে একটা কাউন্টারের ওপাশে বসে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে মিত্রা সেন। মিত্রা কি ছেড়ে দিলো সিক্রেট সার্ভিস? হঠাৎ এই বেশ কেন? ওর ওপর নজর রাখবার জন্যে এই ভোল নেয় নিতো!

নিজের অজান্তেই মুখটা অল্প একটু হাঁ হয়ে গেছে মিত্রার। খুব চেনা চেনা লাগছে ওর এই লোকটাকে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় দেখেছে এর আগে। এই ফিগার, ঠিক এমনি ব্যাক ব্রাশ করা চুল, প্রশস্ত কপাল, ঐ দৃষ্টি যেন তার অনেক চেনা। মাসুদ রানা! নিশ্চয়ই এ মাসুদ রানা!

এক মুহূর্তেই সামলে নিয়েছিলো রানা। না চিনবার ভান করে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিলো সে কাঁটা ঘুরিয়ে রিস্ট-ওয়াচটা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে মিলিয়ে নিলো। তারপর এগিয়ে গেলো গাড়ি-বারান্দার দিকে। হাঁটার ভঙ্গিটা একটু বদলে নিলো সে। পেছন

রানা

ফিরে চাইলো না আর একটি বারও।

কিন্তু চাইলে দেখতে পেতো এক অবর্ণনীয় খুশিতে ঝলমল করে উঠলো মিত্রা সেনের মুখ। চিনতে পেরেছে সে। ঐ দৃষ্টি ভুলবার নয়। তাহলে বেঁচে আছে! চোখ বন্ধ করে দুই হাত তুলে কপালে ঠেকালো সে তার অদৃষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে। দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়লো তেসরা তারিখের একটা পূর্ব-পাকিস্তানী খবরের কাগজের ওপর।

চিড়িয়ামোড়, গানফাউণ্ড্রী রোড, কাশীপুর রোড, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, শ্যামবাজার, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে এঁকে বেঁকে এসে শিখ ড্রাইভার থামলো চৌরঙ্গী গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে। পিছনের সীটে বসে এতক্ষণ গোলাপের কুঁড়িটা পকেটে পুরেছে রানা, উল্টে পরেছে কোট, প্লেনের সব রকমের ট্যাগ ছিঁড়ে ফেলেছে স্যুটকেস এবং অ্যাটাচী কেস থেকে, টান দিয়ে চরোসা থিয়ার লেবেল উঠিয়ে ফেলেছে বাক্সের ডালা থেকে। অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে।

সুন্দরী রিসিপ্‌শনিস্টের প্রচুর Please এবং 'Thank you' র পর লিফটে করে উঠে এলো রানা তেতলায় একটা চমৎকার ডাবল্‌-বেড রুমে। খ্রীশ্চান নাম নিয়েছে সে এবার। মরিস রেমণ্ড। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর সেল্‌স ম্যানেজার। এয়ারকুলারটা অন করে দিয়ে ফাইভ্‌-ফিফটি-ফাইভ টিনের ভিতর থেকে একটা ক্যাপস্টান বের করে ধরিয়ে নিলো মাসুদ রানা। পোর্টারকে বখ্‌শিশ দিয়ে বিদায় করে দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ারে এসে বসলো। অতি দ্রুত চিন্তা করছে সে তখন।

পট্টবর্ধন এতক্ষণে নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়েছে। ধরা পড়ে গেছে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রানা। তার থাই পাসপোর্টের আর কানাকড়ি মূল্যও নেই এখন। সে এখন একটা পাকিস্তানী স্পাই ছাড়া কিছু নয়। এখানে যদি ধরা পড়ে তাহলে কোনও সাহায্য পাবে না সে স্বদেশ থেকে। সোজা অস্বীকার করবে পাকিস্তান ওর পরিচয়। জামার একটা বোতামে হাত বোলালো মাসুদ রানা। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে পটা-শিয়াম সায়োনাইড লুকোনো আছে বোতামটায়। সে তো অনেক পরের কথা। এখন কি করা যায়?

নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি হোটেলে খোঁজ নেয়া হবে চরোসা থিরা বলে কেউ উঠেছে কিনা। না পেলে সারা কলকাতার প্রত্যেকটি হোটেলে আজকে যতো লোক উঠেছে তাদের সবাইকে পরীক্ষা করে দেখবে ওরা। রানার চেহারার বর্ণনা দেয়া হবে প্রত্যেকটি হোটেলে, থানায় এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এ। রানার ফটোগ্রাফ পাঠানো হবে সব জায়গায়। শহরটা তছনছ করে খুঁজবে ওরা মাসুদ রানাকে। অবশ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষকে খুঁজে বের করা কঠিন আছে। কথাটা ভেবে একটু আশ্বস্ত বোধ করলো রানা।

কিন্তু ধরা পড়লো কি করে? কোনখানটায় ভুল করলো রানা? থাই ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ এখন ওর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত দাগ মুছে ফেললো রানা কেমিক্যাল-স দিয়ে। চরোসা থিরার পাসপোর্ট, ভিজিটিং কার্ড, প্লেনের টিকেট, ইত্যাদি সব রকম চিহ্ন এক সঙ্গে জমা করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললো সে। এখন আর কোনো আবরণ থাকলো না, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে টিকে থাকতে হবে। ধরা পড়লে হয় বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে, না হয় বোতাম তো আছেই। হঠাৎ মনে হলো, মিত্রা? এই অবস্থায় মিত্রা কোনো সাহায্য করবে।

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স? গুড্ আফটার নুন ম্যাডাম পুট মি টু এনকোয়ারি কাউন্টার প্লিজ!'

'জাস্ট হোল্ড্ এ মোমেন্ট স্যার। এনকোয়ারী এনগেজড্।'

দশ সেকেণ্ড অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো রানা রিসিভার কানে ধরে। তারপর খটাং করে ঐ ধারের রিসিভার তুললো মিত্রা সেন। গড়গড় করে আউড়ে গেলো গৎ।

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস, এয়ারপোর্ট এনকোয়ারী। গুড্ আফ-টার নুন।'

'চিনতে পারছো, মিত্রা?'

ধক্ করে উঠলো মিত্রার বুকের ভিতরটা। সেই গলা! সত্যিই সে বেঁচে আছে? ভুল হয়নি তার।

'হ্যাঁ? পারছি।'

'কেমন আছো?'

'ভালো।'

'আমার ঠিকানাটা বলবো?'

'না। এটা ওপেন লাইন।'

'কোথায় দেখা হবে?'

'পাঁচটায়। চিড়িয়াখানার সামনে।'

'কেবল তুমি থাকবে, না আশেপাশে তোমার বন্ধু-বান্ধবকেও আশা করবো?'

'অবিশ্বাস করো না।'

'কারণ?'

'পরে বলবো। অনেক কথা আছে, সব বলবো। রাখলাম।' ছেড়ে দিলো মিত্রা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

নীরব রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে একবার দেখলো রানা, তারপর নামিয়ে রেখে সোজা ঘরে ফিরে গিয়ে লাঞ্চ অর্ডার দিলো। 'মাটন' টা বাদ রাখলো অর্ডার থেকে সযত্নে। 'মাটন' বলতে এরা বোঝে পাঁঠার মাংস—আর ঐ গন্ধটা একদম বরদাস্ত করতে পারে না সে।

আবার চিন্তার ঘোড়দৌড় চললো রানার মাথার মধ্যে। কত-ক্ষণ? আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ও? চব্বিশ ঘন্টা? এর মধ্যেই হোটেল পরিবর্তন করতে হবে। প্ল্যান করে ফেললো সে কি-ভাবে এগোবে। কিভাবে ভুল নিশানা দিয়ে ওদের চোখে ধুলো দেবে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো রানা।

স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো রানা দরজা বন্ধ করে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই পিস্তলটা পরীক্ষা করে নিলো এক-বার। তারপর বালিশের পাশে পিস্তলটা রেখে ওটার বাঁটের ওপর ডান হাতটা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

রানা যখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে ঠিক সেই সময়ে অনেকগুলো সরকারী ডিপার্টমেন্টে ইমার্জেন্সী অর্ডার এলো। টেলিফোনের পর টেলিফোন চলতে থাকলো সারা কলকাতা জুড়ে। মৌমাছির চাকে যেমন ঢিল পড়েছে। অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলো এক শ্রেণীর কর্ম-চারী। ওয়্যারলেসে ইনফরমেশন গেলো টিটাগড়। মাইক্রোবাস থেকে মোড়ে মোড়ে নামিয়ে দেয়া হলো এক এক জোড়া সন্ধানী চোখ—হাতে বি-টু সাইজের একটা করে ফটো।

ঠিক সাড়ে চারটায় পাক্কা বিলেতী পরিচ্ছদ পরে বেরিয়ে এলো রানা ঘর থেকে। চেহারাটা সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছে সে। হাতে দামী সানগ্লাস।

লিফটের দিকে না গিয়ে করিডোর দিয়ে এগোল রানা সিঁড়ি ঘরের দিকে। বাম দিকে মোড় ঘুরে দেখলো একটা মেয়ে ঘরে তালা দিয়ে রওনা হলো সিঁড়ি ঘরের দিকে। প্রথমেই রানার মনে হলো ক্যাথি এখানে কেন। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলো এ ক্যাথি নয়, তার বোন স্যালি ডেভন। ক্যাথির চাইতে দেখতে অবশ্য এ-অনেক ভালো, দু'বোনে মিল আছে চেহারায়। চিঠিটার কথা ভুলেই গিয়ে-ছিলো। পকেট হাতড়ে পেয়ে গেলো। ওটা বের করে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো সে মেয়েটির দিকে।

'আপনি বোধহয় মিস স্যালি ডেভন। তাই না?'

রানার দিকে চেয়েই অসম্ভব চমকে উঠলো মেয়েটি। বললো, 'আজ্ঞে হাঁ, আমি স্যালি। আর আপনি?'

আমার নাম মরিস রেমণ্ড। সম্প্রতি ব্যাঙ্কক থেকে এসেছি। আপনার জন্যে চিঠি আছে।' স্যালির চোখের দৃষ্টিটা একটু অদ্ভুত-লাগলো রানার।

'কে দিয়েছে?'

'আপনার বোন, ক্যাথি।'

চিঠিটা প্রায় থাবা দিয়ে কেড়ে নিলো স্যালি রানার হাত থেকে খাম ছিঁড়ে ওখানে দাঁড়িয়েই পড়তে আরম্ভ করলো। থাই ভাষায় লেখা চিঠিটা। কিছুটা পড়ে রানার মুখের দিকে চাইলো একবার। রানা চলে যাচ্ছিলো পাশ কাটিয়ে। স্যালি ডাকলো, 'শুনুন।'

'কিছু বলছেন?'

'একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে।'

আধাআধি পড়েই চিঠিটা ভাঁজ করে বললো, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, আমার ঘরে চলুন।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ঘরে এসে বসলো ওরা দুজন। চিঠি শেষ করে গভীর চিন্তামগ্ন মুখে চুপচাপ বসে থাকলো স্যালি ডেভন। কপালে ভ্রূকুটি। হঠাৎ আনমনে বললো, 'আমি একা এখন চেষ্টা করলে কি হবে? ভুল যা হবার হয়ে গেছে।'

'কোনো দুঃসংবাদ?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'না, দুঃসংবাদ আপনার। আপনার সামনে এখন ভয়ানক বিপদ মিঃ মাসুদ রানা। হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা আপনাকে।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'এই চিঠি পড়ে। আমার বোন আপনার সর্বনাশ করেছে মিঃ রানা। টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্কের ইন্ডিয়ান সিক্রেট এজেন্টের কাছে আপনার আসল পরিচয় বিক্রী করেছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই আপনি আমাদের টাকার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন চিরকালের মতো। তার আগেই সে ভুল করে বসে আছে! আমাকে লিখছে আপনাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমি এখন একা কি করবো...।

রানার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল। ক্যাথি! ক্যাথি বিশ্বাসঘাতকতা করলো? এই জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে লোক লেগে গেছে ওর পিছনে। কেউ যেন রানার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে একটা ছুরি। ছাড়া যাবে না ঐ পিশাচিনীকে। আরও কতো লোকের সর্বনাশ করবে কে জানে। স্যালির শেষের কথাগুলো রানার কানের ভিতর ঢুকলো না। উঠে দাঁড়ালো সে। চট্ করে রানার হাত ধরলো স্যালি।

'আমার বোনকে ক্ষমা করতে হবে মিঃ রানা। আপনার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি আমি আমার বোনের হয়ে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সে—আর কারও ক্ষতি করতে পারবে না ও কখনও। আত্মগ্লানিতে

মরছে সে এখন। টাকার আমাদের কতো প্রয়োজন ছিলো আপনি বুঝতে পারবেন না মিঃ রানা। কতো যে কষ্ট করেছি আমরা...' গলাটা ভেঙে এলো। জল বেরিয়ে এলো দুই ফোঁটা। বিকৃত হয়ে গেলো মুখটা কান্নায়।

টাকার প্রয়োজন, মনুষ্যত্ব, ন্যায়-নীতির মূল্যবোধ, আর মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার অধিকার, সব মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে গেলো রানার মনের মধ্যে। ভদ্রভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো স্যালির হাত থেকে। ভাবলো কাউকে বিচার করবার অধিকার তার নেই। মানুষের হাজারো সমস্যার কতটুকু সে জানে, বিচার করবে বিচারক। সে কেবল দেখে যাবে। চোখের জলে নিভে গেলো ক্রোধের আগুন।

'আপনি আমাকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আপনার ছবি দেখেছিলাম আমি আমার এক বন্ধুর কাছে। সারা কলকাতাময় হাজারটা চোখ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হোটেলে আজ রাত্রিটা আপনি নিরাপদ। ভোর ছ'টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত যে মেয়েটি কাউন্টারে থাকে সে ছাড়া আর কেউ আপনার খবর দিতে পারবে না ওদের। তার মধ্যেই আমি ভেবে দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

'ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না।'

বেরিয়ে এলো রানা ঘর থেকে। স্যালিও বেরোলো পিছু পিছু। আঙুল দিয়ে স্যালিকে লিফটের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে চলে গেলো রানা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

দেরি হয়ে গিয়েছিল। সানগ্লাসটা পরে নিয়ে হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকলো রানা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে।

'আলীপুর। চিড়িয়াখানা।'

পিছনের সীটে বসে রানা ভাবছিল, এইবার বোঝা গেলো কি করে ওরা টের পেলো তার সত্যিকার পরিচয়। এতক্ষণ কিছুতেই জটিল গ্রন্থিটা খুলতে পারছিল না সে। চারদিক থেকে আঁটঘাট বেঁধে নেমেছিল ও। হঠাৎ সব যেন ওলটপালট হয়ে গেলো। খেলা মাত্র শুরু হয়েছে পন কে ফোর, পন কে ফোর, কিংস নাইট বিশপ থ্রি, কুইন্স নাইট বিশপ থ্রি, বিশপ নাইট ফাইভ, পন কুইন্স থ্রি—ব্যাস আড়াই বছরের বাচ্চা মেয়েটা এসে উল্টে দিলো যেন দাবার বোর্ড।

ঠিক সোয়া পাঁচটায় পৌঁছলো রানা চিড়িয়াখানার গেটের সামনে। মিত্রা এসে দাঁড়ালো। দুটো টিকেট কেটে রেখেছিল সে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলো রানা।

'দেরি হয়ে গেলো একটু।' রানা লজ্জিত হলো।

'দেরি কোথায়? পাকিস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে পনেরো মিনিট আগেই পৌঁছেছো বরং। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতাম, লোকে যে যাই ভাবুক না কেন।'

অনেক হাঁটলো দুজন। হরেক রকম রঙ-বেরঙের পাখি, বানর, বাঘ-ভালুক-সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, হিপোপটেমাস, গণ্ডার সব দেখে বসলো গিয়ে ওরা নির্জন লেকের পারে পাথরের আসনে। লেকের ভিতর দ্বীপের মতো জায়গাটায় লাল এবং কালো ঠোঁটের রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে অল্প জলে আর থেকে থেকে শামুক তুলছে ডুবে ডুবে। এতক্ষণ দরকারী একটা কথাও হয়নি ওদের মধ্যে।

রানার বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখলো মিত্রা।

'অনেক কথা বলবে বলেছিলে, কই একটা কথাও তো বলছো না?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'কথাগুলো গুছিয়ে উঠতে পারছি না।'

'তুমি এয়ার লাইন্সে ঢুকলে কবে? আর ঢুকলেই যদি, এয়ার হোস্টেস হলে না কেন?'

এয়ার হোস্টেস? গ্ল্যামারের লোভে সবকিছু বিকোনো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মামাকে ধরে জয়দ্রথের মুঠি থেকে বেরিয়েছি। নাচের স্কুলে মাস্টারি করতে পারতাম—আগেও ভারত-নাট্যম আর কত্থক শেখাতাম আমি—কিন্তু এখন আমার পক্ষে নাচা উচিত হবে না বলে এই চাকরিটাই নিলাম।'

'নাচা উচিত নয় কেন?'

'সেই কথা বলতেই তোমাকে ডেকেছিলাম রানা। আমি প্রেগনেন্ট।' মাথা নিচু করলো মিত্রা।

'বলো কি?' বিস্মিত রানা মিত্রার মুখের দিকে চাইলো।

'হ্যাঁ। তোমার সন্তান।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা। অদ্ভুত এক উত্তেজনা বোধ করলো সে। বিচিত্র এক শিহরণ। মিত্রার দুই বাহু ধরলো সে দুই হাতে।

'সত্যি বলছো মিত্রা! সত্যি বলছো?'

মৃদু হাসলো মিত্রা।

'খুশি হয়েছো?'

'আমার কেমন লাগছে তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না মিত্রা। আমার সন্তান! চলো আজই বিয়ে করি আমরা। কিন্তু না, বিয়ে করা বোধহয় ঠিক হবে না। এক ভয়ঙ্কর খেলায় নেমেছি আমি। সে-

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

কোনো মুহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে আমার। তোমার তখন কি অবস্থা হবে। তুমি মহা চিন্তায় ফেললে দেখছি আমাকে।'

'অতো বিচলিত হচ্ছো কেন? বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে। আর তোমার কপালেও যা হবার তা হবেই। ভবিতব্য। এই আমার ভবিতব্য।'

'এতো কম সময়ের মধ্যে বুঝলে কি করে তুমি? মাত্র তো কদিন হলো।'

'সব রকম লক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি আমি।'

অনেক জল্পনা-কল্পনা করলো দুজন ভবিষ্যৎ নিয়ে। দুজন দুই দেশের, দুই জাতের মানুষ এক হয়ে গেলো অদৃশ্য এক বন্ধনে। অন্য সময়ে কি কেউ কাউকে এতো আপন ভাবতে পারতো? অবাক হয়ে যায় রানা, মিত্রা দুজনেই।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। নিজের বিপজ্জনক অবস্থার কথা মিত্রাকে বললো রানা সব খুলে। বললো, আগামীকাল ভোরের ট্রেনে টিটাগড় যাচ্ছে সে। সব শুনলো মিত্রা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'যদি পারতাম, বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতাম তোমাকে। কিছুতেই যেতে দিতাম না টিটাগড়ে। ঐ দেয়ালের ওপাশে আমি যাইনি কখনও, শুনেছি যে যায় সে আর ফেরে না কোনোদিন।'

'কী আছে ওখানে?'

'জানি না। অবশ্য মৈত্রের সবচাইতে বিশ্বস্ত এক-আধজন ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না। যারা জানে তাদের বাইরে আসতে দেওয়া হয় না। আমরা সবাই জানতাম পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর

একটা চরম আঘাত হানবার জন্যে আমাদের ঐ সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা মিশন। কিন্তু কই, কিছুই তো হলো না, শেষ পর্যন্ত কোনো মতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম আমরা। কি ছিলো মৈত্র মশায়ের মনে, কতদূর সফল হলো সেই মিশন, তা তিনিই জানেন। আমি শুধু বলতে শুনেছি ওঁকে একবার—ওদিকের কাজ শেষ, এবার টিটাগড়ের প্রহরা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেকগুলো অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট গানও ফিট করেছে ওরা এরিয়ার চারধারে।' হঠাৎ থেমে বললো, 'তুমি আমার যতো আপনই হও না কেন, এসব কথা একজন পাকিস্তানী স্পাইকে বলতে আমার কি যে খারাপ লাগছে তা বোঝাতে পারবো না তোমাকে। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। অথচ তোমাকে না বললে বিপদে পড়বে তুমি।'

'তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে ক'টার মধ্যে?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইলো রানা।

'আজ ফিরবো না বলে দিয়েছি মামাকে। বলেছি বান্ধবীর বাসায় থাকবো।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যদি ধরা পড়ো তবে তো কঠিন শাস্তি হয়ে যাবে তোমার।'

'হোক। শাস্তি হওয়াই তো দরকার আমার। মেরে তো আর ফেলতে পারবে না। সান্ত্বনা পাবো—প্রায়শ্চিত্তও হলো, আর তোমাকে একা বিপদে ফেলে পালিয়েও গেলাম না!'

'এসব কি আবোলতাবোল কথা বলছো তুমি?'

'সে তুমি বুঝবে না। আমি যে একজন শত্রুপক্ষের স্পাইকে ভালোবেসেছি! যে শপথ নিয়ে দেশের কাজে এগিয়েছিলাম, কোথায় গেলো সে অগ্নি-শপথ? মাঝে মাঝেই ভাবছি, এ আমি অন্যায়

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

করছি। নিজের স্বার্থে জয়দ্রথের বিরোধিতা করলাম, দেশের বিরোধিতা করলাম। এখন স্বামীর স্বার্থে, সন্তানের স্বার্থে আবার তাই করছি। সন্দেহ হচ্ছে, ভালোবাসার মূল্য কি জাতি-ধর্ম-দেশ-সমাজ-সংস্কার সবকিছু বিকিয়ে দেয়া যায়, না উচিত? তাছাড়া এটা ভালোবাসা না একটা সাময়িক মোহ তাও তো বুঝতে পারিনি আজও। প্রেম যদি হবে, তো এতো দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেন? অন্তর্দাহে জ্বলছি কেন অহরহ?'

'এতো ভাবলে তুমি ঠিক মরে যাবে মিত্রা। তোমার দুর্বলতার কোনো সুযোগ নিতে চাই না আমি। তুমি বরং সরে যাও আমার পথ থেকে। যদি কখনো ইচ্ছে করে, এসো, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। তুমি স্বেচ্ছায় এসেছিলে এগিয়ে, এখন যদি পিছিয়ে যাও তোমার দোষ দেবো না আমি।'

'তা জানি। চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই যেতে পারছি না পিছিয়ে। হুহু করে ওঠে বুকের ভেতরটা।'

'শোনো মিত্রা। ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তো ইচ্ছে করলেই দেখতে পারো। তুমি তো আসলে তোমার দেশের কোনো ক্ষতি করছো না—প্রতিবেশী একটা দেশকে এক হীন চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করছো। আমরা তো তোমার দেশকে আক্রমণ করতে যাচ্ছি না। তোমার দেশের কয়েকটা খারাপ লোক মিলে যদি শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীকে অন্যায় ভাবে পর্যুদস্ত করতে চায়, তাহলে পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে সেটা বন্ধ করা তোমার কর্তব্য নয়? অন্যায় যা তা অন্যায়ই। নিজের দেশ অন্যায় করলে সেটা ন্যায় হয়ে যায় না। যাক, এসব কথা তোমার ভালো লাগবে না হয়তো। তবে ভেবে দেখতে চেষ্টা করো। হয়তো অন্তর্দাহ কমতে পারে।'

ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়লো। আটটা বাজে। আজকের মতো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানা। বেরিয়ে এলো ওরা।

ঠিক সোয়া আটটায় চিড়িয়াখানার গেটের পাশে একটা পাবলিক টেলিফোনে একটা বিশেষ নম্বর ঘোরালো রানা। খটাং করে তুললো কেউ রিসিভার, কিন্তু কথা বললো না। হিশ্‌শ্‌শ্ করে একটা একটানা শব্দ এলো রানার কানে। আশেপাশে কেউ নেই, তবু গলাটা যতদূর সম্ভব খাদে নামিয়ে রানা বললো, 'মাসুদ রানা ইন ডেঞ্জার। সীক্‌স প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প।' তাও কোনো উত্তর নেই। আবার বললো রানা, 'আই রিপিট। মাসুদ রানা ইন ডেঞ্জার। সিক্‌স্‌ প্রোটেকশন অ্যাণ্ড হেল্‌প্‌।'

রেকর্ড হয়ে গেলো রানার বক্তব্য। নামিয়ে রাখলো রানা রিসিভার।

মিত্রাকে নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এলো রানা। দুজনের কেউ লক্ষ্য করলো না, ওরা লিফটে উঠতেই একজন লোক দ্রুতপায়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলো।

ঘরে বসেই ওরা খেয়ে নিলো সাত কোর্সের ইংলিশ ডিনার। খালিদের সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করলো রানা। কিন্তু সে তো এখন নাচ-ঘরে চলে গেছে। ঐখানেই দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে। মিত্রা সেন ওসব নাচ দেখবে না বলে দিলো পরিষ্কার। ওকে ঘরেই বসিয়ে ডান্সিং ফ্লোরের দিকে এগোলো রানা। নাচের প্রথম সেশন আরম্ভ হচ্ছে তখন। টিকেট করে ঢুকে পড়লো সে ভিতরে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলো রানা। বয় এসে দাঁড়ালো পাশে। হুইস্কি এবং সোডার অর্ডার দিয়ে চারধারে একবার চোখ বুলালো সে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পঞ্চাশ বর্গফুট মতো হবে চারকোণা ঘরটা। গোটা তিরিশেক টেবিল এলোমেলো ভাবে সাজানো। অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসেছে জোড়ায় জোড়ায়। ছেলে-বুড়ো সব রকম মুখই দেখা যাচ্ছে। বিকৃত রুচির সমাবেশ। সবার সামনেই গ্লাস। গরম হয়ে নিচ্ছে সবাই নাচ আরম্ভ হবার আগে। একটা মুখও চিনতে পারলো না দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। ভাবলো মহানগরী কলকাতায় একজন লোককে খুঁজে বের করা কি এতোই সোজা। স্যালির সাথে আরেক-বার দেখা না করে টিটাগড়ের পথে রওনা হতে পারছে না রানা। নাচের বিরতিতে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

একজন উঠে দাঁড়ালো ডান্সিং ফ্লোরের ওপর। একটা স্পট্ লাইট পড়লো তার মুখের ওপর—বাকি ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেলো।

'আজকের অনুষ্ঠানই কলকাতায় মিস স্যালির শেষ অনুষ্ঠান আপনারা যারা আজ শেষ বারের মতো তাঁর নাচ দেখতে পাচ্ছেন তাদের ভাগ্যবানই বলবো। আজ আবহ-সঙ্গীতে আছেন জোসেফ কার্পাত্তিস।'

আরেকটা স্পট্ লাইট পড়লো ভায়োলিন, চেলো, ট্রাম্পেট, মারাকাস এবং ড্রাম বাদকের ছোট্ট একটি দলের ওপর। স্টেজের ডান পাশে গোল হয়ে বসেছে তারা বিচিত্র রঙচঙের কাপড় পরে। বৃদ্ধ গোয়ানিজ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করলো। 'ডুম' করে ড্রামের ওপর টোকা পড়লো একটা। মোলায়েম বাজনা এলো কানে।

'এবার শুরু হচ্ছে নাচ। মিস স্যালি ডেভন ফ্রম থাইল্যাণ্ড।'

লোকটের মুখের ওপর যে স্পট্ লাইটটা ছিলো সেটা নিভে গেলো। স্টেজের মাঝখানে এবার স্পট্ লাইট পড়লো। কিছুই নেই সেখানে। আলোটা ধীরে ধীরে বেগুনী হয়ে গেলো। যেন মাটি

ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো স্যালি ডেভন স্টেজের ওপর। ট্র্যাপ ডোরটা বন্ধ হয়ে গেলো।

কালো নায়লনের নেটে ঢাকা স্যালির দেহ। পরিষ্কার দেখা গেলো ভেলভেটের একটা ছোট্ট জাঙ্গিয়া এবং ব্রেসিয়ার ছাড়া কিছুই নেই স্যালির ফর্সা শরীরে। বাজনার তালে তালে সাপের মতো দুলছে ওর দেহের ওপরের অংশ। উসখুস করে সোজা হয়ে বসলো দর্শকবৃন্দ। রানা বড় একটা চুমুক দিলো গ্লাসে।

নায়লনের নেটটা ছেড়ে দিলো স্যালি গলার কাছে একটা বোতাম খুলে। এবার তালে তালে ফর্সা পেটটা ওঠা-নামা করতে থাকলো সেই সঙ্গে মাজা দুলছে অল্প অল্প। রানার মনে পড়লো টোকিয়োর হোটেলে স্ট্রিপটিজের কথা। একবার ভাবলো এই নোংরামি দেখতে না ঢুকলেই পারতো।

লয় বাড়ছে ধীরে ধীরে। ট্রাম্পেটের লম্বা টান রক্তের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দিতে চায়। নাকটা একটু ফুলে গেছে স্যালির। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে একটু। পাঁচ মিনিট পর হঠাৎ একটানে বক্ষ-বন্ধনী খুলে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো স্যালি। হৈ-হৈ করে উঠলো দর্শকবৃন্দ। অশ্লীল একটা মন্তব্য করলো কেউ অন্ধকার থেকে।

রানা বুঝলো আর থাকা যাবে না। একটু পরেই খোলো খোলো! সব খুলে ফেলো। Take it out, Baby' বলে চিৎকার আরম্ভ করবে উত্তেজিত দর্শকবৃন্দ। ধাপে ধাপে নামিয়ে নিয়ে যাবে স্যালি এদের নরকের দিকে। ছিক্ ছিক্ ছিক্ ছিক্ মারাকাসের শব্দে কান গরম হয়ে উঠেছে সবার। আশেপাশের টেবিলে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সবাই। ক্লেদাক্ত নারকীয় পরিবেশ।

দ্রুততর হচ্ছে ড্রামের ছন্দ। এক্ষুনি তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হয়ে ভারত নাট্যম

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

যাবে এই ঘরের মধ্যে। মেঝেতে একটা বোতল আছড়ে ভাঙার শব্দ পাওয়া গেলো।

উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিল না রানা। এবার এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে উঠে পড়বে ভাবলো। ঠিক এমনি সময়ে একটা বজ্র কঠিন হাতের থাবা এসে পড়লো রানার কাঁধের ওপর। চমকে উঠলো রানা। এক মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এলো সে।

কানের কাছে মৃদুস্বরে কেউ বললো, 'দিস ইজ নো এনিমি ব্রাদার, দিস ইজ এ ফ্রেণ্ড।'

এগারো

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

'...লেট্স্ গেট আউট।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা এক ঝটকায়। দেখলো, কথাটা বলেই পেছন ফিরে দরজার দিকে এগোলো ছায়ামূর্তিটা। রানাও বেরিয়ে এলো লোকটার পিছু পিছু। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আলোকোজ্জ্বল লাউঞ্জের দিকে না গিয়ে বারের পাশ দিয়ে অন্ধকার করিডোর ধরে এগোলো লোকটা। একবারও চাইলো না রানার দিকে ফিরে।

'কে আপনি?'—এগিয়ে গিয়ে এক থাবা বসালো রানা লোকটার কাঁধে।

'কোনো কথা নয়, জলদি বেরিয়ে আসুন আগে।'

অল্প কিছুদূর গিয়েই ছোট একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ওরা হোটেলের বামধারের সুইপার প্যাসেজে। রানা ভাবছিলো আর এগোনো ঠিক হবে কিনা। খশ্ করে ম্যাচের কাঠি জ্বালালো লোকটা। সেই আলোর সামনে একটা কাগজ ধরলো। রানা পড়লো:

Lew Fu-Chung

01633

Chinese Secret Service

লাফিয়ে উঠলো রানার হৃৎপিণ্ড। এরাও তাহলে চোখ-কান খোলা রেখেছে! ফু-চুং এর নাম সে শুনেছে বহুবার। কলকাতার চীফ এজেন্ট। কিন্তু তাকে বের করে আনলো কেন ফু-চুং?

কাগজটা পুড়িয়ে ফেললো ফু-চুং। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ছাইটা গুঁড়িয়ে দিয়ে ইশারায় এগোতে বললো রানাকে। কিচেনের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে পার হয়ে এলো ওরা। বিরিয়ানী, কালিয়া কাবাব, চিকেন কারী, প্রন-কাট্‌লেট ফ্রায়েড এগ, কাঁচা পেঁয়াজ ইত্যাদি সব কিছুর গন্ধ মিলেমিশে একটা বোটকা গন্ধ এলো নাকে। আরও কিছুদূর এগিয়ে মুখ খুললো লিউ ফু-চুং।

'আপনার ঘর এখন সার্চ করা হচ্ছে।'

'মিত্রা!' দাঁড়িয়ে পড়লো রানা।

'উনি এখন নিরাপদে আমাদের গাড়িতে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি আর এগোচ্ছি না—এখান থেকেই আবার ব্যাক ডোর দিয়ে হোটেলে ফিরে যাবে। ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

দরকার। আপনি গলি দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে হাঁটতে থাকবেন। ঠিক পাঁচশ গজ দূরে দেখবেন রাস্তার ওপাশে একটা কালো সুপার ডক্সল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি উঠে বসলেই আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে ড্রাইভার। আমি বাসায় টেলিফোন করে সব ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি। কোনো অসুবিধে হবে না আপনাদের। গুড্ লাক্।'

'সময় মতো সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

উত্তর এলো না কোনো। ততক্ষণে পিছন ফিরে কয়েক পা এগিয়ে গেছে ফু-চুং। দ্রুত মিলিয়ে গেলো সে অন্ধকারে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেলো সুপার ডক্সল্। হোটেলের দিকে এক নজর চেয়েই চমকে উঠলো রানা। ঠিক লাউঞ্জে ঢুকবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জয়দ্রথ মৈত্র। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলো রানা এ যাত্রা। আরও অনেক সাবধান হওয়া উচিত ছিলো তার। মনে মনে নিজেকে কষে গোটা কয়েক চাবুক লাগালো রানা নির্মম ভাবে! শত্রুব্যূহের মধ্যে বুদ্ধির ঘোড়া আরও দ্রুত ছোটাতে হবে। বারবার আর ভাগ্য তাকে সহায়তা করবে না!

ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলো রানা আগাগোড়া সবটা ব্যাপার। ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে খুঁজছে তাকে এই দেশের এক মহা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কি করবে এখন সে? ফিরে যাবে পাকিস্তানে? সব কথা শুনে রাহাত খান নিশ্চয়ই ওকে দোষারোপ করতে পারবে না! কিন্তু খুশিও হবে না। পরাজয়কে রাহাত খান ঘৃণা করে। যে কাজে এসেছিল সে কাজ শেষ করে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে সে ঐ অসমসাহসী তীক্ষ্ণধী বৃদ্ধের সামনে? আর একটু মাথা খাটালে নিশ্চয়ই কোনো পথ বেরোবে কার্যোদ্ধারের। যাই ঘটুক না কেন,

পালিয়ে যেতে পারবে না সে—অসম্ভব। কিন্তু এগোবে কোন্ পথে? প্রতি পদেই ধরা পড়বার ভয়। প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে ঢুকবে কি করে পাঁচিলের ভিতর? কোনো বুদ্ধিই যে খেলছে না মাথায়। হেই, হ্যাট করে লেজে মোচড় দিয়েও নড়াতে পারছে না সে তার চিন্তার গরুর গাড়ি। চিন্তাটা দূর করে দিলো রানা। মাঝে মাঝে এমন হয়—অনেক মাথা খাটিয়েও সমাধান পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনিই একটা পথ বেরিয়ে যায় ঠিক প্রয়োজনের সময়ে।

মৃদু হেসে বাইরে চেয়ে রইলো সে। দ্রুত অপসৃয়মান বাড়ি ঘর দোকান-পাট আর লাল-নীল নিয়ন সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো ওরা পার্ক স্ট্রীট ধরে। আমীর আলী এভিনিউ ছাড়িয়ে গড়িয়া-হাটায় পড়লো সুপার ডক্সল।

'অত ভেবো না। আমি তোমাকে সাহায্য করবো রানা।'

চমকে উঠলো গভীর চিন্তামগ্ন রানা। মিত্রার উপস্থিতি সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই ডুবে গিয়েছিল চিন্তায়।

'না।' মিত্রার কাঁধে হাত রাখলো রানা। 'তোমার অন্তর্দাহ বাড়িয়ে লাভ কি?'

'আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই আমার। তোমার এই বিপদের সময় আমি কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না। আমি বুদ্ধি বের করে ফেলেছি।' আরও কাছে সরে এলো মিত্রা।

'কি বুদ্ধি মিত্রা?'

'কাল সকালে তোমার যাওয়া হবে না টিটাগড়। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে সন্ধ্যায়। কোনও কথাই যখন শুনবে না, ঢুকবেই যখন তুমি ঐ প্রাচীরের ভিতর, তখন যাতে ঢোকার আগেই ধরা না পড়ো তার ব্যবস্থা আমি করবো।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'তোমার সঙ্গে আমি গেলে তো!'

'কেন? যাবে না কেন?'

'তোমার কোনো বিপদ হোক এটা আমি চাই না। তাছাড়া তোমার শরীর ভালো না—কোনও রকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না এই অবস্থায়।'

'কিচ্ছু ঝুঁকি নেই। আমার মামার গাড়িতে যাবে। গাড়ির সামনে ফ্ল্যাগ দেখলে কেউ ঠেকাতে সাহস পাবে না।'

'তুমি চাইলেই ওঁর গাড়ি পাবে? ওঁর নিজের কোনো দরকার থাকতে পারে না?'

'উনি সন্ধ্যার পরই জপে বসেন। অরবিন্দ ঘোষের চেলা। আজীবন ব্রহ্মচারী। স্বদেশী আন্দোলনের একজন পাণ্ডা ছিলেন। আমি ওঁর একমাত্র আদরের ভাগ্নি। ওসব তুমি ভেবো না, গাড়ি পাবো!'

বালিগঞ্জে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় এসে থামলো ওরা। রানার ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। একজন চীনা মহিলা দরজা খুলে দিয়ে হেসে অভ্যর্থনা করলো ওদের। সোনা বাঁধানো একটা দাঁত। মাথা ঝুঁকিয়ে হাতের ইশারায় রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেলো ভিতরে। মোজাইক করা সুন্দর ঝকঝকে তকতকে একটা বেড রুমে ওদের বসিয়ে বেরিয়ে গেলো সে ঘর থেকে। একটু পরেই রানার স্যুটকেস এবং অ্যাটাচী কেসটা এনে রাখলো ড্রাইভার এক কোণে।

'এ কোন্ মুল্লুকে এলাম রে বাবা! সবই তো চীনা দেখছি!' বাথরুমের দিকে এগোলো মিত্রা।

রানা ভাবছিলো, পি. সি. আই.-এর পাত্তা নেই কেন? কি হলো? আর চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসই বা এতো খবর জানলো

কোত্থেকে? এখানে একই সঙ্গে কাজ করছে নাকি দুই দেশ?

মিনিট পনেরো পর কু-চুং এসে ঢুকলো ঘরে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বলিষ্ঠ দেহ। চেহারা অনেকটা বাঙালীর মতো। পরিষ্কার বাংলা কথা বলে।

'ভাগ্যিস সময়মতো মেসেজ পাঠিয়েছিলেন-মিঃ রানা। আর একটু দেরি হলেই কাজ হয়েছিলো আর কি। কিন্তু আপনাকে স্পট্ করলো কি করে ওরা? তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে দেখলাম? আর আপনিই বা টের পেলেন কি করে যে ধরা পড়ে যাচ্ছেন?'

সমস্ত ঘটনা ভেঙে বললো রানা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা খবর পেলেন কি করে?'

'ওহ্-হো! আপনি বুঝি জানেন না? গতরাতে আপনাদের পি. সি. আই.-এজেন্ট মোহাম্মদ আলী ধরা পড়ে গেছে দলবল সহ। এখন সে আই. এস. এসের টর্চার চেম্বার। আমরা আপনাদের চীফের সাথে কনট্যাক্ট করেছিলাম আজ। তাঁর কাছেই আপনার আগমন সম্পর্কে জানতে পারি—টেলিফোন নাম্বারটাও। ন'টার দিকে আপনার মেসেজ পেয়েই আমি ছুটেছিলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে। পি. সি.-আই-এর কাজ এখন আমরা টেক-আপ করেছি। যতোদিন অন্য লোক না আসবে ততোদিন আমাকেই চালাতে হবে।'

'হোটেলের অবস্থা কি রকম দেখলেন?'

'কি আবার? একটু অবাক হয়ে গেছে ওরা, কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিন্ত আছে, ধরা আপনাকে যাবেই। 'মি' তো এখন সেই ভাল্লা-রের সঙ্গে খুব মৌজে আছে। জড়াজড়ি করে ঢুকলো দুজন রুমের মধ্যে—দরজা লাগিয়ে দিলো, আমি বেচারা আর কি করি, ফিরে এলাম।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রানা বুঝলো, এই বন্ধুটির কাছেই স্যালি ডেভন ওর ছবি দেখেছে। তাই এক নজরেই চিনতে পেরেছিলো আজ বিকেলে। জয়দ্রথের সঙ্গে স্যালি। হাসি পেলো রানার।

'যাক, এখন আপনার প্ল্যান কি?' জিজ্ঞেস করলো ফু-চুং।

'কাল যাচ্ছি টিটাগড়।'

'এত ঘটনার পরেও? নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবেন। কোনো লাভ নেই গিয়ে। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি চারপাশ। অ্যাবসলিউট্লি ইন্‌ভালনারেবল্!' না সূচক মাথা নাড়লো ফু-চুং ঠোঁট উল্টে। 'অবশ্য আপনার কাজ, আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন। কিন্তু আমার মনে হয়...'—কথাটা আর শেষ করলো না সে। মিত্রার দিকে চোখ পড়তেই লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আপনাদের বিশ্রাম দরকার। আর বিরক্ত করবো না। কাল দেখা হবে। এখান থেকে ইচ্ছে করলেই কাল আপনি আপনার চীফের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমাকে বললেই ব্যবস্থা করে দেবো। আচ্ছা আসি। শুভ-রাত্রি।'

রানা বসেছিলো বিছানার ওপর। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মিত্রা এসে রানার চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলো।

'আচ্ছা, এই চীনা ভদ্রলোক আমাকে কি মনে করলেন বল তো! এমন লজ্জা করছিলো। ভাবছিলাম, অন্ততঃ শালীনতার খাতিরে আমার আজ বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত ছিলো এখানে না থেকে। কিন্তু কিছুতেই নড়তে পারলাম না।'

'কেন পারলে না?' হেসে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বোঝো না?' রানার মাথাটা চেপে ধরলো সে বুকের মধ্যে। 'কেউ কি বলতে পারে এ আমার শেষ রাত নয়? তুমি আমায়

বেহায়া বানিয়ে দিয়েছো রানা।'

একটা মস্ত ডাবল বেড স্প্রিং এর খাট নীল বেড কাভারে ঢাকা। নিচে দামী নীল চাদর।

'ওঠো দেখি, এটা তুলে ভাঁজ করে রাখি।'

বাক্স থেকে স্লিপিং গাউনটা বের করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো রানা। বেড কাভার ভাঁজ করে আলনায় রাখলো মিত্রা। শাড়িটার ভাঁজ নষ্ট করলে চলবে না, খুলে সেটাও রাখলো আলনার ওপর। ব্লাউজ না খুলেই ভিতর থেকে হুক খুলে টান দিয়ে বের করে আনলো ব্রেসিয়ার। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে ইয়ার্ডলি ট্যালকম পাউডারের কৌটোটা তুলে নিয়ে অকৃপণভাবে ছড়ালো সারা গায়ে। হঠাৎ পিছন থেকে একটা কর্কশ পুরুষালী হাত গায়ে এসে পড়তেই চমকে উঠলো মিত্রা।

'অ্যাই পাজি! কখন পা টিপে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে টেরই পাইনি। ভয় পেয়ে গেছিলাম একেবারে।'

সারা অঙ্গে পাউডার মাখিয়ে দিলো রানা। বোতাম খুলে গেল ব্লাউজের। চোখ বুজলো মিত্রা। মুখে চাপা দুষ্টুমির হাসি। আঙুল ধরে নিয়ে গেলো সে রানাকে বিছানার ধারে। বললো, 'বড় বেহায়া মনে হচ্ছে আমাকে, না?'—মুখটা রক্তিম হয়ে উঠলো ওর।

কোনো উত্তর না দিয়ে টেনে নিলো ওকে রানা। ব্যবধান রইলো না আর। শক্তিশালী দুই বাহুর মধ্যে এলিয়ে পড়লো মিত্রা সেন।

'কোনো দ্বিধা নেই তো মিত্রা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

বারো

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

হিন্দুস্থান অ্যামব্যাসাডার-মার্ক টু। সিক্সটি ফাইভ মডেল। ফোর ডোর। থারটিন হাণ্ড্রেড নাইনটিন নাইন সি. সি. বা ফোরটিন হর্স পাওয়ার। স্টিয়ারিং গিয়ার। ওয়ান পিস, ফ্রন্ট সীট। ওয়াটার কুল্‌ড্‌ ইঞ্জিন।

ভারতের তৈরি এই বেঢপ সাইজের কালো গাড়িটার চারধারে এক চক্কোর ঘুরে দেখলো রানা। মন্ত্রীত্ব লাভ করে বোধ হয় মিত্রার মামাবাবু পেয়েছেন গাড়িটা সরকার থেকে। ছোট্ট হিন্দুস্থানী পতাকা উড়ছে সামনে বনেটের ওপর। রানা বুঝলো ডায়ালের ওপর '৯০' লেখা থাকলেও '৭৫'-এর এক ইঞ্চি বেশি যাবে না ঘন্টায়। গ্যালনে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল যেতে পারে বড় জোর যদি টিউনিং ঠিক থাকে। কার্টসি লাইটের বাল্‌বগুলো খুলে ড্যাশ বোর্ডে রেখে দিলো রানা।

তৈরিই ছিলো রানা। ছোট্ট একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলো। দুটো Dexedrin ট্যাবলেট গিলে নিয়েছিলো আগেই। গিয়ে বসলো সে গাড়ির পেছনের সীটে। ড্রাইভিং সীটে

বসলো মিত্রা সেন। তখন সাড়ে সাতটা বাজছে রানার রিস্ট-ওয়াচে। উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠেছে দোকানে দোকানে।

গড়িয়াহাটা—লোয়ার সার্কুলার রোড—শেয়ালদা—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড—শ্যামবাজার—বেলগাছিয়া—পাইকপাড়া হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়লো ওরা। এরপর কামারহাটি—পানি-হাটি—সোদপুর—খড়দহ হয়ে টিটাগড়। একটি কথাও হলো না ওদের মধ্যে সারাটা রাস্তায়।

টিটাগড় ছাড়িয়ে আরও আধমাইল গিয়ে স্পীড কমালো মিত্রা। বাঁয়ে মস্ত এরিয়া জুড়ে উঁচু পাঁচিল দেখা গেলো আবছা মতো। নাগরদোলায় চড়ে নামবার সময়ে বা প্লেনে এয়ার-পকেটে পড়লে যেমন লাগে তেমনি হঠাৎ শূন্যতা অনুভব করলো রানা পাকস্থলীর মধ্যে। এই সেই নিষিদ্ধ এলাকা। বাঁয়ে মোড় নিলো গাড়িটা।

প্রাচীরের বাইরে কিছু জায়গা ছেড়ে কাঁটাতার দিয়ে সমস্ত এলাকাটা ঘেরা। হাই ভোল্টের ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে সেই বেড়াকে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। এছাড়াও কাঁটাতারের বাইরে প্রতি বিশ গজ অন্তর অন্তর রাইফেল হাতে প্রহরী। ভিতরে ঢোকার এক-টাই মাত্র পথ। একটা শাদা-কালো রঙ করা পোস্ট দিয়ে পথটা বন্ধ। দুই পাশে সেন্ট্রির ঘর। দুইজন গেটের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেনগান হাতে। একটা বড় সাইনবোর্ডে লেখা :

PROHIBITED AREA

No entry without pass

সাঁ করে এসে গেটের সামনে থামলো গাড়ি। ফ্ল্যাগ এবং নাম্বার প্লেট দেখে স্যালিউট ঠুকলো দুই প্রহরী। রেল গেটের মতো উঠে গেলো পোস্টের এক মাথা ওপর দিকে। ঢুকে পড়লো গাড়ি সীমা-

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

নার মধ্যে। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গিয়েছিলো রানার, আবার হেলান দিয়ে বসলো।

খোয়া বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলো হিন্দুস্থান অ্যামব্যাসাডার। প্রায় দুশো গজ অন্ধকার পথ। তারপর উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আসল এলাকা। মস্ত স্টীলের গেট ভিতর থেকে বন্ধ। কলিং বেল টিপলে বেরিয়ে আসবে প্রহরী। দুই ধারের প্রহরী কক্ষের ফুটো থেকে চারটে মেশিনগান তৈরি থাকবে ওদের জন্যে। ঐ গেটে মন্ত্রী হোক আর যেই হোক ছাড়পত্র দেখাতে হবে। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে আগে থেকে কোনো সংবাদ না দিয়ে এই হঠাৎ আগমনের। টেলিফোনে জয়দ্রথের অনুমতি আসবে। তারপর খুললেও খুলতে পারে ঐ সুরক্ষিত প্রকাণ্ড গেট।

'হেড লাইট নিভিয়ে দাও মিত্রা।' গজ পঁচিশেক থাকতে বললো রানা। এবার ডান দিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলো।

লাইট নিভিয়ে দিতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো। পেছন ফিরে দেখলো রানা কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। না। সেন্ট্রি দুজন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে পিছন ফিরে। ডান দিকে মাঠের মধ্যে নেমে গেল গাড়ি। ঠিকমতো ব্রিজ দেওয়া নেই, তাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন্ থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে নানান স্কেলে কাঁচকুঁচ শব্দ উঠলো অসমান জায়গায় চাকা পড়ায়।

একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাশে এসে থামলো মিত্রা।

ব্যাগটা আগেই ঝুলিয়ে নিয়েছিল কাঁধে, এবার একলাফে নেমে এলো রানা গাড়ি থেকে। মিত্রাও নামলো। বিশফুট উঁচু দেয়াল। হুক্ লাগানো দড়িটা ছুঁড়ে দিলো রানা দেয়ালের মাথায়। খটাং শব্দ করে আটকে গেলো সেটা।

'কাল ঠিক আটটার সময় আবার আসবো আমি এখানে। দড়ি ফেলবো ওধারে। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবো। যদি বেঁচে থাকো তবে এই জায়গাটায় ফিরে এসো কাজ শেষ হয়ে গেলে।'

'সেটা ঠিক হবে না মিত্রা। আমি অন্য কোনো পথ বের করে নেবো। তুমি আর এসো না।'

'আমি আসবো। গরজ আমার নিজের—আমার ভাবী সন্তানের। তুমি বারণ করো না রানা।'

'বেশ এসো। আর এখন ফেরার পথে ঐ গেটটায় কলিং বেল টিপে তোমার মামা এখানে এসেছিলো কিনা জিজ্ঞেস করে যেয়ো। তাহলে হঠাৎ আজ এখানে আসার ব্যাপারে সন্দেহ করবে না কেউ। কাল আবার আসার পথ পরিষ্কার থাকবে।'

শেষ চুম্বন দিয়ে তরতর করে রশি বেয়ে উঠে গেলো মাসুদ রানা। দেয়ালের ওপর উঠে মুক্ত বাতাস লাগলো ওর চোখে মুখে। একটা আলো এগিয়ে আসছিলো ডান ধার থেকে। সার্চ লাইট। দেয়ালের ওপর দেহটা সাঁটিয়ে পড়ে থাকলো রানা। পার হয়ে চলে গেলো তীব্র আলোটা। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইলো রানা ভিতরের দিকে। এখানে ওখানে বাতি দেখা যাচ্ছে, কাঁকর বিছানো রাস্তাটা গেট দিয়ে সোজা ঢুকে কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে ঘুরেছে। এদিকটা অন্ধকার। নিচে কি আছে বোঝা গেলো না ঠিক। বেশ অনেকটা দূরে পাকা দালান দেখা যাচ্ছে। রশিটা ভিতর দিকে এনে হুকটা উল্টো করে দিলো রানা। তারপর নেমে গেলো ভিতরে।

শক্ত মাটিতে পা ঠেকতেই রশিটা ছুঁড়ে ঐ পারে পাঠিয়ে দিলো রানা। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনলো সে। দূরে চলে গেলো গাড়ির মৃদু গুঞ্জন।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আবার একবার পাকস্থলীর মধ্যে সেই বিচিত্র অনুভূতি হলো। তাহলে সত্যিই ঢুকলো সে নিষিদ্ধ এলাকায়! সামনে পুরো একটা রাত। এর মধ্যেই সব দেখে-শুনে নিতে হবে। উঁচু টাওয়ার থেকে সার্চ লাইটের আলোটা সমস্ত এলাকা পরিক্রমণ করে আবার আসছে ফিরে। দেয়াল থেকে হাত দশেকের মধ্যেই একটা গাছ। ছুটে সেই গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। পার হয়ে গেলো তীব্র আলোটা।

ব্যাগ থেকে বায়নোকুলারটা বের করলো রানা। আমেরিকার Weaver কোম্পানীর তৈরি। জার্মানীর আবিষ্কৃত স্নাইপারস্কোপের মতো Infra-red লেন্স লাগানো আছে এতে। রাতের অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যায় এই বায়নোকুলার দিয়ে। চোখে লাগাতেই ধীরে ধীরে কালো অন্ধকার ফিকে হয়ে গেলো। ফোকাসিং নবটা ঘুরিয়ে আরও পরিষ্কার করে নিলো রানা দূরের গাঢ় অন্ধকারকে। চারদিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে।

বাম দিকে গেটের দুই ধারে সেন্ট্রি রুমে আলো জ্বলছে। কোনো-রকম অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেলো না সেখানে। বোধহয় বিনা বাধায় বেরিয়ে যেতে পেরেছে মিত্রা।

কোথাও লুকোবার জায়গা দেখতে পেলো না রানা। ডানদিকে দুই দেয়ালের কোণে একটা সেন্ট্রি ঘর—গজ পঞ্চাশেক দূরেই। গেটের কাছে থরে থরে সাজানো মস্ত আকারের অসংখ্য চারকোণা বাক্সমতো কি যেন দেখলো রানা। সোজাসুজি তাকালেও সেই রকম কি যেন দেখা যাচ্ছে বহুদূরে। আশেপাশে কোনো লোকজন দেখতে পেলো না রানা।...অনেকগুলো গাছ আছে এলাকার মধ্যে এদিক ওদিক—কিন্তু একটা গাছেও পাতা নেই। ন্যাড়া ডালপালা বিস্তার করে

দাঁড়িয়ে ছোট বড় হরেক রকমের গাছ। কদাকার লাগছে ওগুলো দেখতে।

হাঁটতে আরম্ভ করলো রানা সোজা। পুরো এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা দরকার প্রথমেই। সোজা আধা মাইল মতো পশ্চিমে হেঁটে আবার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো রানা। বায়নোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলো প্রকাণ্ড একটা পাকা একতলা দালান দেখা যাচ্ছে। প্রায় সিকি মাইল মতো লম্বা হবে। চওড়া কতো তা বোঝা গেলো না যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে। ওখানেই আসল ব্যাপার চলছে বুঝতে পেরে সেদিকেই এগোলো রানা। আলোকজ্জ্বল রাস্তাটা এক লাফে পার হয়ে এলো। আশা করলো কেউ দেখতে পেলো না। পুকুর ধার দিয়ে এসে দাঁড়ালো সেই প্রকাণ্ড ঘরের পাশে। জায়গায় জায়গায় কাচ বসানো। শো-রুমের মতো। ভিতরটা অন্ধকার। বায়-নোকুলার চোখে তুলে দেখলো রানা সমস্ত ঘর ফাঁকা। মেঝেটা বালির। যতদুর দেখা যায় কেবল বালি আর বালি। আর কিছু নেই ঘরের ভিতর। প্রায় দেড়শ গজ চওড়া ঘরটা।

কিছুই বুঝতে না পেরে রানা ভাবলো দেখা যাক ওপাশে কি আছে। এমন সময় চোখে পড়লো দুইজন সেন্ট্রি এগোচ্ছে এদিকে। চট্ করে আড়ালে সরে গেলো রানা। ব্যাপার কি! দেখে ফেলেছে নাকি ওরা ওকে?

দেড়শ গজ পার হয়ে রানা দেখলো হাত চারেক জায়গা ছেড়েই একই আকারের আরেকটা ঘর ওপাশে। এই ঘরটায় উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। কাচ দিয়ে দেখা গেল এ ঘরেও বালির মেঝে। কাচটা গরম। ভিতরটা এয়ার কণ্ডিশন করা নাকি? হঠাৎ রানার চোখে পড়লো অসংখ্য ছোট ছোট পোকা তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে বালির ওপর।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

প্রকাণ্ড ঘরটায় একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ভূতুড়ে কারবার নাকি?

এই ঘরটাও পার হয়ে গেলো রানা পেছন দিক থেকে। আরেকটা ঘর। এ ঘরটা প্রথম ঘরের মতো অন্ধকার। কাছে হাত লাগতেই রানা দেখলো সেটা অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবার বায়নোকুলার তুললো রানা চোখে। ভিতরে চেয়েই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেলো ওর। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পঙ্গপালে সারাটা ঘর ছেয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না কেউ—এখন ওদের গভীর রাত। উত্তেজিত হয়ে উঠলো রানা। সর্বনাশ! তাহলে তো ডক্টর আলী আকবরের কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল উপায়ে ল্যাবরেটরীতে ব্রীড করছে এরা অসংখ্য পঙ্গপাল। ঘরের ভিতর মরুভূমির আবহাওয়া তৈরি করেছে এয়ার কণ্ডিশনিং করে।

চতুর্থ ঘরটায় দ্বিতীয় ঘরের মতো উজ্জ্বল আলো। কাচে চোখ রেখেই শিউরে উঠলো রানা। বালু দেখা যাচ্ছে না। মাটি থেকে চার ফুট উঁচু হয়ে বিছিয়ে আছে পঙ্গপাল সারা ঘরময়। একটার ওপর আরেকটা, তার ওপর আরেকটা চড়ে। এগুলো আকারে আর একটু বড়—পূর্ণ অ্যাডাল্ট। একটার গায়ে লেগে আছে আরেকটা। ডক্টর আকবরের ভাষায় Phase Gregaria লম্বা বাঁকানো পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে একে অন্যকে। মারামারি করছে নিজেদের মধ্যে। সবচাইতে নিচে যেগুলো আছে তাদের কথা ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে এলো রানার। গা-টা শিউরে উঠলো তার কয়েকবার আপনাআপনি এত পোকা দেখে। সিকি মাইল লম্বা, দেড়শ গজ চওড়া, চারফুট উঁচু। শুধু পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল!

আবার এগোলো। আরও একটা ঘর দেখা গেলো একই আকারের কিন্তু এর মধ্যে হরেক রকম যন্ত্রপাতি এবং মানুষ দেখা গেলো।

বাতি জ্বলছে এই ঘরটায়। দুই পা পিছিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালো রানা। বুঝলো এইটাই আসল ল্যাবরেটরী।

ঘরের মধ্যে পনেরো ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা বিশিষ্ট একটা তারের জাল ঘেরা খাঁচার ভিতর ঠাসাঠাসি করে পঙ্গপাল ভরা। মাটিতে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে একটা ঝাড়া গাছের আড়ালে দাঁড়ালো রানা। পঙ্গপাল ভর্তি খাঁচাটার পঁচিশ গজ দূরে আরেকটা সেই সমান খালি খাঁচার মুখ খোলা। একজন চশমা পরা লোক সেই খাঁচার পিছনে কি একটা জিনিস ডান হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ধুতিটা উড়ছে জোর বাতাসে। রানা বুঝলো প্রবল বাতাস বইছে পঙ্গপাল ভরা খাঁচাটার দিকে। ধুতি পরা লোকটা বাম হাতে ইশারা করতেই পঙ্গপালের খাঁচার মুখ খুলে গেলো। হুড়মুড় করে বেরুতে থাকলো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল। বাতাসের প্রতিকূলে উড়ে তিন মিনিটের মধ্যে সব গিয়ে ঢুকলো খালি খাঁচাটার মধ্যে। মুখ বন্ধ হয়ে গেলো সে খাঁচার। রানা ভাবলো, মোলাসেস সেন্ট।

বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে পোকাগুলোকে। এই সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে দিনরাত নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে শ' পাঁচেক একনিষ্ঠ লোক পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বনাশ করার জন্যে। এদের দূরদর্শী পরিকল্পনার নিষ্ঠুর ভয়াবহতা চিন্তা করে রানার নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হলো এদের বুদ্ধি এবং শক্তির তুলনায়। ঠাণ্ডা মাথায় এরা কতখানি ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক বিদ্বেষপূর্ণ কাজে লিপ্ত হতে পারে ভাবতে গিয়ে এদের প্রতি একটা প্রবল ঘৃণা অনুভব করলো সে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে এরা নিজেদের হিংস্রতা চরিতার্থ করবার জন্যে।

বিভিন্ন রকম কাজ চলছে এই ল্যাবরেটরীতে। নানান রকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির একাংশ দেখতে পেলো রানা। চট্ করে পকেট

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ঘরটার দেয়ালের সাথে সেঁটে গেলো সে হঠাৎ। একটা পায়ের শব্দ শোনা গেলো না? এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝলো মনের ভুল। আরও কি আছে সব দেখতে হবে। আঁধারের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে দেড়শ গজ প্রস্থ পার হয়ে এলো রানা। নাঃ। আর ঘর নেই। পঞ্চমটাই শেষ। একটা উঁচু বালির ঢিপি। দূরে কয়েকটা সুদৃশ্য বাংলো। শক্তিশালী জেনারেটর চলছে কাছেই—পাশে জল ঠাণ্ডা হওয়ার ফোয়ারা। তারপরই চোখ পড়লো রানার খাঁচাগুলোর ওপর। শত শত ১৫×১৫×১৫ ফুট খাঁচা সাজিয়ে রাখা আছে পঞ্চম ঘরটার গা ঘেঁষে লম্বালম্বি ভাবে। প্রত্যেকটা খাঁচা ঠাসাঠাসি করে ভর্তি পঙ্গপাল।

রানা ভাবলো ডক্টর আলী আকবরের দেয়া Matarrhigium সলিউশনটা এখনই ছড়াতে আরম্ভ করে দেবে, না আগে সবটা এলাকা দেখে নেবে? গোটা পশ্চিম দিকটা বাকি রয়ে গেছে। আগে সবটা দেখে নেয়াই ভালো। রাত আরেকটু হোক। হাত ঘড়ির দিকে চাইলো রানা। সাড়ে দশটা বাজে। দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে কখন টের পায়নি সে। একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করলো ওর খুব। কিন্তু উপায় নেই এখন।

হঠাৎ মাথার ওপর ঘর্ ঘর্ শব্দ শুনে চমকে উঠলো রানা। ওভার-হেড ক্রেন। আড়ালে সরে গেলো সে। লোহার তারের মাথায় লাগানো হুক্ নেমে এসে একটা খাঁচা শূন্যে তুলে নিলো। রানাকে দেখতে পায়নি ক্রেন-চালক। আলো পড়তেই রানা দেখলো খাঁচার ওপর একটা টিনের পাতে লেখা Jessore. তাহলে এই খাঁচা চললো যশোর বর্ডারে। ক্রেনটা চলে যেতেই বায়নোকুলারটা চোখে তুললো রানা। দেখলো যতগুলো দেখা যায় সবগুলোর উপরই

লেখা আছে Jessore. সবশেষের খাঁচাটা একটু বাঁকা হয়েছিল—সেটাতেও পড়লো রানা, Jessore.

তাহলে। প্রত্যেকটা জেলার জন্যে এতগুলো করে পঙ্গপাল যাচ্ছে। অন্যান্য জেলার খাঁচা কি গন্তব্যস্থলে রওনা হয়েছে? ওভার-হেড ক্রেনটাকে অনুসরণ করবে ভেবে এক পা এগিয়েছে, অমনি পিছন থেকে আওয়াজ এলো, 'খবরদার! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও!'

ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি করলো রানা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে আওয়াজ হলো, 'দুপ!' ছিটকে লোকটার হাতের সাব-মেশিন-গানটা পড়ে গেলো মাটিতে। তারই ওপর আছড়ে পড়লো লোকটা। রানা বুঝলো, একটু আগে দেখা দুজন প্রহরীর একজন হবে। দেখে ফেলেছিলো ওকে নিশ্চয়ই। সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দ্বিতীয়জন।

'পাকাড় লিয়া?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হাঁ,' রানা উত্তর দিলো।

কিন্তু গলার স্বরেই চিনে ফেললো সে, তাছাড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে রানার সাব-মেশিনগানটা নেই। মুহূর্ত মাত্র সময় না দিয়ে দ্বিতীয়বার গুলি করলো রানা। এই লোকটাও হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনে টুঁ শব্দটি না করে। নিজের শার্ট প্যান্টের ওপর প্রথম প্রহরীর কাপড়চোপড় পরে নিলো রানা। তারপর দুটো মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাব-মেশিনগানও বালি চাপা দিয়ে দিলো রানা। ততক্ষণে আরও একটা খাঁচা তুলে নিতে ফিরে এলো ওভার-হেড ক্রেন। চুপচাপ মাটিতে পড়ে রইলো সে।

ওটা চলে যেতেই দ্রুত কাজ সারার প্রয়োজন অনুভব করলো রানা। এই দুজন প্রহরীর অনুপস্থিতি টের পেতে বেশি সময় লাগবে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

না এদের। তার মধ্যেই চেষ্টা করতে হবে এখান থেকে বেরোবার। ব্যাগ থেকে স্প্রে-গান ফিট করা সলিউশনের কৌটো বের করে পকেটে রাখলো রানা। তারপর সাব-মেশিনগানটা তুলে নিলো হাতে। ইছাপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর তৈরি পয়েন্ট থারটি-এইট ক্যালিবারের গান। বিশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন। চমৎকার হালকা যন্ত্রটা।

খাঁচাগুলোর পাশ দিয়ে খোয়া বিছানো রাস্তায় গিয়ে উঠলো রানা। তারপর এগোলো ক্রেনটা যেদিকে গেছে সেদিকে আলোকিত রাস্তার ওপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে। কিছুদূর পেছনে একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেলো সে। হেড লাইট জ্বলে উঠলো। দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করলো রানার—কিন্তু পালাতে গেলেই সন্দেহ হবে। টিপ্ টিপ্ করে জোর হার্টবিট আরম্ভ হয়ে গেলো রানার। পিছন ফিরে চাইলো না সে। পাশ কাটিয়ে চলে গেলো জিপ। কোনো রকম সন্দেহ করেনি ওকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো যেন।

রাস্তা দিয়ে চলতে বাম দিকে চেয়ে দেখলো রানা হাজার হাজার খাঁচা ভর্তি পঙ্গপাল থরে থরে সাজানো। সিলেট-কুমিল্লা চিটাগাং লেখা খাঁচাও দেখলো রানা। কী বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছে অমরেশ মৈত্র, ভাবতেই বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে ওর। কিন্তু ওভার-হেড ক্রেনটা তখন ফিরছে গেটের কাছ থেকে। ওদিকেও আছে নাকি? ডান দিকে মোড় ঘুরলো রানা। গেটের কাছেই রাস্তার দুই-পাশে অসংখ্য খাঁচা জমা করা। প্রথমে এখানে ঢুকে রানা ওগুলোকে বাক্স মনে করেছিল।

পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্প্রে-গানটা বের করে প্রত্যেকটা খাঁচায় পরিমিত সলিউশন স্প্রে করলো রানা। ওষুধের নামটা জানে সে, কিন্তু কেন পঙ্গপালের কারবার দেখলে এটা ছড়াতে বলেছেন

রানা-২

ডক্টর আকবর তা জানে না রানা। ব্যস্ততার মধ্যে সেটা আর জানা হয়নি। রানা ভেবেছিলো ছড়ালেই বুঝি মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে এই কোটি কোটি পঙ্গপাল। কিছুই হলো না। অদ্ভুত কিছুই ঘটলো না। একটু নিরাশ হলো সে। গুণ নষ্ট হয়ে যায়নি তো ওষুধের?

দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে এলো সে রাস্তা দিয়ে পশ্চিম দিকের খাঁচার সামনে। পথে মোড়ের ওপর সেন্ট্রি পোস্টটা খালি দেখে বুঝতে পারলো এই চেক পোস্ট থেকে দুজন প্রহরী ওকে অনুসরণ করে-ছিলো। আলোকিত রাস্তাটা পার হবার সময় হয়তো রানাকে দেখে ফেলেছিলো ওরা।

বেশ অনেকক্ষণ সময় লাগলো পশ্চিম দিকের খাঁচাগুলোয় স্প্রে করতে। তারপর এগিয়ে গিয়ে আবার সেই প্রথম ঘরটার সামনে দাঁড়ালো রানা। দরজা তালা বন্ধ। এদিক দিয়ে চেষ্টা করে লাভ নেই। পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখান দিয়ে এগোলো সে। পনেরো গজ গিয়েই কাচের জানালা পেলো। মেশিনগানের মাথা দিয়ে এক ঘায়ে খানিকটা কাচ ভেঙে ফেললো সে। অল্প খানিকটা সলিউশন স্প্রে করে দ্বিতীয় ঘরটায়ও তাই করলো। তারপর বেরিয়ে এলো রাস্তায়; আবার ঢুকলো তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘরের মাঝ রাস্তা দিয়ে। সেখানে কাজ সেরে এলো, কিন্তু পঞ্চম ঘরটায় কিছুই করতে পারলো না সে। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলেছে সেখানে। Jessore লেখা খাঁচার গোটা পনেরোতে দেয়ার পরই শেষ হয়ে গেলো সলিউশন। রানার কাজও শেষ। আর কিছুই করার নেই ওর। ফেলে দিলো স্প্রে-গানটা ড্রেনের মধ্যে।

খবরার নেই কেন? ঊরুতে বাঁধা চামড়ার খাপের ভিতর থেকে ছুরি বের করে এক বর্গ ফুট আন্দাজ কাটতে আরম্ভ করলো সে

১১—ভারত-নাট্যম

তারের জাল। রাতের বেলা ওরা কিছুই টের পাবে না। এরাও বেশ
চুপচাপ বসে থাকবে খাঁচার মধ্যে। ডক্টর আলী আকবরের কথাটা মনে
পড়লো। 'রাত হলো কি কাত হলো।' রাতে নড়াচড়া করবে না ওরা।
কিন্তু সকাল হলেই ফুরফুর করে সব বেরোবে খাঁচা থেকে। পশ্চিম
বাংলার ওপর দিয়ে এগোবে ওরা সমস্ত সবুজ মুছে দিতে দিতে।
একটা অদ্ভুত আনন্দ শিহরণ অনুভব করলো রানা। শত্রুর অস্ত্র তাদে-
রই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আছে।

গোটা পাঁচেক খাঁচা আর কাটতে পারলো না রানা। খটাং করে
দরজা খুলে গেলো ল্যাবরেটরির। এক ঝলক আলো এসে পড়লো
খাঁচাগুলোর ওপর। একটা খাঁচার আড়ালে সরে গিয়ে রানা দেখলো
চারজন লোক বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে। চলে গেলো তারা হিন্দীতে
কথা বলতে বলতে মাঠের মধ্যে দিয়ে বাংলোগুলোর দিকে। খোলাই
থাকলো দরজাটা। আলোর মধ্যে আর কাজ করা সম্ভব নয়, ছুরিটা
যথাস্থানে গুঁজে রেখে সাব-মেশিনগানটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে
বেরিয়ে এলো রাস্তায়। পঞ্চম ঘরের বৈজ্ঞানিক শিশি-বোতল-টেস্ট-
টিউব আর নানান রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্তই থাকলো। হাঁটতে
হাঁটতে মোড়ের সেই খালি চেক পোস্টের সামনে এসে দাঁড়ালো
রানা। ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বাজছে। রিসিভার তুলে নিলো কানে।
একদমে অনেকক্ষণ বকাবকি করলো কোনো ওপর-ওয়ালা।

'যতসব গেঁয়ো চাষাভুষো নিয়ে পড়েছি আমি। এতক্ষণ ধরে রিং
হচ্ছে কানের মধ্যে কি তুলো গুঁজে রেখেছো, না ডিউটি ফেলে ঘুমো-
ছিলে?' বুলি থামলো একটু।

'কাজেই পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিলাম।' রানা উত্তর দিলো।

'আর তোমার সঙ্গের ভূতটা?'

রানা-২

'ওকে দেবো টেলিফোন?'

'না। আমি জিজ্ঞেস করছি দুজনে কি একসঙ্গে গেছিলে জল তৈরি
করতে? তোমাদের নামে আমি রিপোর্ট করবো, তা জানো? এক্ষুণি
অ্যালার্ম সাইরেন বাজাতে যাচ্ছিলাম।'

'স্যরি স্যার।' উত্তর দিলো রানা।

'স্যার? স্যার বলছো কেন!'

লোকটার কণ্ঠে সন্দেহ ফুটে উঠলো। রানা বুঝলো 'স্যার' বলা
উচিত হয়নি।

'ভুল হয়ে গেছে।'

'তোমার নম্বর কত?' পরিষ্কার সোজা প্রশ্ন।

'সেভেন্টি-নাইন, সি. পি।' কাঁধের ওপর পিতলের নম্বর দেখে
বললো রানা।

খসখস করে কাগজপত্র ঘাঁটার আওয়াজ এলো মৃদু। চেক করলো
বোধ হয় অফিসার ডিউটি-রুটিন। একটু থেমে আবার বললো, 'তৈরি
থেকো, এরিয়ার মধ্যে লোক ঢুকেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। সজাগ দৃষ্টি
রাখবে চারদিকে।' রিসিভার ছেড়ে দিলো অফিসার।

রাত তখন দেড়টা।

ব্যাগ থেকে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ বের করে খেয়ে নিলো রানা
হুইস্কি দিয়ে গিলে। তারপর সিগারেট ধরালো একটা। তৃপ্তির সঙ্গে
কয়েকটা টান দিয়ে ভাবলো ব্যাটারা টের পেলো কি করে? নাকি
এই টেলিফোনের কথোপকথনেই বুঝে ফেলেছে?

এই চেক্ পোস্টটা ত্যাগ করা উচিত। এইভাবে বেশিক্ষণ আর
আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না সে। মিত্রা যদি আসে তো সেই
আগামীকাল রাত আটটায়। কিন্তু এখন যতো শীগগির সম্ভব এই

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

এলাকা ছেড়ে বেরোনো দরকার। অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ঠিক এমনি সময়ে কাঠের চেক্-পোস্টের বাইরে মৃদু একটা খস্-খস্ আওয়াজ পেলো রানা। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠলো ওর কান। এতো আলো কেন? বুঝলো দেরি হয়ে গেছে। সার্চ লাইটটা স্থির হয়ে আছে এই সেন্ট্রি-পোস্টের ওপর। সাব-মেশিনগানের ওপর হাত পড়লো তার। সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠলো আবার। রিসিভারটা কানে তুলে শুনলো রানা পরিষ্কার বাংলায় একজন বলছে, 'আমি জয়দ্রথ মৈত্র বলছি। বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই মিঃ মাসুদ রানা। বিশটা মেশিনগান ধরা আছে আপনার দিকে। কথা না শুনলে এক সেকেণ্ডে শেষ হয়ে যাবেন।'

কথাটা বিশ্বাস করলো রানা। কণ্ঠস্বরটাও চিনতে পারলো অক্লেশে।

'মেশিনগান এবং পিস্তলটা ডেস্কের ওপর রেখে দয়া করে ভদ্রলোকের মতো বেরিয়ে আসুন বাইরে।'

চিন্তা করছিলো রানা। তাহলে ধরা পড়লো সে। ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে ভালো করেই জানা আছে রানার। এখনই বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবে, না অপেক্ষা করবে সুযোগের? জামার বোতামটা ছিঁড়ে খেয়ে নেবে?

সার্চ লাইটটা সরে গিয়ে অন্ধকার মাঠের ওপর ঘুরে এলো একবার। সেই আলোয় রানা দেখলো বিশজন সৈন্য মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে চেয়ে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান। রানা স্থির করলো অপেক্ষা করবে সে।

'অলরাইট বাস্টার্ড।' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা।

'বেরিয়ে এসো বাপ। সময় নষ্ট করে লাভ আছে কিছু?'

খুব কাছেই পেছন থেকে মোলায়েম কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। বেপরোয়া রানা বেরিয়ে এলো বাইরে। খপ্ করে দুপাশ থেকে দুজন ধরলো রানার হাত। তৃতীয় জন পেছন থেকে এসে এবার পিস্তলটা বের করে নিলো রানার ওয়েস্ট-ব্যাণ্ড থেকে। অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলো মেশিনগান-ধারীর দল। রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গেছে। দড়াম করে এক লাথি মারলো আমি লেফটেন্যান্ট রানার পেছন দিকে। দুই পা সামনে এগিয়ে গেলো রানা সেই ধাক্কায়।

একটা সুদৃশ্য বাংলোর সামনে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে।

'আসুন আসুন! আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম মিঃ মাসুদ রানা! জানতাম আপনি বাঘের বাচ্চা—পালিয়ে যাবার লোক নন। কলকাতায় পেলাম না, কিন্তু জানতাম এখানে আপনার দেখা পাবোই।' হলুদ বীভৎস চোখ মেলে রানার দিকে চেয়েছিল জয়দ্রথ মৈত্র। ওর মুখে এই প্রথম হাসি দেখলো রানা। হাসতে গিয়ে টান লেগেছিলো—জিভ দিয়ে মুখের দুই কোণের ঘা ভিজিয়ে নিলো জয়দ্রথ মৈত্র। কেশবিহীন প্রকাণ্ড মাথাটার তিন ফুট উঁচুতে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছিলো। আলোটা চক্চকে মাথায় প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো রানার।

'কিন্তু আশা করেছিলাম বাইরেই ধরা পড়বেন—ভিতরে ঢোকার আগেই।'

পেছন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করলো জয়দ্রথ মৈত্র। পাঁচজন ছাড়া বাকি সবাই পেছনে রয়ে গেলো। ওয়েটিংরুমের মধ্যে দিয়ে একটা বিরাট কনফারেন্স হলে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। প্রকাণ্ড একটা পাক-ভারতের ম্যাপ ঝুলছে একধারের সারাটা দেয়াল জুড়ে মোটা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘরের একটা অংশ। চাবি দিয়ে গেটটা খুলে দিলো জয়দ্রথ মৈত্র। দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ভালো করে সার্চ করা হলো ওর সারা দেহ। উরুতে বাঁধা খাপ থেকে ছোরাটা বের করে নেয়া হলো।

'পিস্তলটা কোথায়?'

'এই যে।' রানার ওয়ালথার এগিয়ে দিলো লেফটেন্যান্ট।

সাইলেন্সার খুলে ফেললো জয়দ্রথ মৈত্র। স্লাইড টেনে ছটা গুলি বের করে ফেললো মাটিতে। ব্যারেলের মাথায় মাজলের কাছে বুড়ো আঙুলের নখ রেখে পরীক্ষা করে দেখলো গুলি ছোঁড়া হয়েছে কি-না। নলের ভিতরে পাউডারের দাগ দেখে মাথা নাড়লো সে।

'লাশ দুটো কোথায়?' দপ করে জ্বলে উঠলো জয়দ্রথের চোখ।

লেফটেন্যান্ট তখন নিচু হয়ে মাটি থেকে গুলিগুলো তুলছিলো। রানা দেখলো এই সুযোগ। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই হঠাৎ প্রাণপণে ঝেড়ে এক লাথি লাগালো ওর চিবুকের নিচের নরম মাংস লক্ষ্য করে। এমন ঘটনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলো না। স্টীলের সোল বসানো জুতো সোজা গিয়ে লাগলো লক্ষ্যস্থলে। একটা বিকট আওয়াজ করে দুই হাত শূন্যে তুলে চিত হয়ে পড়লো লোকটা মেঝেতে। খুঁটে তোলা গুলিগুলো ছিটকে গেলো চারদিকে। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত। শিরা ছিঁড়ে গেছে। আধ মিনিট ছট্‌ফট্‌ করে জয়দ্রথের চোখের সামনে স্থির হয়ে গেলো দেহটা।

লাল হয়ে গেলো জয়দ্রথের ফর্সা মুখ। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলো সে। এবার এক বাট্‌কায় হতভম্ব প্রহরীদের কাছ থেকে ছুটে এলো রানা। হাত দুটো তেমনি পেছনে বাঁধা। এক লাফে জয়দ্রথের কাছে চলে এলো সে। তলপেট লক্ষ্য করে প্রচণ্ড একটা

লাথি চালালো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো জয়দ্রথ। চট্‌ করে এক পা পিছিয়ে ধরে ফেললো রানার পা।

রানার কানে গেলো, পেছনের কাউকে জয়দ্রথ বললো, 'খবরদার গুলি করো না।' তারপরই খঁাই করে একটা রাইফেলের বাট এসে পড়লো রানার মাথার ওপর। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো মাসুদ রানা।

ঠিক সেই সময় পাশের একটা দরজা দিয়ে স্লিপিং গাউন পরিহিতা স্যালি ডেভন ঢুকলো এসে ঘরে। এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রানাকে দেখলো সে।

'এখন যাও স্যালি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেলো স্যালি পাশের ঘরে। শক্ত করে রানার পা বেঁধে ফেলা হলো। জয়দ্রথের ইঙ্গিতে লেফটেন্যান্টের মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে গেলো দুইজনে। বাকি দুইজন রানার পা ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে এলো জ্ঞানহীন দেহটা লোহার গরাদ দেয়া হাজত ঘরটার মধ্যে। তালা লাগিয়ে দিলো জয়দ্রথ লোহার গেটে। হাতের ইঙ্গিতে ওদের চলে যেতে বলে টেবিলের ওপর কয়েকটা কাগজ ঘাঁটলো কিছুক্ষণ। একটা টেলিফোন করলো কোথাও। তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে গেলো পাশের ঘরে।

ঘন্টা খানেক পরে জ্ঞান ফিরে এলো রানার। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ মেলে দেখলো চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথায় আছে বুঝতে পারলো না সে। পিঠের তলায় হাতটা বেকায়দায় পড়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। দেহ কাত করে চাপ মুক্ত করলো রানা শক্ত করে বাঁধা হাত দুটো। আবার রক্ত চলাচল আরম্ভ হওয়ায় ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেলো ডান হাতটা। বিকারগ্রস্তের মতো অনেক আজেবাজে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকলো ওর মাথার মধ্যে। একই কথা বারবার ফিরে আসে—চেষ্টা করেও তাড়াতে পারে না রানা। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো রানার। চোখ বন্ধ করেই শুনলো পাশের ঘরে খবর হচ্ছে রেডিয়োতে। হঠাৎ ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠলো রানা। মুহূর্তে ঘুমের রেশ কেটে গেলো তার। যুদ্ধ! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না।

'এ খবর প্রচারিত হচ্ছে রেডিয়ো পাকিস্তান থেকে। আজ ভোর সাড়ে তিনটায় লাহোরের আটারি-ওয়াগা ও বাকি সেক্টরে কোনো রকম যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকেই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের হীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। অতর্কিত আক্রমণ করে ভারতীয় সৈন্য লাহোর সেক্টরে পাকিস্তানের মূল ভূ-খণ্ডের তিন মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। পাকিস্তান স্থল বাহিনীর বীর জোয়ানেরা বিপুল বিক্রমে শত্রু সৈন্যকে প্রতিহত করছেন। এই মাত্র খবর পাওয়া গিয়েছে—ভারতীয় বিমান বাহিনী ওয়াজিরাবাদে দণ্ডায়মান একটি যাত্রীবাহী রেলগাড়ির ওপর বোমা বর্ষণ করেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। জাতির উদ্দেশ্যে আজ প্রেসিডেন্ট যে জরুরী বেতার ভাষণ দান করেছেন তার বাংলা তর্জমা প্রচার করা হবে পূর্ব পাকিস্তান সময় বিকেল চারটায়।'

ব্যাপার কি? যুদ্ধ লেগে গেলো? লাহোর আক্রমণ করেছে হিন্দু-স্থান।

খবরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আবার পড়ে শোনানো হলো। মন দিয়ে শুনলো রানা। এখন পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনী আটটি

ভারতীয় বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে; স্থল বাহিনীর গুলিতে ভূপাতিত হয়েছে আরো তিনটি। খবরের পরই ভেসে এলো রানার প্রিয় কণ্ঠ-শিল্পীর বলিষ্ঠ কণ্ঠ:

'রক্তে লিখেছি জন্মভূমির নাম'

সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো রানার। স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর বন্ধুবান্ধবের ছবি ফুটে উঠলো ওর চোখের সামনে। সমগ্র পাকিস্তানে আজ যুদ্ধ-চাঞ্চল্য আর সে কিনা পড়ে আছে নিরুপায় বন্দী অবস্থায়।

এমনি সময় জয়দ্রথ এসে ঢুকলো ঘরে। একটা সরু দড়ি ধরে টান দিতেই সারা ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠলো।

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে? খবরটা শুনলেন? অবাক লাগছে না?'

পরম পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠলো জয়দ্রথের মুখে। টেবিলের ওধারের চেয়ারটায় বসলো সে। দুবার হাতে তালি দিতেই দুইজন সিপাই ঢুকলো ঘরে। তালা খুলে রানাকে নিয়ে এসে বসানো হলো একটা বিশেষ ভাবে তৈরি লোহার চেয়ারে। মেঝেতে লেফটেন্যাণ্টের রক্তের দাগ কালচে হয়ে লেগে আছে এখনও। চেয়ারের সঙ্গেই ফিট করা চামড়ার বেল্ট্ দিয়ে প্রথমে রানার বুক, পেট এবং আলাদা আলাদা করে দুই উরু বাঁধা হলো চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে; তারপর পায়ের বাঁধন খুলে পা দুটো চেয়ারের দুই পায়ার সাথে বাঁধা হলো। এবার হাতের বাঁধন খুলে কনুই এবং কব্জি বেঁধে ফেলা হলো চেয়ারের হাতলের সঙ্গে। একবিন্দু নড়াচড়ার ক্ষমতা রইলো না রানার। জয়দ্রথের ইশারায় বেরিয়ে গেলো সিপাই দুইজন ঘর থেকে।

'আজ আমার বড় আনন্দের দিন মিঃ মাসুদ রানা। আজ আমা-দের ডি-ডে। দুই-দুইটা বছর কঠোর পরিশ্রম করবার পর আজ আমরা সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছি। তাই অন্যান্য সবাই পৌছবার

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আগেই আপনার সঙ্গে ছুটো রসালাপ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।'

একটু নড়ে চড়ে আরাম করে বসলো জয়দ্রথ।

'ঐ যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ওটাকে আমরা বলি 'প্যানিক চেয়ার।' কারো কাছ থেকে তথ্য বের করতে হলে ওটা ব্যবহার করি আমি। আমার নিজের আবিষ্কার। অনেক রকম কাজ হয় ওতে। ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমাদের দেশের উচ্চ মার্গের কয়েকজন ভদ্রলোক এসে পৌছবেন। স্টেনোগ্রাফারও আসবে ছুইজন। তাঁদের সামনে আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে নেয়া হবে নানান কৌশলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন কয়েকটা ইলেকট্রিক তার গিয়ে ঢুকেছে চেয়ারটার ভিতর। বারোটা বোতাম আছে আমার হাতের কাছে—একেকটাতে একেক ফল, সময়-মতো টের পাবেন সব। এখন আমার অতিথিরা এসে পৌছবার আগেই আপনাকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করে নিতে চাই।'

এক টিপ নস্যি নিলো জয়দ্রথ মৈত্র।

'গত ছুই বছর ধরে আমরা একটা মহা প্রস্তুতি নিয়েছি পাকিস্তানকে পঙ্গু, নির্জীব, মেরুদণ্ডহীন এক জাতিতে পরিণত করবার জন্যে। তার প্রথম অংশ আপনি রেডিয়োতে শুনেছেন। এগারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য আজ পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে প্রস্তুত। আখনুর থেকে রাজস্থান পর্যন্ত ভারতীয় পদাতিক, পার্বত্য অশ্বারোহী, সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী আজ আক্রমণোদ্যত। কেবল লাহোরেই ছুই ডিভিশন সৈন্য আজ ঢুকে পড়েছে পাকিস্তানের ভেতর। ফিফ্‌টিনথ্‌ আর সেভেন্থ্‌ পদাতিক ডিভিশন। আর টোয়েন্টি থার্ড পার্বত্য ডিভিশন রিজার্ভ রাখা হয়েছে, প্রয়োজন হলে লাগানো হবে।

এ ছাড়া কাছেই অমৃতসরে আরও এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। ছুই দিক আক্রমণ করা হয়েছে—আটারি-ওয়াগা এবং বারকিলাহোর। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিহত করবার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই। এ ছাড়া এয়ারফোর্স তো রয়েছেই সাহায্যের জন্যে। আমাদের Mig 21, Gnat, Hunter, Canberra,, Vampire ছাতু করে দেবে পাকিস্তানের দুর্বল Sabre F-86, B-57 এবং F-104. সারা পৃথিবী জানে আজ সন্ধ্যায় আমাদের সেনাপতি লাহোর ফোর্টে বসে চা খাবেন। আগামীকাল লাহোর দখলকারী বাহিনী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কাসুর থেকে অগ্রসরমান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে। লাহোরের পর শিয়ালকোট। চুরমার হয়ে যাবে পাকিস্তানীদের মনোবল। সর্বত্র দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। মাত্র দশদিন লাগবে আমাদের সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে পদানত করতে। এমনই আঘাত হানবো—যেন আগামী ছুশো বছরেও সে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সে ভার গ্রহণ করেছেন আমাদের সেনাপতি। আর পূর্ব পাকিস্তানের ভার পড়েছিলো এই আমার ওপর।'

বুকের ওপর বুড়ো আঙুল ঠেকালো জয়দ্রথ মৈত্র।

'আমি ভেবে দেখলাম ঐ নদী নালার দেশে সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে খুব স্থবিধে হবে না। ট্যাঙ্ক যাবে নরম মাটিতে বসে। তাছাড়া আমাদের সামরিক শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ হওয়া দরকার পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলাম। পঙ্গপাল দিয়ে ধ্বংস করে দেবো পূর্ব-পাকিস্তান। সীমান্ত বরাবর খুলনা-যশোহর-কুষ্টিয়া-রাজশাহী-দিনাজপুর-সিলেট-কুমিল্লা-চিটাগাং, চারদিক থেকে কোটি কোটি পঙ্গপাল ছাড়া হচ্ছে। মাঝরাত থেকেই স্পেশাল ট্রেনে করে রওয়ানা হয়ে গেছে সব পঙ্গপাল গন্তব্যস্থলে। দশ দিনের মধ্যে ধু ধু করবে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আপনাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পূর্ব-পাকিস্তান—সবুজের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না কোথাও। ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ লাগবে। না খেতে পেয়ে মারা যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বাইরে থেকে সাহায্য পাবে না কোনো, বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে তখন। হাহাকার পড়ে যাবে সারা দেশ জুড়ে। আমরা তখন দয়া পরবশ হয়ে অনায়াসে দখল করে নেবো পূর্ব-পাকিস্তান। বাধা দেয়ার লোক থাকবে না আর।'

নির্বিকার ভাবে শুনছিল মাসুদ রানা। এবার বললো, 'আর চুপচাপ তাই দেখবে পৃথিবী? গাঁজা মারার জায়গা পাওনি শালা।'

জয়দ্রথ একটা বোতাম স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠলো রানা তীব্র একটা বিদ্যুৎ ঝটকা খেয়ে।

'কেউ অশোভন কথা বললে এই বোতামটা সাধারণতঃ টিপি আমি। বারো রকম কৌশলের এটা একটা। আশা করি ভবিষ্যতে আর অভদ্র ব্যবহার করবেন না। যাক যা বলছিলাম। পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নেই। ক্ষমতাশীল ব্যক্তি বা দেশ যা করে সেটাই ন্যায়। তবে হ্যাঁ, প্রতিবাদ হবে, বড় বড় কনফারেন্স হবে, অনেক যুক্তিতর্কের ঢেউ উঠবে পড়বে, বৃহৎ শক্তিবর্গ বৈঠকের পর বৈঠক বসাবে, আলোচনা চলবে দিনের পর দিন। শেষ কালে ছাড়বো আমরা পাকিস্তান। গড়িমসি করে যাচ্ছি-যাবো করতে করতে চার-পাঁচ বছর পার হয়ে যাবে। শুষে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দেবো আমরা পাকিস্তানকে। প্রাণটা কেবল দুর্বলভাবে ধুক্ পুক্ করবে—আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। জন্মের পর থেকেই আপনারা যে অবিরাম উদ্বেগের মধ্যে রেখেছেন আমাদেরকে, তাতে সমূলে বিনাশ করা ছাড়া আর কোনো পথই ছিলো না আমাদের।'

একটু থেমে একটিপ নস্যি নিলো জয়দ্রথ মৈত্র। পাশেই রাখা একটা ছোট্ট দামী অলওয়েভ ট্রানজিস্টার রেডিয়ো খুলে দিলো। প্রেসিডেন্টের ভাষণের অনুবাদ প্রচার করা হচ্ছে।

'ভারতের কামান চিরতরে স্তব্ধ না করা পর্যন্ত দশ কোটি পাকিস্তানী বিশ্রাম গ্রহণ করবে না। ভারত এখনও বুঝতে পারছে না কোন্ জাতির বিরুদ্ধে সে মাথা তুলেছে।'

একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বন্ধ করে দিলো জয়দ্রথ রেডিয়োটা।

'আমার দায়িত্ব ছিলো মস্ত বড় মিঃ মাসুদ রানা। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আমার পঙ্গপাল বাহিনী তৈরি করতে হয়েছে। কত শত কঠিন সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। ঐ যে চারটে ব্রিডিং রুম দেখেছেন—সব এয়ার কণ্ডিশন করা। মরুভূমির আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে সেখানে। লো হিউমিডিটি, হাই টেম্পারেচার। বছরে ছয়বার ডিম পাড়িয়েছি ওদের দিয়ে। প্রতি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চারবার দিনকে রাত করেছি, রাতকে দিন। এক মাসের জায়গায় এক সপ্তায় পূর্ণ বয়স্ক পঙ্গপাল তৈরি করেছি। স্ত্রী পঙ্গপাল বালুর নিচে ছশো করে ডিম পেড়েছে। ডিম থেকে পিউপা, তার থেকে লারভা এবং সবশেষে অ্যাডাল্ট। বিশেষ প্রক্রিয়ায় দশ দিনের মধ্যেই ডিম পাড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে নতুন জেনারেশন। চিন্তা করে দেখুন, নইলে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান ছেয়ে ফেলা সম্ভব হতো না এত অল্প সময়ের মধ্যে। আমার বশে লোকাস্ট, অর্থাৎ Accridium Succinctum আবার চলে হাওয়ার অনুকূলে। যে সময়টাতে ছাড়তে চাই সে সময় হাওয়া বয় দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে। সিলেট-কুমিল্লা চিটাগাং এর জন্যে চিন্তা নেই, কিন্তু আপনাদের পশ্চিম সীমান্তে ছাড়লে সব চলে আসবে আমাদের নিজেদেরই দেশে। তাই এদের স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। Molasses—'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'ওসব আমাদের জানা আছে। আপনাদের কার্যকলাপ সবই আমাদের নখ দর্পণে। ঐ গন্ধ ছড়িয়ে পঙ্গপালগুষ্টি হাওয়ার প্রতিকূলে নেয়ার চেষ্টা করছেন আপনারা।'

'হ্যাঁ। আজ সকালেই আমাদের সব কটা বম্ব কেটে সীমান্ত জুড়ে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করলো জয়দ্রথ মৈত্র।

'আপানাদের পি. সি. আই-চীফ সেগুলো তুলে অকেজো করে ফেলবার জন্যে লোক লাগিয়েছে, এই তো বলতে চাচ্ছেন? সে-সব আমার জানা আছে। তাই সকাল বেলা প্লেনে করে নতুন একদফা গন্ধ ছড়ানো হয়েছে। দুপুরে আবার একদফা চারটে Mig 21 যাবে এই এক্সট্রাক্ট ছড়াতে। কয়দিক সামলাবে রাহাত খান? ও হচ্ছে গরু খেকো নেড়ে মুসলমান। বুদ্ধির খেলায় আমার কাছে সে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গর্দভ।'

আবার একবার খুললো জয়দ্রথ রেডিয়োটা। শেষ হয়ে এসেছে প্রেসিডেন্টের বাণী।

'—কঠোরতম আঘাত হানার জন্য আপনারা তৈরি হ'ন। এগিয়ে যান, এবং শত্রুর মোকাবেলা করুন। আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। শয়তানের ধ্বংস অনিবার্য। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।'

পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠলো। বন্ধ করে দিলো জয়দ্রথ রেডিয়োটা বিতৃষ্ণার সঙ্গে।

'পঙ্গপালের আপনারা কি দেখেছেন? ১৯৬২ সালে করাচির ওপর দিয়ে যে ছোট্ট দলটা উড়ে গিয়েছিল তার ফলেই সারাদিন সূর্যের মুখ দেখতে পারেনি করাচিবাসী। ওটা ছিলো মাত্র ৯৫ মাইল লম্বা

৮ মাইল চওড়া আর thickness ছিলো আধ মাইল। আর এখানে আমি প্রত্যেক জেলার জন্যে ছাড়ছি এর পাঁচগুণ বড় বড় এক একটা দল। দুঃখ শুধু এই, আমার ইচ্ছেমত ছাড়তে পারলাম না। সেনাপতি তৈরি হতে সময় নিয়ে নিলেন একটু বেশি। আর মাস দুই আগে ছাড়তে পারলে অতুলনীয় ক্ষতি করতে পারতাম।'

একবার মুখের দুই কোণ ভিজিয়ে নিলো সে। দেখলো রানা ঝিমোচ্ছে—ওর কথা শুনছে না। একটা বোতাম টিপলো সে। গরম হয়ে উঠছে চেয়ারটা। অবাক হয়ে রানা দেখলো জয়দ্রথ হাসছে। লাল হয়ে উঠছে চেয়ারটা। ধোঁয়া বেরোতে আরম্ভ করলো রানার কাপড় থেকে—আগুন ধরে যাচ্ছে। আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো রানা। সুইচটা অফ করে দিলো জয়দ্রথ।

'ইচ্ছে করলে অসম্ভব ঠাণ্ডাও করা যায় অন্য বোতাম টিপে। যাক্, যা বলছিলাম। অনেক বাধা বিপত্তি। একবার তো একটা Fungus রোগ হয়ে তিন দিনে শেষ হয়ে গেলো সব পঙ্গপাল। অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। Matarrhigium. থেকে হয়…'

'কি বললেন?' চমকে তাকালো রানা জয়দ্রথের মুখের দিকে।

Matarrhigium. কেন, নামটা শুনেছেন নাকি?'

হঠাৎ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রানার মুখ। বত্রিশ পাটি দাঁত বের হয়ে গেলো ওর। অবাক হয়ে বক্তৃতা বন্ধ করলো জয়দ্রথ মৈত্র।

'হাসছেন কেন?'

'আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না, তাই।'

হঠাৎ এতো আনন্দের কারণ?

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'আমার দেশকে আমি রক্ষা করেছি—তাই মরতেও আজ আমার আনন্দ হচ্ছে।'

জয়দ্রথ ভাবলো হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি রানার? অতিরিক্ত নার্ভাস হলে এমন হয় অনেক সময়। কিন্তু হাসিটা তো বিকারগ্রস্তের হাসি বলে মনে হচ্ছে না!

Furgus রোগের কথা বললেন না? Matarrhigium? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঐ রোগটা বয়ে এনেছিলাম আমি পাকিস্তান থেকে। প্রত্যেকটা খাঁচায় ঐ সলিউশন স্প্রে করেছি আমি গত রাত্রে; কিন্তু জানতাম না কি ক্ষতি হবে আপনাদের। এখন বুঝলাম। কালকের মধ্যে সমস্ত পঙ্গপাল মরে ভূত হয়ে যাবে আপনার। এতো পরিশ্রম করেও শেষ কালে হেরে গেলেন মৈত্র মশাই।'

মুখটা হাঁ হয়ে গেছিলো জয়দ্রথের, নিজের অজান্তেই নস্যির কৌটাটা তুলে নিলো টেবিল থেকে। ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ঢোঁক গিললো সে।

'অসম্ভব!'

'খুবই সম্ভব। আপনার পঞ্চম ল্যাবরেটরির পাশে যেখানে JESSO-RE লেখা খাঁচাগুলো ছিলো কাল রাতে…ঐখানে ড্রেনের মধ্যে খোঁজ করলে পাবেন, খালি কৌটাটা পড়ে আছে। তুলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ঐখানে এসেই শেষ হয়ে গিয়ে ছিলো সলিউশন। তাই বাকি খাঁচাগুলোর জাল আমি ছুরি দিয়ে কেটে ফাঁক করে দিয়েছি। জালগুলোও ওখানেই পাবেন। একটু বেলা উঠতেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে ওরা সব—মিথ্যে কথা নয়, খোঁজ নিয়ে দেখুন এতক্ষণে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত খামার চষে বেড়াচ্ছে ওগুলো।'

জয়দ্রথ বুঝলো মিথ্যে কথা বলছে না রানা। সমস্ত মুখ কুঁচকে

গেলো ওর। ধক্ ধক্ জ্বলে উঠলো হলুদ লম্বাটে চোখ জোড়া। শেষ কালে এর হাতে পরাজয় হলো জয়দ্রথের? একটা সাধারণ পাকিস্তানী স্পাই এসে শেষ করে দিলো তার এতো দিনের সাধনা, এতো পরিশ্রম। একজন লোক পাঠিয়ে দিলো জয়দ্রথ কৌটোটা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে দেবার জন্যে। ল্যাবরেটরিতেও ফোন করে কয়েকটা আদেশ দিলো সে।

জয়ের উল্লাসে রানা বলে চললো, 'আর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রাহাত খান সম্পর্কে সতর্ক হয়ে মন্তব্য করবেন। আমার হাত খোলা থাকলে চড়িয়ে আপনার দাঁত কয়টা ফেলে দিতাম ঐ অশোভন উক্তির জন্যে।'

আবার বোতামে হাত দিতে যাচ্ছিলো জয়দ্রথ মৈত্র, কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠতেই সেদিকে হাত বাড়ালো। রিসিভার কানে তুলেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেলো জয়দ্রথ মৈত্রের।

'কি বললে? খবর এসেছে খাঁচা খালি? (কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনলো) না, এখন আর কোনো ইন্সেক্টিসাইড দিয়েই ফেরানো যাবে না। যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে।…কোথায় বললে? বারাসত? …(মাথা নাড়লো হতাশ ভাবে) এতগুলো লোক কেউ লক্ষ্য করলো না এতো খাঁচা সব কাটা?…না, ওখানে জানিয়ে কি হবে!…কি বললে? প্রধানমন্ত্রী? ওদিক আমি সামলাবো। আমি আসছি এক্ষুণি।'

রানার প্রতি তীব্র দৃষ্টি হেনে উঠে দাঁড়ালো জয়দ্রথ মৈত্র। তেমনি মুচকে মুচকে হাসছিল রানা। বললো, 'হেরে গেলেন মৈত্র মশাই। এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হবে আপনাদের সেনাপতিকে বেত্রাহত কুকুরের মতো। আমাদের সামরিক

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

শক্তি আপনাদের ভুল ভাঙিয়ে দেবে অল্পদিনেই।'

'আমি আসছি। তারপর তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি শয়তান!'

একটা সুইচ টিপে দিয়ে নিশিতে পাওয়া লোকের মতো দিশেহারা পা ফেলে বেরিয়ে গেলো জয়দ্রথ মৈত্র।

খুব নিচু ভোল্টে অত্যন্ত হাই অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট চলছিলো। ধীরে ধীরে ঘুমিয়েপড়লো রানা। দশ মিনিট পর পর ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিলো রানার। আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলো। এরই মধ্যে ভাঙা ভাঙা ভাবে চিন্তা করছিলো রানা অনেক কথা। মাঝে মাঝে চেষ্টা করছিলো বাঁধন খুলতে—শেষে হাল ছেড়ে দিলো। এ বাঁধন খুলবার নয়। বাজে কয়টা এখন? জয়দ্রথ ফিরবে কখন? কখন আরম্ভ হবে জয়দ্রথের আসল নির্যাতন? তাড়াতাড়ি করছে না কেন? যা ঘটার ঘটে যাক না। এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করা যায় না।

মাথার ওপর দিয়ে কতো যে জেট গেলো ঝাঁকে ঝাঁকে তার ইয়ত্তা নেই। রানা ভাবলো এ এক অদ্ভুত নির্যাতন বের করেছে তো জয়দ্রথ। যখন সে ঘুমাতে চাইছে, তখন কে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে ওকে···আবার জেগে থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও কে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যাবে সে। ঘুমটা যতবার ভাঙছে দুঃস্বপ্ন দেখে ভাঙছে। টপ্ টপ্ করে ঘাম পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে।

একটা ছায়া কেঁপে উঠলো ঘরের ভেতর। চমকে ঘাড় ফেরালো রানা। স্যালি ভেডন। প্রথমেই পা টিপে টিপে বোতামগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলো রানা—সুইচ অফ করে দিতেই ঘুমের রেশটা গেলো ছুটে। চট্‌পট্ রানার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করলো এবার স্যালি। হাতের বাঁধন আগে খুললো, তারপর পায়ের।

বিস্মিত রানা নিজেই তাড়াতাড়ি গলা, বুক এবং পেটের বেল্টগুলো খুলে ফেললো। আধ মিনিটের মধ্যেই বাঁধন মুক্ত রানা উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'আপনি কোত্থেকে?' রানা জিজ্ঞেস করলো।

'জয়দ্রথের সঙ্গে আছি ব্যাঙ্কক যাবার আগের কটা দিন। ক্যাথির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আপনার ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারবো না। আমার বোন ভুল করেছিলো—ওকে ক্ষমা করতে পারবেন না মিঃ রানা?'

'ওসব পরে হবে স্যালি। এখন বাজে কয়টা?'

'সাড়ে সাতটা।'

'ক'জন সশস্ত্র লোক আছে এ বাড়িতে?'

'আট দশ জন। কিন্তু সম্পূর্ণ এরিয়ার অর্ধেক প্রহরীকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে আজ।'

'আমার পিস্তলটা কোথায় জানেন?'

'না।'

'প্রহরীদের চোখে না পড়ে এ বাড়ি থেকে বেরোবার কোনো পথ আছে?'

'তা ঠিক বলতে পারবো না। গতকালই প্রথম এসেছি এখানে আমি।'

'জয়দ্রথ কখন আসবে বলে গেছে কিছু?'

স্যালিকে আর জবাব দিতে হলো না। একটা জীপ জোরে ব্রেক কষে স্কিড্ করে থামলো গাড়ি বারান্দায়। স্যালিকে পাশের ঘরে যাবার জন্যে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ইঙ্গিত করলো রানা। দ্রুত চোখ বুলালো সে ঘরের চারধারে। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

যাবে। নিষ্ঠুর ভাবে ছোরা চালালো সে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত। ছিটকে এসে লাগলো রানার চোখে মুখে। মাথাটা এক দিকে হেলে পড়লো জয়দ্রথের। ফাঁক হয়ে আছে গলা। কলকল করে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে।

ছুরি হাতে প্রস্তুত থাকলো রানা। কিন্তু না। ডাইনিং-রুমটা ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেলো ওরা সামনে। পর্দার নিচ দিয়ে ওদের বুট দেখতে পেলো রানা। জনা ছয়েক হবে।

এবার ধীর পায়ে পেছনের দিকে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। অন্ধকার হয়ে গেছে বাইরেটা। যদি এখান থেকে বেরোতে না পারে তবে যতোগুলো সম্ভব শেষ করে তারপর মৃত্যুবরণ করবে সে। হঠাৎ পঞ্চাশ গজ দূরে বালির ঢিবিটার কথা মনে পড়লো রানার। মৃত-দেহ দুটোর সঙ্গে সাব-মেশিনগানটার কথাও মনে এলো। এতক্ষণ পর্যন্ত ওগুলো যথাস্থানে আছে কিনা কে জানে? আবার পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো করিডোরে। দরজা খুলে বাড়িটার পেছন দিকে বেরিয়ে এলো রানা। সার্চ লাইটের আলোটা একবার ঘুরে যেতেই দৌড় দিলো সে। পাওয়ার জেনারেটারের পাশ দিয়ে সামনের আলোকিত খোলা মাঠে পড়লো এবার। এক ছুটে চলে এলো বালির ঢিবিটার কাছে।

আছে। টান দিয়ে সাবমেশিনগানটা বের করে বালি ঝেড়ে নিলো রানা। একজন মৃত প্রহরীর কব্জি পর্যন্ত হাত বেরিয়ে পড়লো বালির ভিতর থেকে। কি মনে করে টেনে বের করলো সে মৃতদেহটা। দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন টান দিয়ে বের করলো মৃত ব্যক্তির কোমরের বেল্ট থেকে।

ছয়জন প্রহরী রাইফেল হাতে জয়দ্রথের বাংলোর পেছন দিয়ে

বেরিয়ে এলো। জয়দ্রথের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই, তাই বেরিয়ে এসেছে পেছনের খোলা দরজা দিয়ে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ট্রিগার টিপলো রানা। বিকট চিৎকার করে আছড়ে পড়লো মাটিতে সব ক'জন। এবার ছুটলো রানা ল্যাবরেটরি ঘরগুলোর পেছন দিয়ে সোজা উত্তর দিকে। কিন্তু এক নম্বর ঘরটার পেছনে পৌঁছতেই আকাশ কাঁপিয়ে বেজে উঠলো সাইরেন। এলাকার সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে। চারদিকে খবর হয়ে গেছে। গেট থেকে আট দশজন ছুটলো সোজা রাস্তা ধরে জয়দ্রথের বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেন্ট্রি-ব্যারাক থেকে হুড়মুড় করে বেরোচ্ছে ইউনিফরম-বিহীন সশস্ত্র প্রহরী দলে দলে। পাগল হয়ে খুঁজছে রানাকে সার্চ লাইটের আলো। এক ছুটে পুকুর ধারে চলে এলো রানা। তারপর আরেক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠলো কয়েকটা মেশিনগান এবং রাইফেল। আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো গুলিগুলো। সার্চ লাইটটা রানার ওপর এসে স্থির হয়ে গেছে। প্রথ-মেই গুলি করে সার্চ লাইট নিভিয়ে দিলো রানা তারপর শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে কোণাকুণি এগোলো ইউকালিপ্টাস গাছের দিকে। হৈ-চৈ করে এগিয়ে আসছে একদল। আবার গুলি করলো রানা। চিৎকার করে কয়েকজন পড়ে গেলো মাটিতে, বাকি ক'জন শুয়ে পড়লো সটান। বিশগুলির ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গিয়েছিলো, ওটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ম্যাগাজিন ভরলো রানা। তারপর অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে বুকে হেঁটে এগিয়ে চললো সামনে। ঘাস বিহীন শুকনো মাটিতে ঘষা লেগে ছড়ে গেলো দুই কনুই এবং হাঁটুর চামড়া। আরও লোক আসছে এগিয়ে। রানাকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। ক্রমেই আরও অন্ধকারে সরে যাচ্ছে সে। কিন্তু পেছনে আলোকিত রাস্তা

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

থাকায় রানা দেখতে পাচ্ছে প্রহরীদেরকে পরিষ্কার। আর একটু ডাইনে সরে গেলো রানা। আরো বেশ খানিকটা দূর আছে দেয়ালটা। গুলি এসে বিঁধছে আশেপাশে। খাবলা খাবলা মাটি লাফিয়ে উঠছে আধ হাত।

সাইরেন এবং গোলমাল গুলিগালাজের শব্দে হতচকিত হয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের গার্ড পোস্ট থেকে বেরিয়ে এলো দুজন। কয়েক পা এগিয়ে ধরাশায়ী হলো দুজনেই নিজের পক্ষের সাব-মেশিনগানের গুলিতে। ব্যারাকের লোকগুলোও এতক্ষণে এসে যোগ দিয়েছে। 'ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা' মেশিনগান চলছে—দুই হাত থর থর করে কাঁপছে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে 'টাশ্‌' করে উঠেছে রাইফেলের গুলি। রীতি-মত রণাঙ্গন হয়ে গেছে যেন।

হত্যা করতে হবে। যতোগুলোকে পারা যায় হত্যা করতে হবে। খুন চেপে গেছে রানার মাথায়। আবার গর্জে উঠলো রানার মেশিন-গান। গরম হয়ে উঠলো ব্যারেলটা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়লো কয়েকজন। এগিয়ে চললো রানা বুকে হেঁটে। পিছন পিছন মিলিটারী সেন্ট্রিরাও এগোচ্ছে বুকে হেঁটে। খালি ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে শেষ ম্যাগাজিনটা ভরে নিলো রানা দুই সেকেণ্ড থেমে। দেয়ালের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে এবার রানা। মোটা গাছটার আড়ালে উঠে দাঁড়ালো সে।

এমনি সময় 'বুম' করে একটা বোমা ফাটলো আকাশে। আলো-কিত হয়ে গেলো চারদিক। জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়ামের তীব্র আলো ছোট্ট একখানা প্যারাসুটে ভর করে ধীরে নামছে নিচে। রাতকে দিন বানিয়ে দিলো সেই আলো। পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা বেশ কাছেই দ্রুত বুকে হেঁটে জনা দশেক প্রহরী এগিয়ে আসছে রাইফেল

হাতে। একটু হলে ধরে ফেলতো রানাকে। নির্বিচারে গুলি চালালো রানা উঁচু থেকে। বড়শি বাধিয়ে ডাঙায় তোলা চিতল মাছের মতো লাফাতে থাকলো কয়েকজন। নরক হয়ে গেলো জায়গাটা। রক্ত, ধোঁয়া, করডাইটের গন্ধ, আর সেই সঙ্গে যন্ত্রণা-কাতর আহত প্রহরীর ভয়াবহ চিৎকার।

অপর পক্ষ থেকেও কয়েকটা মেশিনগান এবং রাইফেল গর্জে উঠলো। অনেকগুলো এসে লাগলো গাছে, বাকিগুলো গিয়ে বিঁধলো দেয়ালে। আবার গুলি চালালো রানা। কয়েকটা বেরিয়েই শেষ হয়ে গেলো গুলি। ধক্‌ করে উঠলো রানার বুকের ভেতরটা। আর রক্ষে নেই। টের পেলেই এগিয়ে আসবে ওরা নির্ভয়ে। কুকুরের মতো গুলি করে মারবে ওকে। দেয়ালের দিকে চাইলো রানা। কই মিত্রা তো এলো না? রশি ফেলবে বলেছিলো, কোথায়? হয়তো আজ ঢুকতেই পারেনি মিত্রা। কিম্বা হয়তো এসে পৌঁছায়নি এখনও। আটটা কি বেজেছে?

কিন্তু না-ও তো আসতে পারে মিত্রা! রানার বন্দী হবার খবর যদি ওর কানে গিয়ে থাকে তাহলে হয়তো আসার প্রয়োজনই বোধ করেনি সে। শির শির করে একটা ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে এলো রানার। আর রক্ষে নেই।

মিত্রার ওপর নির্ভর না করে সোজা গেটের দিকে যাওয়াই বোধ হয় উচিত ছিলো। এক্ষুণি ওরা টের পেয়ে যাবে রানার হাতে আর গুলি নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওরা আর অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে।

প্যারাস্যুটে চড়ে ম্যাগনেশিয়ামের আলো নেমে এসেছে অনেক নিচে। পুকুরের মধ্যে পড়েই দপ্‌ করে নিভে গেলো আলোটা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

অন্ধকার হয়ে গেলো চারদিক। গুলি বন্ধ করলো সিপাইরা।

ঠিক এমনি সময়ে পেছনে 'সড়াৎ' করে একটা শব্দে চমকে উঠলো রানা। মিত্রা না তো? লাফিয়ে উঠলো রানার হৃৎপিণ্ড। ছুটে গিয়ে দেয়াল হাতড়াতে আরম্ভ করলো রানা পাগলের মতো। সত্যিই রশি এসে পড়েছে দেয়াল ডিঙিয়ে। দ্রুত উঠতে আরম্ভ করলো রানা রশি বেয়ে।

মাঝ বরাবর উঠতেই 'বুম' করে আরেকটা শব্দ এলো কানে। দিনের মতো আলোকিত হয়ে গেলো আবার চারদিক। দেখে ফেলেছে এবার ওরা রানাকে। হৈ হৈ করে এগিয়ে এলো ওরা কয়েকটা গুলি বিঁধলো এসে আশেপাশের দেয়ালে। ছিটকে ইটের গুঁড়ো লাগলো রানার চোখে মুখে। আবার কয়েক রাউণ্ড গুলি এলো ছুটে।

ইউক্যালিপ্টাসের মিষ্টি গন্ধ এলো নাকে। লাফিয়ে এদিকে পড়লো রানা দেয়াল থেকে। নামলো বটে, কিন্তু নেমে আর উঠতে পারলো না। অসম্ভব চোট লেগেছে পায়ে। ছুটে এসে ধরলো ওকে মিত্রা। বহুকষ্টে টেনে নিয়ে গেলো গাড়ির কাছে। পেছনের দরজা খুলে সাহায্য করলো রানাকে ভেতরে ঢুকতে।

কোনো মতে আছড়ে পাছড়ে উঠলো রানা সীটের ওপর।

'খানিকটা হুইস্কি দেবো? সঙ্গে আছে।'

'শিগগির গাড়ি ছাড়ো মিত্রা।' হাঁটুতে হাত বুলায় রানা।

গাড়ি ছেড়ে দিলো মিত্রা।

প্রহরী দুজন অবাক হয়ে চেয়ে আছে এদিকে এতো গুলি-গোলা, চিৎকার এবং সাইরেনের আওয়াজ শুনে। ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার দেখে টের পেয়েছে ওরা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে ভেতরে। দূর থেকেই হাত তুললো ওরা। এই অবস্থায় গাড়ি ছেড়ে দিতে পারে না ওরা।

ড্যাশবোর্ড থেকে একটা পিস্তল বের করে রানার হাতে গুঁজে দিলো মিত্রা। পয়েন্ট থ্রি-টু ক্যালিবারের 'রণবীর' পিস্তল। ভারতের তৈরি।

লুটিয়ে পড়লো দুই প্রহরী কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর পেট চেপে ধরে। মিত্রা নেমে গিয়ে সাদা-কালো পেইন্ট করা পোস্টটা তুলে দিলো। তারপর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটলো হিন্দুস্থান অ্যামব্যাসাডার ফুল স্পীডে।

চোদ্দ

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

রানার স্যুটকেস নিয়ে এসেছিল মিত্রা গাড়িতে করে। কয়েক ঢোঁক হুইস্কি গিলে নিলো রানা। কিছুটা মালিশ করলো দুই হাঁটুতে, ক্ষিধেতে জ্বলছিল পেট। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। কিছুটা চাঙ্গা বোধ করলো হুইস্কির কল্যাণে। গাড়ি তখন বারাসতের পথে ছুটেছে সত্তুর মাইল স্পীডে। স্টিয়ারিং ধরে স্থির হয়ে বসে আছে মিত্রা সেন।

চললো ওরা বর্ডারের পথে। কিন্তু সেখানে পার হওয়া আরও কঠিন হবে। যুদ্ধ বেধে গেছে দুই দেশে, এখন দুই দিকের সীমান্ত

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

প্রহরীরাই সদা সতর্ক। হিন্দুস্থান থেকে যদি বহু কষ্টে বেরোতে পারে তবে মারা পড়বে গিয়ে ই. পি. আরের গুলি খেয়ে! প্লান চলছিল রানার মাথায় আশি মাইল স্পীডে।

তাছাড়া নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সবাইকে ইনফরম করা হয়ে গেছে। টিটাগড় থেকে কলকাতার দিকে গেলে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেতো। ব্যারাকপুর সামরিক ঘাঁটি পার হয়ে আসতে পেরেছে দেখে একটু নিশ্চিত হলো রানা। বুদ্ধি বের করার সময় পাওয়া যাবে এখন। পথের মধ্যেই যে বাধা দেয়া হবে রানাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সহজে ছাড়া হবে না তাকে।

বারাসতে পৌঁছে বনগাঁ-যশোরের রাস্তায় না গিয়ে সোজা পুবে টাকির রাস্তায় চললো ওরা। যশোরের পথে দুই দেশের সীমান্ত প্রহরী অনেক বেশি তৎপর থাকবে। ওদিকে সুবিধে হবে না। কিন্তু টাকি থেকে পাকিস্তানে ঢোকার তেমন কোনো ভালো পথ জানা নেই রানার।

পঁচাত্তরের কোঠায় উঠলো মাইল মিটারের কাঁটা। কিন্তু নিশ্চয়ই দ্রুততর কোনো গাড়িতে অনুসরণ করবে ওরা। এ ছাড়াও বর্ডারের সৈন্যরা প্রস্তুত থাকবে রানার জন্যে। হঠাৎ মৃদু হাসলো রানা। প্লান এঁটে ফেলেছে সে।

এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চারদিকে ভালো করে চাইলো রানা। আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর ম্লান চাঁদ, ঘন্টাখানেক হলো উঠেছে, পাশে সাদা মেঘের ভেলা। চারদিকে প্রেম প্রেম রহস্য। খুশি হয়ে উঠলো ওর মন।

মিত্রার ঘড়িতে বাজে রাত ন'টা। আর দশ মাইল পরই বশির হাট। এতক্ষণেও কোথাও বাধা পেলো না দেখে একটু অবাক হলো রানা। দুই হাঁটুতে অনেকক্ষণ মালিশের পর বেশ খানিকটা সুস্থ বোধ করলো সে। মিত্রার পাশে গিয়ে বসলো সীট ডিঙিয়ে। কাঁধের ওপর রাখলো একটা হাত।

জোর বাতাসে উড়ছিলো মিত্রার খোলা চুল। মুখের এক পাশে পড়েছে চাঁদের আলো। মৃদু হাসলো মিত্রা। কেঁপে উঠলো যেন সারাটা আকাশ। রানা ভাবলো ধন্য হলো সে। যে দেখেছে এমন হাসি তার জীবনই সার্থক। দু'পাশের মাঠে পাকা আউস ধান দুলছিলো মৃদু মৃদু বাতাসে। পৃথিবীটাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো রানার। ঠিক বোঝানো যায় না এই ভালো লাগাটাকে। বিচিত্র মানুষের জীবন। প্রতিপদে যার মৃত্যুর হাতছানি, সেই রানা জানে এই মায়াবী পৃথিবীর কি যাদু। বেঁচে থাকায় কতো সুখ। হৃদয়টা উথলে উঠতে চাইলো রানার এক অসীম কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কার প্রতি কৃতজ্ঞতা? খোদা? প্রকৃতি? নারী? বুঝতে পারে না রানা। প্রকৃতির মায়া, নারীর প্রেম, বন্ধুর বন্ধন, সব মিলিয়ে তীব্র একটা ভালো লাগা—এজন্যে কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে রানা?

আবোল তাবোল ভাবছিলো সে।

'জয়দ্রথ আমাদের সহজে ছাড়বে না রানা।' মিত্রা বললো।

'জয়দ্রথকে শেষ করে এসেছি। কিন্তু ঠিকই বলেছো, টিটাগড়ের ব্যাপারটা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সরাসরি ডিফেন্স মিনিস্টারের আণ্ডারে। সহজে ছাড়বে না ওরা।'

'ভেতরে কি দেখলে?'

'পঙ্গপাল!'

রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরেছিলো। চাঁদটা চলে গেছিলো পেছনে। হঠাৎ এক সঙ্গে চমকে উঠলো মিত্রা ও রানা। সামনের রাস্তায় ছায়া-

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পড়েছে একটা। এক মুহূর্তে বুঝলো রানা ব্যাপারটা। চাপা উত্তে-
জনায় টান হয়ে গেলো ওর পেশীগুলো।

'ব্রেক করো! ব্রেক করো মিত্রা!' চিৎকার করে উঠলো রানা।

পনেরো-বিশ গজ স্কিড্ করে থামলো গাড়ি। হেড্ লাইট অফ
করে দিলো মিত্রা।

'শিগগির বেরিয়ে পড়ো গাড়ি থেকে।'—পিস্তলটা নিলো রানা
সঙ্গে। খুলে ফেললো দরজা এক ঝটকায়।

বেরোবার আগেই জ্বলে উঠলো সার্চ-লাইট। ওদের মাথার
পঞ্চাশ গজ ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে একখানা হেলিকপ্টার। বিশ্রী
আওয়াজ হচ্ছে প্রকাণ্ড রোটর ব্লেড থেকে।

একলাফে বেরিয়ে মিত্রার হাত ধরলো রানা। এই সম্ভাবনার
কথা একবারও মাথায় আসেনি রানার। ছুটলো ওরা মস্ত বটগাছটার
দিকে। গজ পনেরো-বিশেক যেতেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো
পেছনে। সাঁ করে একটা তপ্ত লোহার টুকরো এসে ঢুকলো রানার বাম
বাহুতে। দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। পড়ে যাচ্ছিলো, মিত্রার কাঁধ ধরে
সামলে নিলো। অবশ হয়ে গেছে বাম হাতটা। দাউ দাউ করে
আগুন জ্বলছে গাড়িটায়। সার্চ-লাইটটা খুঁজে বের করলো আবার
ওদের। এক চোখ মেলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যেন অগ্নিবর্ষণ করছে ওদের
ওপর। এগিয়ে আসছে এবার ওদের দিকে।

আবার ছুটলো ওরা। এক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করলো কো-পাইলট।
কাঁধের কাছ থেকে এক খাব্লা মাংস উড়ে গেলো রানার। পড়ে
গেলো সে মাটিতে। আর অল্প বাকি আছে বটগাছ তলায় পৌঁছতে।
বাঁচার তাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো রানা এবার।

ঝিঁঝি ডাকছে চারপাশে। প্রকাণ্ড ডালপালা বিস্তার করে

দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটা। ওর তলায় কিছুটা নিরাপদ বোধ করলো
রানা। গাছের গায়ে বিঁধে যাচ্ছে কো-পাইলটের গুলিগুলো; কোনো
কোনোটা আবার ডালে স্লিপ করে 'বিউ্উ্' শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে
অন্যদিকে। টেনে তুলে রানাকে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসালো
মিত্রা। গুলি খাওয়া হাত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কাঁধের
জখম থেকে রক্ত ঝরে ভিজে গেছে রানার শার্ট। হাতটা বেঁধে দিলো
মিত্রা শাড়ি ছিঁড়ে। কিন্তু তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই কয়েক পরত
কাপড় ভেদ করে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরতে থাকলো। হঠাৎ বড় অস-
হায় এবং দুর্বল মনে হলো রানার। সে কি করবে? একটা গোটা
দেশের বিরুদ্ধে সে একা কি করবে?

গুলি চালানো বন্ধ হয়েছে। অনেক নিচে নেমে এসেছে পঙ্গ-
পালের মতো দেখতে কুৎসিত যন্ত্র দানবটা। হঠাৎ ছোট কি একটা
জিনিস টুপ্ করে পড়লো কয়েক হাত দূরে।

'হ্যাণ্ড গ্রেনেড! মিত্রা! আড়ালে চলে যাও। কানে আঙুল দাও
জলদি!'

রানাও সরে এলো বটগাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ির আড়ালে। প্রচণ্ড
শব্দে ফাটলো হ্যাণ্ড গ্রেনেড। থেমে গেলো ঝিঁঝি পোকার ডাক।
পাতার খানিকটা ফাঁকা অংশ দিয়ে দেখা গেলো খোলা ককপিটের
সামনে দাঁড়িয়ে আছে কো-পাইলট। ধীরে ধীরে নামছে হেলিক-
প্টার রাস্তার ওপর। গুলি করলো রানা পর পর দুবার। আবার
পাতার আড়ালে চলে গেলো হেলিকপ্টার। তিন সেকেণ্ড পরই
ধড়াস্ করে রাস্তার ওপর পড়লো কো-পাইলটের লাশটা।

ধীরে ধীরে নেমে এলো হেলিকপ্টার পীচ ঢালা রাস্তার ওপর।
ওদের দেখতে পেয়ে হুইল এবং রোটর ব্রেক করে ককপিটের সামনে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

এসে দাঁড়ালো পাইলট হাতে মৃত কো-পাইলটের ব্রেন গানটা।
দুর্বলতায় হাত কাঁপছিলো রানার। পরপর চারটে গুলি করলো
সে পাইলটকে লক্ষ্য করে। কোন্ গুলিটা লাগলো বোঝা গেলো না।
বোধহয় শেষটা, কিম্বা তার আগেরটা হবে। ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর
মতো বেঁকে গেলো পাইলটের দেহ। ট্রিগারে হাত পড়ে গেছিলো—
লক্ষ্যহীন ভাবে আকাশের দিকে পনেরো-বিশবার অগ্নিবর্ষণ করে স্তব্ধ
হয়ে গেলো ব্রেন গান। লুটিয়ে পড়লো পাইলট হেলিকপ্টারের
মেঝেতে। একটা পা বেরিয়ে থাকলো ককপিট থেকে।
রক্ত! প্রচুর রক্তক্ষরণে অবশ হয়ে গেছে রানার দেহ। জ্ঞান
হারিয়ে ফেলছে সে ধীরে ধীরে। শত্রু এলাকার মধ্যে জ্ঞান হারালে
চলবে না। সমস্ত মনোবল একত্রিত করবার চেষ্টা করলো। রানা
কিন্তু বুঝলো ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে ওর স্নায়ুগুলো।

আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজনের হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে।
এগিয়ে আসছে ওরা মশাল এবং লণ্ঠন হাতে করে। উপায় নেই।
ধরা পড়ে যাচ্ছে ওরা। ছুটে গিয়ে গাড়ির ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে থেকে
রানার স্যুটকেসটা টেনে বের করলো মিত্রা। ডালাটায় আগুন
জ্বলছিলো তখনও। হুইস্কির বোতলটা বের করে নিয়ে দিশেহারার
মতো ছুটলো মিত্রা রানার কাছে। লোকজন তখন বেশ কাছে চলে
এসেছে। সময় নেই। যে করেই হোক রানাকে সজ্ঞান রাখতে হবে।
কয়েক ঢোঁক হুইস্কি খেয়ে উঠে বসলো রানা। চারপাশের অবস্থাটা
বুঝে নিয়ে বললো, 'আমাকে একটু ধরো মিত্রা। হেলিকপ্টারের কাছে
নিয়ে চলো।'
ককপিটের দরজা। কিন্তু সিঁড়ি নেই। রানার পক্ষে ওখানে ওঠা

রানা-২

সম্ভব নয়। ভাবলো, হেলিকপ্টারের ভিতরে যখন উঠতে চাইছে,
তখন নিশ্চয়ই কোনো গল্প বানিয়ে বলতে চায় রানা ঐ গ্রামবাসীদের।
লাফিয়ে দু'হাতে ধরলো মিত্রা ককপিটের নিচের অংশ। অনেক
কসরত করে আঁচড়ে খামচে উঠে পড়লো ভেতরে। ওপরে উঠে
সিঁড়ি নামিয়ে দিলো নিচে। ধীরে ধীরে উঠে এলো রানা সিঁড়ি
বেয়ে হেলিকপ্টারের ভিতর। মিত্রা সাহায্য করলো ওকে হাত ধরে।
পাইলটের পা ভাঁজ করে ভিতরে নিয়ে এলো রানা।

'সিঁড়ি তুলে ফেলো।'

সিঁড়ি তুলে ফেললো মিত্রা। ককপিটের দরজাও বন্ধ করে দিলো
রানার হাতের ইশারায়। ড্রাইভিং সীটে বসে পড়লো রানা।

'আমার সীট বেল্টটা বেঁধে দাও তো মিত্রা। তুমিও বসে পড়ো
ঐ সীটে।'

কথামতো কাজ করলো মিত্রা। তারপর অবাক হয়ে দেখলো যন্ত্র-
পাতি নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছে রানা।

রাডার পেডালগুলো পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখে দিলো রানা, তারপর
রোটর ব্রেকটা ছেড়ে দিয়ে পিচ কন্ট্রোলের থ্রটল্ একটু ঘোরালো।
প্রকাণ্ড পাখাটা ঘুরতে আরম্ভ করলো। প্রথম কয়েক পাক ভয়ানক
লাগছিলো প্রকাণ্ড রোটরের ছায়াটা দেখতে। ধীরে ধীরে রোটর
স্পীড ইণ্ডিকেটারের কাঁটা উঠতে থাকলো ওপরে। টেইল রোটরের
দিকে পেছনে ফিরে একবার চাইলো রানা। ইণ্ডিকেটারে যখন দেখা
গেলো রোটর স্পীড মিনিটে দুশো পাক তখন হুইল ব্রেক ছেড়ে দিয়ে
আস্তে পিচ লিভারটা ওপরে টেনে থ্রটল্ ঘোরালো রানা আরও
খানিকটা। কেঁপে উঠলো হেলিকপ্টার। উড়ি উড়ি করেও যেন প্রকাণ্ড
পতঙ্গটা মায়া কাটাতে পারছে না মাটির।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

লণ্ঠন এবং মশাল হাতে বহু লোক জড়ো হয়ে গেছে রাস্তার দুই ধারে। ধুলো উড়ছে বলে নাকে কাপড় দিয়েছে বেশির ভাগ, কিন্তু স্পষ্ট উদ্বেগ দেখলো রানা ওদের চোখে। রানা হাত নাড়লো ওদের দিকে। ওরাও ধন্য হয়ে গিয়ে হাত নাড়াতে থাকলো।

আরও খানিকটা থ্রট্‌ল্ দিতেই প্রকাণ্ড পঙ্গপালটা শূন্যে উঠে গেলো। তিনশো গজ ওপরে উঠে নিচে চেয়ে দেখলো রানা একবার। তখনও হাত নাড়াচ্ছে সরল গ্রামবাসী। কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত দেহটাকে, আর কিছু লোক চলে গেছে গাড়ির ধ্বংস-স্তূপের কাছে।

দুই হাঁটুর মাঝখানে জয়-স্টিক্‌টা ঠেলে দিলো রানা সামনে, সেই সঙ্গে দিলো লেফ্‌ট রাডার।

'বর্ডার পেরোবে কি করে ? অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট্ গান নিয়ে তৈরি হয়ে আছে দুই দিকেরই সীমান্ত প্রহরী।' মিত্রার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'হিন্দুস্থান গার্ড কিছুই বলবে না। এটা ভারতীয় এয়ারফোর্সের মার্কা মারা হেলিকপ্টার। আর পাকিস্তান গুলি ছোঁড়ার আগে নাম-বার আদেশ দেবে। ভদ্রলোকের মতো নেমে পড়বো, ভয় কি ?'

আরও কয়েক ঢোঁক হুইস্কি গিলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো রানা। হেড ফোনটা লাগিয়ে নিলো কানে।

আর রানাকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনে চললো মিত্রা সেন।

—ঃ শেষ ঃ—

Sumon

A lonely man in the crowded planet